

নেপালী ছত্রি



শৌৰ্য্যং তেজোবৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং ।
ধানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্ৰং কৰ্ম্ম স্বভাবজং ॥



শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়
প্রণীত



স্মারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ডা বিশ্বনাথ ষ্টেটফণ্ড অফিসে প্রকাশকের
নিকট প্রাপ্তব্য ।



চুঁচুড়া, বৃন্দাবন যন্ত্র
১৩২০ সাল



মূল্য ৬০ বার আনা যাত্র

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
এবং চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রেষ্টফণ্ড অফিসে প্রকাশকের
নিকট প্রাপ্তব্য ।

চুঁচুড়া বৃন্দোদয় যন্ত্রে
শ্রীরাজকুমার সেন কর্তৃক মুদ্রিত ।

বিজ্ঞাপন ।

এডুকেশন গেজেটে ১৩১২ সালে অনেকগুলি প্রবন্ধ
“নেপালী গুৰ্খা” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেইগুলিই
কিছু পরিবর্তিত এবং অনেকটা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত
হইল ।

লেখক ।

ভূদেব গ্রন্থাবলী ।

পুষ্পাঞ্জলি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১০
পারিবারিক প্রবন্ধ (৭ম সংস্করণ)	১২
ঐ উপহার জন্ত (৮ম)	
মুণিদাবাদী গরদে বাধাই	১১০
সামাজিক প্রবন্ধ (৪র্থ সংস্করণ)	১১০
আচার প্রবন্ধ (২য় সংস্করণ)	১২
বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (ঐ)	১০
ঐ ২য় ভাগ [তত্ত্বের কথা প্রভৃতি]	১০
অপ্লক ভারতবর্ষের ইতিহাস	১০
বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	১০
ঐতিহাসিক উপন্যাস [পঞ্চম সংস্করণ]	১০
পুরাবৃত্তসার	১৭০
গ্রীস ও রোমের ইতিহাস	১৭০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	১০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১২
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান	১২

উপরোক্ত পুস্তকগুলি এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (১৭০) একত্রে আমার নিকট লইলে বিশ্বনাথ ট্রষ্টকণ্ডের দলিলের ছাপান নকল সহিত তিনখণ্ডে বাধান ১০ টাকায় দিব । ডাকমাণ্ডল ও ভি পি পার্সেল খরচা ৫০ মোট ১০৫০ পড়িবে ।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্টকণ্ডের অপর পুস্তকাদি :—

[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	১৭০
সদালাপ নং ১	৫০
ঐ ২	৫০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১১০
নেপালী ছত্রি	৫০
এডুকেশন গেজেট—অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	২২

শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় ।

বিশ্বনাথকণ্ডের কৰ্মচারী--চুঁচুড়া ।

নেপালি ছত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

(যোদ্ধা ও যুদ্ধবিদ্যা ।)

কস-জাপানীয় যুদ্ধের (১৯০৪-১৯০৫) আলোচনা উপলক্ষে কোন ইংরাজ লেখক একখানি সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন “পৃথিবীর সকল জাতীয় সৈন্যই কখন না কখন রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছে—কেবল জাপানী সামুরাই এবং গুর্য-ছত্রী তাহা কখনই করে নাই।”

ক্ষত্রধর্ম সম্বন্ধে মহাভারতের কথা—“ক্ষত্রস্যোরসি ক্ষত্রং পৃষ্ঠে ব্রহ্ম ব্যবস্থিতং”—ক্ষত্রিয়ের বুকের দিকে ক্ষত্রিয় ভাগ, উহার পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নিজের বুক আঘাত লইতেই অধিকারী, পলায়নপর হইয়া পৃষ্ঠে আঘাত পাইবার পথে নিজেকে ফেলিলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকভাগী হইতে হয়। কলভঃ ব্রাহ্মণ (অপর জাতির পক্ষে পাত্রি, মোল্লা বা ফুজি) রক্ষার জন্ত অর্থাৎ জাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রব্যবহারক্ষার জন্ত—প্রকৃত বীরপুরুষেরা রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া প্রাণ দিয়া থাকেন।

সে যাহা হউক, গুর্খা ও জাপানী “কেহই” কখন কোথাও রণস্থলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, একরূপ উচ্চ প্রশংসা একেবারেই সঠিক ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও জাপানী ও গুর্খা রেজিমেন্ট যে যুদ্ধে হারিবাব মত হইয়া পড়িলে সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া মরে—*পলায় না—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কসজাপানীয় যুদ্ধে পোর্ট আর্থার প্রভৃতি বহু স্থলেই জাপানীয়েরা রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট মৃত্যুমুখে সোজা চলিয়া গিয়াছে—কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। গুর্খার সর্বপ্রধান যুদ্ধে—প্রবল প্রতাপ ইংরাজের সহিত যুদ্ধে(১৮১৫)—গুর্খা ছত্রি যে অটল সাহস দেখাইয়াছিল, তাহা বিজেতা ইংরাজকে একেবারেই মুগ্ধ করে—সেই জম্বুই শিখ, পাঠান, অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, সাধারণ রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয় ও তেলিঙ্গা বীর সকল ইংরাজের স্বীয় অধিকারে লক্ষ লক্ষ থাকিতেও ভারত গবর্ণমেন্ট নেপাল অধিকার হইতে বহুসংখ্য গুর্খা সিপাহী সংগ্রহ করিয়াছেন—এমন কি নেপালের আয়তন ও অধিবাসী সংখ্যা ধরিলে উহা হইতেই ইংরাজের সিপাহী সংগ্রহের অল্পপাত অপর সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক ।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুর একটু স্বাধীনতা একমাত্র নেপালেই আজও আছে। মুসলমানের তুর্ক শুলতান,

* গুরাটালুর যুদ্ধে নোপোলিয়ান বোনাপার্টি পরাজিত হইয়া পলাইলে তাঁহার অজ্ঞেয় গাড সেনার হতাবশিষ্টদিগকে প্রাণভিক্ষা দিতে চাওয়া হয়। উহার উত্তর দেয় “গাড অল্প ত্যাগ করিয়া অল্প সমর্পণ করেন না। গাড মরে।”

পারস্যের সাহ, আফগান আমীর, এখনও স্বাধীন । ইঁহারা সকলেই হীনপ্রভ হইতেছেন বটে তথাপি আজও উঁহারা স্বাধীন বলিতে হইবে। নেপালের স্বাধীনতা রক্ষা ইংরাজের বন্ধুতায়ই রহিয়াছে । নচেৎ কেহই এমন মনে করিতে পারেন না যে যতই সাহসী হউন । মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাপ্রিয় ২৫ হাজার বোয়ার যেমন ইংরাজের (বিরাট সাম্রাজ্যের কানৈডা অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি সকল অংশ হইতেই সংগৃহীত) আড়াই লক্ষ গোরা সৈন্তের প্রাবনে ভাসিয়া গেল—মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাপ্রিয় নেপালি ছাত্র সেইরূপ ইংরাজের লক্ষাধিক গোরা সৈন্ত এবং লক্ষ লক্ষ সিপাহী সৈন্তের প্রাবনে সেইরূপ ভাসিয়া যায় না । কিন্তু নেপাল দরবার ইংরাজের প্রথম আফগান যুদ্ধের ক্ষতির সময়ে বা ভয়ঙ্কর শিখযুদ্ধের সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে লাগিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং উঁহাদের এদেশে সর্বাপেক্ষা বিষম দুর্দিনে—মিউটিনির সময়ে—সৈন্ত দিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজকে সাহায্যই করিয়াছেন এবং ইংরাজের প্রভুভক্ত উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্তপ্রাপ্তির সুবিধা জন্মাই ঘরাবরই স্বদেশ হইতে বহুসংখ্য গুর্খাকে ইংরাজের চাকুরি করিতে আসিতে সম্পূর্ণ অমুমতি দিয়া রাখিয়াছেন ।

ইংরাজও এই অসামান্য জাতীয় বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নেপালের রাজপুরুষদিগের গৃহবিবাদে ও নিষ্ঠুর রক্তারক্তি ব্যাপারে একটুও হস্তক্ষেপ করেন না । নেপালের গৃহ

বিবাদে হাত দেওয়ার এক্ষণ সুবিধা সর্বদাই পাইয়াও
প্রথম নেপাল যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ যেকোন ওদাসীত্ব
অবলম্বন করিয়া থাকেন, এতটা সংযম অপর কোন দেশের
সম্বন্ধেই ইংরাজ কখন দেখান নাই। সা. সুল্তা ও দেশ
মহম্মদের বিবাদ, শের আলি ও আবদুর রহমানের বিবাদ,
ইংরাজকে আফগানিস্থানে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত করিয়া-
ছিল। আফগানেরা সমরকুশল, সাহসী, স্বাধীনতাপ্রিয়।
উহারা সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অপেক্ষা অনেক অধিক। দেশ
ও পার্বত্য। কনীয়া ও পারস্যের অধিকার দিয়া ওখানে
উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদির আমদানীর সুবিধাও অধিকতর আজও
আছে। সেখানে ইংরাজ বারে বারে হস্তক্ষেপ করিলেও
অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী নেপালের ব্যাপারে কখনই যে
হস্তক্ষেপ করেন নাই, ইহা বন্ধুত্বের খাতির ভিন্ন অন্য কোন
কারণেই নহে।

এসিয়ার মধ্যে এক্ষণে সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধার স্বাধীন দেশ,
জাপান, নেপাল, আফগানিস্থান ও তুরস্ক। ভারতে এবং
অন্যান্য দেশে সমরপ্রিয়জাতি সকল আছে এবং ভারতের
সিপাহী সৈন্ত যে অত্যুৎকৃষ্ট তাহা মিশর যুদ্ধে ও চীনযুদ্ধে
এবং ইয়ুরোপীয় মহাসমরে (১৯১৫) জগৎসমীপে প্রকা-
শিত হইয়াছে।

ফলতঃ সমরকুশলতা ও সাহস কোন জাতির একচেটিয়া
নয়। মহাব্যমানেই যুদ্ধকুশল প্রাণী। শ্রীভগবান মহাব্য-
ক্তিগকে ইতর জন্তর আয় দত্ত, শূন্য, নথ প্রভৃতি অস্ত্র দেন

নাই ; কিন্তু দুই পায়ে দাঁড়াইয়া দুই হস্তের সম্পূর্ণ ব্যবহারে সুবিধা দিয়াছেন এবং বুদ্ধি দিয়াছেন । ঢেলা, পাথর, লাঠি হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাঝেই অস্ত্র শস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া লইতেছে । জ্ঞানগুণেই একটু সাহস ইতর জীবজগী মনুষ্য মাঝেরই আছে । শৃগাল কুকুর বানর, সাপ প্রভৃতি তাড়াইতে বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যশিশু শিক্ষা পায় । তাহা করিতে কেহ মনেও করে না যে সাহসের কাজ করিতেছে ! সেইরূপ রীতিমত শিক্ষা পাইলে যে কেহই সৈন্তের কার্য্য করিতে পারে । কাহার শীঘ্র ও সম্বর শক্তির স্মরণ হয় । কাহার সিদ্ধি একটু বিলম্বে হয়, যে যতটা অগ্রসর হইয়া আছে ।

খালি পায়ে অন্ধকারে যাহারা সাপের ভয় না করিয়া জঙ্গলে চলিতে পারে, ঝোড় হইতে বাঘ ঠেকাইয়া বাহির করে ক্ষুদ্র নৌকায় বৃহৎ নদীর পাড়ি দেয়, তাঁহারা দেখিতে খুব নিরীহ হইলেও একেবারে সাহসহীন নয় ।

সে যাহা হউক মুসলমানের তুর্ক আরব কুর্দ, মুর ও পাঠান ; হিন্দুর গুর্খা, শিখ, রাজপুত মারাঠা, ডোগবা, জাঠ ও ব্রাহ্মণ ; বৌদ্ধের বর্ম্মি, মাঞ্চু মোঙ্গলীয় ও জাপানী ; খৃষ্টানের ইংরাজ, ফরাসি, জার্মান, সুইস, রুসীয় ও মার্কিন — ইহারা সকলেই সাহসী ।

খৃষ্টান ইদানীন্তনকালে যে সর্ব্বত্র প্রবল হইয়াছেন তাহা খৃষ্টধর্ম্মের বা ইয়ুরোপবাসের গুণে নহে । তাহা হইলে রুসীয় জাপানীর নিকট হারিত না । উহা ইয়ুরোপ-

পীরদিগের অনুক্ষণ যুদ্ধকার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া দল বন্ধনের অভ্যাসের এবং যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধাঙ্গের উৎকর্ষসাধন জন্ম । বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের সর্বপ্রযত্নে যুদ্ধাঙ্গের উৎকর্ষসাধনে চেষ্টার জন্ম ।

যখন প্রাথমিক মুসলমানদিগের যুদ্ধকার্যে ধর্মনিষ্ঠ উচ্চশ্রেণীর লোক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন সিরিয়া মিসর, পারস্য, ভারত, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন অতি সহজে ও সত্তরেই উহাদের অধিকৃত হয় । পৃথিবীতে হংরাঙ্গের ও রুসিয়ার অধিকারবিস্তার আরবদিগের অধিকারবিস্তার অপেক্ষা শীঘ্র বা সহজে হয় নাই । তখন ক্রুসেড যুদ্ধে আগত সমগ্র ইয়ুরোপের বলই তুরস্ক ও মিশরের মুসলমানেরা ব্যর্থ করিতে পারিয়াছিলেন । এমন কি তুর্ক জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে উৎকর্ষলাভ করিয়া রোড্‌স অধিকার এবং ইয়ুরোপের মধ্যস্থল, ভিয়েনা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল । তখন অশ্ব সরঞ্জাম সমরকৌশল বা গৈনিক ব্যবস্থা কিছুতেই মুসলমান ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা হীন ছিলেন না । টলিডো ও ডামাস্কাসের বর্ষ ও তরবারীই ইয়ুরোপে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইত ।

গেইরূপ এক সময়ে পোর্টুগীজ যোদ্ধা ভূমণ্ডলে অতুল্য হইয়া পড়িয়াছিল— স্পেনীয় পাদাত সৈন্তও একদিন জয় ও করাসিরও পক্ষে অজেয় বলিয়া স্বীকৃত ছিল । উহাদের লইয়া ডিউক অফ্‌ আলভা ষষ্টিসংখ্যক যুদ্ধজয় করিয়াছিলেন । কখন পরাজিত হইয়েন নাই । ক্রিস্ট (১৮৭১) খ্রিস্টাব্দে

হস্তে পরাজিত হইল—আল্‌সেশ লোরেন নামক দুইটা প্রদেশ ছাড়িয়া এবং ২০০ কোটি টাকা দণ্ড দিয়া হীন সন্ধি করিল, কিন্তু উহারই সৈন্ত নেপোলিন বোনাপার্টের সময়, এক লগুন ভিন্ন ইয়ুরোপের অন্য কোন্ রাজধানীতে জয়ডকা বাজাইয়া প্রবেশ করে নাই? ফলতঃ যখন যে জাতির মধ্যে আত্মোৎসর্গ অধিক, বিলাসিতা কম, যুদ্ধ বিদ্যার এবং সাধারণতঃ কার্য্যকরী সকল বিদ্যার চর্চ্চা অধিক—এবং “কোন বিশেষভাবে প্রণোদিত হইয়া জাতীয় একাগ্রতা উত্থিত” হইয়া উঠিয়াছে তখনই সেই জাতি বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছে ।

ইংরাজের দেশে ক্রমঙয়েলের লৌহ পার্শ্বকের আয় সৈন্ত বোধ হয় ইয়ুরোপের মধ্যে কখন প্রস্তুত হয় নাই । অমহুন্নমানের যুদ্ধে (১৮৯৮) যে ষোড়শ সহস্র মুসলমান দর্বেশ সৈন্ত জেনারেল কিচেনার পরিচালিত সৈন্তের ম্যাগাজিন রাইফলের অগ্নিবৃষ্টির দিকে বর্ধ্যমাত্র হস্তে অগ্রসর হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইল, কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না, উহারা পূর্বকালের সেই প্রাথমিক আরব-বীরদিগের প্রকৃতি জীবন্ত চিত্র দেখাইয়া দিয়াই গেল, সাহসে এবং ধর্ম্মোন্মাদে উহারা লৌহ-পার্শ্বকদিগের অপেক্ষা কম ছিল না । “উহারা সেই বহু শত বৎসব পূর্বের সাহস দেখাইল বটে, কিন্তু সেই প্রাচীন অস্ত্র এবং প্রাচীন সরল হাতাহাতি যুদ্ধকালের ব্যবস্থাই দেখাইল ! নূতন অস্ত্র ও নূতন যুদ্ধ-কৌশলের শিক্ষা উহারা পায় নাই । কিচেনারের সৈন্ত



নেপালি ছাত্রি ।

উহাদেরই ভায় অজ্ঞধারী হইলে যে দাবাগ্নির মুখে তৃণবৎ দগ্ধ হইয়া যাইত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। ফলতঃ যেখানে বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই, উদ্যম এবং সাহস উভয়পক্ষেই কতকটা আছে, সেখানে “বিদ্যা এবং উদ্যোগ যার বল তার।”

নেপালের উল্লেখে এতকথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপালী ছাত্রিতে আজও বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। উহার সাহস ও স্বাধীনতাশ্রিয়তা অতুল্য ; কিন্তু জাপানীর ভায় নেপালী আফিসার বিজ্ঞানাত্মশীলন করে নাই। যুদ্ধ বিজ্ঞান ও শস্ত্রসজ্জায় নেপাল এখন জাপানী ও ইয়ুরোপীয় অপেক্ষা অনেক পরিমাণেই পশ্চাৎপদ। সে সম্বন্ধে তুর্ক এবং আফগান বরং একটু ভাল অবস্থায় আছে। তাহারা ইয়ুরোপীয় মিস্ত্রীর সাহায্যে অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা করিয়াছে এবং ইয়ুরোপে প্রস্তুত অস্ত্রও অনেক খরিদ করিয়া রাখিয়াছে। তুর্ক ইউরোপের ভিতরে থাকায় উহার সেনাপতিগণও অনেকটা ইয়ুরোপীয় ধরণের উন্নত যুদ্ধবিজ্ঞান পারদর্শী। নেপালের উপর রুসিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তুর্ক ও আফগান রুসিয়ার ভয়েই সর্বদা সশঙ্কিতও বটে স্তম্ভিতও বটে। নেপালের যে একমাত্র প্রবল শত্রু হইতে পারে সেই ভারত গবর্ণমেন্টই উহার পরম মিত্র। নেপালের সে অস্ত্র সর্বদা যুদ্ধবিজ্ঞান শিক্ষোন্নতির প্রয়োজনই বোধ হয় নাই যুদ্ধের সাধ এবং যুদ্ধ শিক্ষার সাধ ইংরাজের চাকুরি করিয়াই সাধারণ গুৰ্ব্বা

কতকটা মিটাইতেছে এবং আনন্দ লাভ করিতেছে ।
 গুর্খা আফিসারের উচ্চযুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার সুবিধা নাই । জঙ্গ
 বাহাদুর বিলাত দেখিয়া আসার পরও দু দশ জন গুর্খা
 আফিসারকে অস্ত্র প্রস্তুত ও যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষার জন্ত ইংলণ্ডে
 প্রেরণ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । বিদেশ হইতে যুদ্ধ
 বিদ্যা আনিয়ন জাপানীই এমিয়া মধ্যে করিয়াছে বলিতে
 হইবে ।

ইংরাজ যখন প্রথমে এদেশে আসেন এবং বিভিন্ন
 রাজা ও নবাবদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া এ দেশের বিবাদ
 বিসম্বাদিতে লিপ্ত হইতে থাকেন, তখন ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ
 বিদ্যা এ দেশীয় যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা সামান্তরূপ মাত্র উৎকর্ষ
 লাভ করিয়াছিল এবং তোপ বন্দুক ও উভয়েরই কিয়ৎ
 পরিমাণে একরূপ ছিল । মোগল বাদশাহেরা তুর্ক নৈনিক
 ও কারিগরের ব্যবহার করিতেন । চতুর্দশ লুই'র যুদ্ধ
 সকলের সময় হইতে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাসময়ের
 দারুণ জাতীয় সংঘর্ষ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইয়ুরোপে যুদ্ধবিদ্যা
 উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিতেছিল । সহস্রা ময়দানের
 যুদ্ধোপযোগী তোপ সকলের “বিশেষ” উন্নতি ভূতপূর্ব
 “আটিলারি আফিসর” সম্রাট নেপোলিয়ানের উৎসাহ দ্বারা
 ঘটিলে—ইয়ুরোপীয় যুদ্ধবিদ্যা তুর্কের যুদ্ধবিদ্যার উপরে
 উঠিল—তখন আর সাক্ষাৎ ইয়ুরোপীয়ের সাহায্য ব্যতীত
 স্তম্ভ বাদসাহদিগের আনীত শিক্ষিত তুর্কের দ্বারা এ দেশে
 যুদ্ধ বিদ্যায় উৎকর্ষ সম্ভাবিত রহিল না । পক্ষাবে শিখ

বসিয়া গেলে এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতে হিন্দুশক্তিরই একবার পুনরুত্থান হইলে স্থলপথ দিয়া ভারতের সহিত তুর্কের সংস্রবও কমিয়া গেল। তখন হইতেই সিন্ধিয়া, হোলকার, টিপুসুলতান, নিজাম ও রণজিৎসিংহ সকলেই ইয়ুরোপীয়—প্রধানতঃ ফরাসি—আফিসর রাখিয়া উৎকৃষ্ট সিপাহী সৈন্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইলেন। উচ্চ শ্রেণীর আফিসরের বিদ্যাটা কিন্তু ইয়ুরোপীয়ের মধ্যেই রহিয়া গেল ! শিখ, মহারাষ্ট্রীয় বা দক্ষিণী মুসলমান উহা নিজেদের আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টাও করিলেন না—পারিলেনও না।

জাপানী ওরূপ করেন নাই। উহারা স্বজাতীয় “সাধারণ সৈনিককে” ভিন্নজাতীয় বা ভিন্নধর্মাবলম্বী ইয়ুরোপীয় আফিসরের “অধীনস্থ” কোন মতেই করেন না। ওসমানলি তুর্ক সৈনিক মুসলমান ভিন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর নিকট কাও-য়াজের “হুকুম” লওয়াও অবমাননাকর জ্ঞান করিতেন। মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলে এবং মুসলমানী নাম (মহম্মদ আলি পাশা) গ্রহণ করিলে তবে স্থলতান রুস তুরুক যুদ্ধ কালে জেমারেল ক্রুডনারকে তাঁহার সৈন্য পরিচালনার অধিকার দিয়াছিলেন। (১৮৭৭—১৮৭৮)। আফিসারদের শিক্ষা ইয়ুরোপীয় “শিক্ষকের” নিকট জাপানী লইয়া থাকে, এবং তদ্বারা বিদ্যাটা নিজেদেরই করেন। এরূপ কুরায় সাধারণ সৈন্তেরা বিদেশীদের হুকুম মানিতে “অভ্যস্ত” হইয়া পড়ে না। উহাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ সম্পূর্ণ-

রূপে “অকুশল” থাকে। উহারা ভিন্নজাতীয়ের হুকুম মানিতে অভ্যস্ত হইয়া স্বাধীনতা বিসর্জনের “অর্থেক পথে” অগ্রসর হইয়া যায় না।

পঞ্জাবযুদ্ধের কয়েকবর্ষ পরেই শিখ যে মিউটিনের সময় আগ্রহের সহিত ইংরাজের সিপাহী হইতে আসিতে পারিয়াছিল ইহাই তাহার অন্ততম কারণ। পঞ্জাবী শিখ নিজের রাজ্যের অদূরদর্শী ব্যবস্থায় “বিদেশী” ফরাসি আফিসরের হুকুম মানিতে অভ্যস্তই ছিল। “উহাদের” উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রণক্ষেত্রে পরিচালিত হইত। ঘোর, ফের, দোড়াও, গুলি কর, সজ্জিন চড়াও ইত্যাদি হুকুম কলের পুতুলের জায় অপর কমাণ্ডারের নিকট মানিতেছিল। সুতরাং যখন ফরাসির স্থলে ইংরাজ আফিসার আসিলেন তখন উহাদের চক্ষে বিশেষ “নূতন” কিছু ঘটিল না।

বল্কান যুদ্ধে (১৯১২) হারিয়া তুর্কের ইজ্জত বোধ অনেকটা কমিয়াছে। সে জর্মন আফিসরের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছে (১৯১৫)। জাপান রুশ-যুদ্ধে বিদেশী ভলন্টিয়ার সৈন্য ত লয়ই নাই। আহত ও পীড়িতের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্তও বিদেশী কাহাকেও লয় নাই। শ্রীমতী সরলা দেবীর আহত শুশ্রূষার জন্ত যাইবার আবেদন অগ্রাহ করে। আহতের ও পীড়িতের জন্ত নগদ টাকার সাহায্য লইতে সাত্র আপত্তি করে নাই। ফলতঃ জাতীয়কার্যের সর্ব-প্রধান অমুষ্ঠান আত্মরক্ষণ। উহা জাপানীরা পরহেতু

“একটুও” দিতে রাজী নয়। পরের সাহায্যে প্রকৃত পক্ষে
“স্বাধীনতা” থাকে না।

প্রথম নেপাল যুদ্ধের সময়েও ইংরাজের ভোপথানা
নেপালীদের অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট ছিল। এখনত
তোপ বন্দুক বারুদ ও শিক্ষা ও টেলিগ্রাফ রেলওয়ে বেলুন
আকাশগামী পোত প্রভৃতির গুণে যুদ্ধ সরঞ্জামের সর্ব-
বিষয়েই প্রভেদ অতিশয়ই অধিক। ফলতঃ নেপালের
স্বাধীনতা ইংরাজ প্রীতি জগ্নই রাখিয়াছেন। গুলুয়াত্বক্রমে
ইংরাজের সিপাহীগিরিতে অভ্যস্ত গুর্থার সংখ্যাও নেপালের
মোট গুর্থার অধিবাসীর সংখ্যা ধরিলে “এখন” নিতান্তই
কম নয়। ইংরাজের সিপাহীগিরি করিয়া প্রায়ই গুর্থারা
দেশে ফিরিয়া যায়। কেহ কেহ জমি পাইয়া ইংরাজ
এলাকায় বাস করে। উহাদের স্বদেশপ্রিয়তা ভারতবাসী
অপর সকল জাতির অপেক্ষা অধিক এবং আত্মমর্যাদা
বোধও অধিক, কিন্তু তথাপি সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে
ইংরাজের পক্ষে নেপাল জয় করা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরি-
মাণে সহজ-সাধ্য হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। তবে
ইংরাজ যে অনর্থক নেপালের উপর আক্রমণ করিবেন না
ইহা নিশ্চিত। নিজেদের বিস্তার লোকসংখ্যা হ্রাস গুর্থাদের
যুদ্ধে মারিয়া নিঃশেষ করায় ইংরাজের লাভ কি? স্বাধীন
গুর্থারা অসম সাহস রক্ষা করিয়া উহাদেরই কাজ সর্বত্র
ভালই করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।



(গুর্থার উৎপত্তি)

“নেপালে এরূপ অসমসাহসী যোদ্ধার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল ?”—এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ভাবে সকল দেশেরই কথা একটু ভাবিয়া দেখা উচিত।

ক্ষুদ্র গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে উহার দুইটা মাত্র নগরের লোকেরা—থলযুদ্ধকুশল স্পার্টায়েরা এবং জনযুদ্ধকুশল এথিনিয়েরা প্রবল পরাক্রান্ত এবং বিস্তীর্ণ পারসিক সাম্রাজ্যের সমস্ত বলকে বাধা দিতে পারিয়াছিল।

ক্ষুদ্র জাপান দ্বীপবাসিগণও একাণ্ড কসীম সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপেই নাকাল করিয়াছে।

অল্পসংখ্যক উৎসাহসম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্রের ব্যবহার ভালরূপ শিক্ষা করে এবং উচ্চ তত্ত্বের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ সৈন্যদলকে পরাজিত করিতে পারে।

ক্ষুদ্র সারভূতং সৈন্যঃ শত্রুজয়মভ্যুপাশ্রিত্য চেষ্টেৎ ।

••

অতিস্বল্পং শ্রীয়ে সৈন্যং বৃথেষ্ময়ং মৃণ্ডমণ্ডলী ॥

ইহা সৰ্ব্বস্থলে এবং সৰ্ব্বকালে ধ্রুব সত্য।

জাপানীর সহিত পৃথিবীর অল্প কোন জাতির তুলনা হয় না। উঁহারা “কখনই” পরাধীন হন নাই। একই বংশে আড়াই হাজার বৎসর সাম্রাজ্য শক্তি নিখুঁত চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং জাপানীর মধ্যে সাহসী ও অধীনতা স্বীকরে একান্তই অসহিষ্ণু বীরহৃদয়সম্পন্ন দলের “নিড়নি” হইয়া তাহাদের সংখ্যা হ্রাস কখনই হইতে পায় নাই।

ঋণীয়াও একদিন তাতারের অধীনে ছিল। সুতরাং ঋণীদের ভিতর হইতে সার্বোচ্চ অঙ্গের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাপ্রিয়দের “একবার” কতকটা নিড়ানি বা বাছিয়া বাছিয়া বিনাশসাধন হইয়াছিল। সেইরূপ যে যে দেশে কখনও “রিপু পদাঘাত করেছে ঐহার” তাহাতেই ঐরূপ বাছাই বা “ভাল ও তেজস্বী লোকের কতক নিড়ানি” হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানার মরুভূমি ও নেপালের পাহাড় ভিন্ন অল্প সর্বত্রই ঐ বাছাইয়ের কার্য পাঠান মোংগল ইত্যাদির হস্তে বহু ৭ত বৎসর ধরিয়া বহুল পরিমাণে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। শিখ মহারাজার প্রধানে আবার মুসলমানের মধ্যের তেজস্বী দল অনেকে রণক্ষেত্রে মারা গিয়াছে। সুতরাং এই মহাদেশে ধর্ম্ম, পারিবারিক ব্যবস্থায় এবং সামাজিক নিয়মে হস্তক্ষেপ না করিলে সংস্কার এবং শান্তিপ্রিয়তা অবলম্বন পূর্বক পরোক্ষদৃষ্টি সহিত রাজনৈতিক অধীনতা-ভেদ অনেকটা স্থগী থাকে, প্রধানতঃ একরূপ লোকই, (তেজস্বী দিগের মধ্যে ষথেষ্ট ঝাড় ই বাছাই হইয়া,) বাকী

গ্রহিয়া গিয়াছে। কলতঃ বাহারা পরেই নিকট একটুও
ঘাড় মোয়াইতে একেবারেই পারে না, তাহার। যুদ্ধে (বা
অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া মনোর "সন্নগ্নানিতে") যত্নমুখে
পতিত হইয়া গিয়াছে। বাহা কিছু সেক্ষণ বাকী উত্তর-
ভারতে ছিল তাহার অনেকটা মিটুটিনির সময়
(১৮৫৭-১৮৫৮) ফুটিয়া বাহির হইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

সকল দেশেই বিদেশীয় অধিকারে এই ঝাড়াই বাছাই
কার্য্য হয়। ব্রিটনদিগের মধ্যেও ঐ দশা ঘটয়াছিল।
রোমকের অধীনতায় পালিত, রোমকভাবে শিক্ষিত ব্রিটন,
একেবারেই আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম
নর্থান অধিকারে সাক্সানদিগেবও ঐ দশা একটু ঘটতে-
ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের শুভাদৃষ্টক্রমে ডেন, নর্থান ও
সাক্সন এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং নিকট জাতিই ছিলেন।
উইরা মিশিয়া এক জাতি ও এক ভাষাতাবী হইয়া
পেলেন; অতরাং অধিকাংশ অধিবাসীর ভিতর হইতে
সাহসী ও তেজস্বী লোকের "নিড়ানির" কার্য্যটা থা মিয়া
গেল। যতটা ঝাড়াই বাছাই ফুটিয়াছিল তেতা ও
বিজিতের সংমিশ্রণে তাহার দোষ অনেকটা কাটিয়া
গেল।

বহু শত বৎসর ধরিয়া এখন ইংলণ্ডের ভূমি কোন
বিজয়ী বৈদেশিকের পদ-কলুষিত হয় নাই। অতরাং
উহাতে সাহসী ও তেজস্বী লোকের কোনই অসম্ভাব্য
নাই। তবে ইংলণ্ডের প্রকৃত হাড় ছিল "মোহ পার্বত"

পিউরিটানদিগের দল । তাহাদের সহুচিত আদর না করিয়া ইংলণ্ড আপনার সারভাগের কতকটা এক সময়ে মার্কিন-দেশকে দিয়া ফেলিয়াছিল । “গিল্‌গ্রিম কাদাস” নামে উহার অনেক আমেরিকার নিউ ইংলণ্ডে গিয়া বাস করেন ।

বোয়ার যুদ্ধ সময়ে ইংরাজের অধীনস্থ কেপকলনির ওলন্দাজেরা বিদ্রোহ করিবে “বলিয়া”ছিল । কিন্তু প্রথমটায় বোয়ারের অত যুদ্ধ জয় দেখিয়াও উহা “করিতে” তাহাদের সাহসে কুলায় নাই ! অরেঞ্জষ্টেটের ও ট্রান্সভালের সুষ্ঠিমেষ বোয়ার যাহা করিল, বস্তুতঃই তাহার সিকির সিকিও কেপকলনির বহুগুণ অধিক ওলন্দাজের দ্বারা ঘট। অসম্ভব ছিল । উহাদের মধ্যে সেরূপ তেজস্বী লোক কোথায় ? সেরূপ তেজস্বী লোকেরা ত কেপকলনি ছাড়িয়া প্রথমে নেটালে ররে অরেঞ্জষ্টেটে ও সর্বশেষে ট্রান্সভালে “সরিয়া” পড়িয়াছিল । কেপকলনির ওলন্দাজ অনেকটা “ভুঁব” মাত্র—সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সার শস্য উহাদের মধ্যে ত ছিল না ! বোয়ারদের এবারের সরিবার স্থান থাকিলে সেই ধরণের পূর্ণ তেজস্বী হতাবশিষ্ট বোয়ারেরা ট্রান্সভাল ছাড়িয়া উত্তরে সরিয়া গিয়া আবার একটী স্বাধীন রাজ্য গঠন করিত । এবারে সরিবার স্থান পাইল না—চারি দিকেই ইংরাজের অধিকার । হুতরাং পররাষ্ট্র আমেরিকার বা বাটেভিয়ায় সরিতে হইল । ঐহারা মনে করেন যে কোন কালে বোয়ারগণ আবার যত্নে আক্রমণ

ইংরাজের বিরুদ্ধে একবাক্যে ও মতেজে উঠিতে পারিতেন
তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। বর্তমান সময়ের বোম্বারেরা বিজিত
হইলেও এক সময়ে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল সুতরাং
“উহাদের মধ্যে” কতক লোক গুমরাইয়া গুমরাইয়া “এফ-
বার” একটা সামান্য বিদ্রোহ কবিলেও করিতে পারিত;
কিন্তু উহাদের “পুত্রেয়া ও পৌত্রেয়া” তাহা সহজে আঁব
“মনেও স্থান” দিবে না। “একটু” অঁদর পাইলেই গিয়া
যাইবে। “আঁমল শক্ত হাড় ওয়ালা” তেজস্বী বোম্বার
অনেকেই মরিয়াছে অপরে “জাতীয় নির্দোষকেই” আঁদ্রিয়া
করিয়া ইংরাজের সহিত গিশিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।
ফলতঃ “খুব কম সংখ্যকই” দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোম্বার এখন
“নিজেদের দেশে” গুমরাইতেছে। এই জগুই “সামান্য”
ছ একটা যে বিদ্রোহ হইতেও পারে, তাহাতে “বোম্বার
সাধারণে” যোগ দিবে না। *

শান্তির যে একটা স্থখ আছে তাহা অধীনতার দুঃখকেও
টাকিয়া ফেলে। যাহাদের মধ্য হইতে “ইররিকন-
সিলিয়েবীস” দিগের (কিছুতেই ষাহারা অধীনতায়

* ১৯ : * অক্টোবর মহাযুদ্ধকালে অল্প সংখ্যক বোম্বার
তাহাদের স্বপ্রসিক্ত সেনাপতি ডি ওয়েটের অধীনে বিদ্রোহী
হইয়াছিল। দূরদর্শী ইংরাজ বোম্বারদিগের প্রধান সেনা-
পতি বোথাকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সভাপতি ও সর্বেসর্বা
করিয়া রাখিয়াছিলেন; ইংলণ্ড হইতে কোন সৈন্তই
পাঠাইতে হয় নাই; বোথাই বিদ্রোহ দমন করিয়া দেন।

আসিতে মনকে বুঝাইতে পারে না—স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ রক্ষা নিশ্চিতির দ্বারা উহার একটুও কমি স্বীকার করিবে না) অর্থাৎ “স্বাধীনতা সম্বন্ধে একান্তই একান্তই দলের” নিড়ানি হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে—“শান্তি-স্বথই পরম স্বথ”—এই ভাবপ্রণোদিত লোকই এখন অধিক। উহারাই “অধীনতার পরিবৃতির” মধ্যে রক্ষা পাইবার সর্বোপেক্ষ উপযোগী। ঐ পরিবৃতির মধ্যে ঐ ভাবেই “রক্ষা” হয়।

আভ্যন্তরিক সংঘর্ষ অত্যাগ করিলে অল্প এক প্রকারের স্বাধীনতা আইসে। তাহা বাহ্য অধীনতায় তেমন শ্রান হয় না। ইচ্ছিয়া ও মন নিজেই অধীন হইলে আর কিছুই প্রয়োজনই থাকে না। ভারতবাসীর শান্তিপ্রিয়তার ভিতর দুই প্রকারের কার্য্যই হইয়াছে; নিড়ানির ও সংঘর্ষের। “সংঘর্ষে” প্রকৃত শক্তি—হানি বুঝায় না। সেই অন্তঃসংঘর্ষে শক্তিমান ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম্মের উপরই দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া ধীর ও নিরীহভাবে “পৃথিবীর কয়টা দিন” কাটাইয়া দিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, কোন জাতির বা বর্ণের অভ্যুত্থান তাঁহারা লক্ষ্যই করেন না। কিন্তু “অন্তায় অত্যাচার” বাড়িয়া তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য “ধর্ম্মের” সম্বন্ধে গুরুতর ব্যাঘাত হইলে—যখন “ধর্ম্ম আর নহিবে না” বোধে তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট মনের গভীর বেদনা নিবেদন করেন—তখন সেই নিরীহ ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই “কালানি সদৃশ ক্রোধে ক্ষময়া

পৃথিবী সম” সহকারী প্রস্তুত করিয়া কার্যোদ্ধার জন্য ভগবন্তেজোংশ-সম্ভব মেতা আইসেন । মহাতপা দ্বীচি, ভগবান পরশুরাম, মহারাজা পৃথু, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ সিংহ ও মহারাজা শিবজী প্রভৃতির নাম স্মরণ করিলেই অস্ত্রের বেচ্ছাচার ছুট কড়িয়ের, অবিনীত বেণ রাজার, রাকসের, বৌদ্ধের এবং (৬ বিশ্বনাথ এবং ৮ বেণীমাধবের মন্দির ধ্বংসকারী ও হিন্দু প্রজার পীড়নকারী পরধর্ম্মঘেবী) মোগল সম্রাট আরাঞ্জীবের অত্যাচার বিরূপ ভাবে নিবারিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িবে । হিন্দুর সংযত এবং স্বেচ্ছা আদর্শ অতীব উচ্চ ; এবং ধৈর্য্য অপরিমীম । উইাদের ক্ষমালীলতার দ্বারা ই উইারা অবনতি হইতে রক্ষিত ।

রাজপুতানার কথার উল্লেখ করিতে হইলেও বোম্বাই-দিগের জায় “এক গুঁয়ে স্বাধীনতাশ্রিয় দলের” উল্লেখ করিতে হয় । ভারতে মুসলমান অধিকার দৃঢ়ভাবে বসিলে উত্তর ভারতের সমগ্র যোদ্ধৃসমাজের মধ্য হইতে এই “এক গুঁয়ে স্বাধীনতাশ্রিয়” দলের গোকেরা রাজপুতনার মরুভূমি ও আরবজীর পার্শ্বভাগ প্রদেশে এবং হিমালয়ের পার্শ্বভাগ প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনেকটাই তাহাতে সফলও হইয়াছিল । মরুভূমির অল্পকষ্ট ও অল্পকষ্ট বাহারা স্বীকার করিয়াছিল (পঞ্জাবের বা গঙ্গা যমুনা দুয়ারের উর্বরভূমিতে অধীন হইয়া থাকিতে চাহে নাই) তাহারাই—“সেই বাছাই করা এক গুঁয়ে

স্বাধীনতাপ্রিয় দলই”—রাজপুত বীরস্বের উজ্জ্বল চিত্র
পৃথিবীর ইতিহাসে অঁকিয়া গিয়াছে। উহারাই ভারত-
বর্ষের ইতিহাসে ঐ স্ফাটনের বোয়ারের প্রতিকৃতি। আর
যে অত্যন্ত সংখ্যক আৰ্য্যবীরগণ হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে
গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা জন্য আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাদেরই
বংশধরগণ আজ নেপালের তেজস্বী ও রণহুর্মদ গুণী ছত্রি।
রাজপুতানার ছত্রির কতকাংশের সহিত কিছু ভীল মিশ্রণ
দেখা যায়—নেপালেও মোঙ্গল বর্ণভুক্ত আদিম
অধিবাসীদের সহিত একটু মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বহুসংখ্যক
আদিম দিগের মধ্যে স্থানিভাবে বাস করিলে তাহাদের
সহিত অল্পাধিক মিশ্রণ অনিবার্য। প্রধানতঃ রক্ষিত-
দিগের স্ত্রী সন্তান সন্ততির ক্রমণঃ স্বজাত ও উচ্চ জাতি
বলিয়া পরিচয় দিয়া মিশ্রণ সৃষ্টি করে। তবে হিন্দুর বর্ণ
বিভাগ এইরূপ মিশ্রণকে স্বতন্ত্র নকসে রাখে, ততটা
সঙ্কোচ বাধা অথচ কোন ব্যবস্থা দ্বারা ঘটা সম্ভব নহে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দুর আমলও নেপালের পার্বত্য
অঞ্চল বৌদ্ধদিগেরই হাতে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম
হইতেই “মুসলমান প্রধান্য অসহিষ্ণু” অনেক আক্রমণ ও
ক্ষত্রিয়ের হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রবেশ
আরম্ভ হয়। যখন ঐ “বাছা বাছা স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দুর
দল” পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয়লাভ জন্য প্রবেশ করিল,
তখন নেপালের পার্বত্য অঞ্চল বহুসংখ্যক ক্ষত্র “হিন্দু-
স্বংসোই” পরিণত হইয়া গেল। সাহসী মোঙ্গলীয় বংশীয়

আদিম অধিবাসিগণের সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সাহসী বাহা বাছা ব্রাহ্মণ ও ছত্ৰিৰ কতকটা অংশের কিছু মিশ্ৰণ হইল। উইাদের বংশধরেরাও ছত্ৰি আখ্যাই পাইলেন। এখনও পূৰ্ণ আৰ্য্যমূৰ্ত্তি ও আৰ্য্যবৃত্ত সমন্বিত হিন্দু গৌরব অনেক বিস্তৃত উচ্চ বংশ যে মেপালে আছেন তাহা বলাই বাহুল্য তাঁহাদের চেহারা সাধারণ পাহাড়ী লোক দিগের হইতে একেবারেই বিভিন্ন। তাঁহারাি প্রধানতঃ নেপালের নেতা। গুৰ্খা ব্রাহ্মণ ও গুৰ্খা ছত্ৰি উভয়েই উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। কিন্তু নেপালের সমস্ত অধিবাসীর সংখ্যা ধৰিলে “গুৰ্খাৰ” সংখ্যা অধিক নহে। ব্ৰজবংশিগণের শিখ সাম্ৰাজ্য যেমন বহুসংখ্যক সাধারণ হিন্দুর ও মুসলমান অধিবাসীর উপর অল্পসংখ্যক যুদ্ধকুশল শিখের আধাশ্ৰু স্থিতি করিত, নেপালে বৰ্ত্তমান গুৰ্খা রাজত্বও অনেকটা তদ্রূপ। আজও নেপালে মোগলবৰ্ণভূক্ত বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাবলম্বী (ইহাৰাঃ ক্ৰমশঃই হিন্দু হইয়া আসিতেছে) আদিম পাহাড়ীয়াৰ সংখ্যাই অধিক। আৰ্য্য ত্ৰীসম্পন্ন উচ্চশ্ৰেণীৰ ব্রাহ্মণ বা ছত্ৰিৰ সংখ্যা কম।

নেপালের অধিবাসীর সংখ্যা ঠিক জানা যায় না। আজও নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুর ১৫ মাইলের অধিক দূরে কোন ইউরোপীয়ের বাইবার ছুতুম নাই। কিন্তু নেপালের রাজারা কোন বিষয়ে “সাধারণ প্রজাৰ” অনভিষত কাৰ্য্য করিতে যখন অসম্মতি খ্যাপন করেন তখন বলেন, “বায়াৰ লাখে কি বলিবে” অৰ্থাৎ সমগ্র

প্রজার মতটার কথা ভাবিতে গেলে উইারা ৫২ লক্ষর উল্লেখ করেন। নেপালের অদিবাসী সংখ্যা এই কথামতে ৫২ লক্ষ। সম্ভবতঃ অত না হইবে। ইংরাজ লেখকগণের অনুমান ২০ লক্ষ মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায় ।



(নেপালের ইতিহাস)

নেপালের দেশীয় ইতিহাসের নাম “বংশাবলী”। উহা “পার্কীয়া” বা ভাঙ্গাহিন্দী ভাষায় লিখিত। ১৮৭৪ অব্দ ডাক্তার ডানিয়েল রাইট উহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। অনুবাদক মুনী শিউশঙ্কর এবং পণ্ডিত গুণানন্দ। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। “গুর্খা রাইফল” নামক রেজিমেন্টের কাপ্তেন ইভেন ভান্সিটার্টের “নোটস্ অফ নেপাল” খানি ক্ষুদ্র কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ (১৮২৬)। কাপ্তেন সাহেব গুর্খা সিপাহীর একান্তই পক্ষপাতী। এই পুস্তক ভারত গণবর্গ-মন্ট ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কার্ক্যাটিকের

“নেপালে দোভা” (১৭২৩); ডাঃ হ্যামিল্টনের “নেপালের বিবরণ” (১৮১২); হজসনের “তিব্বত ও নেপাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ মালা” (১৮৭৪); জঙ্গ বাহাদুরের জীবন চরিত (১৯০২)—নেপালের অনেক সম্বাদ দেয়। ডাঃ ওল্ডফিল্ডের “স্কেচেস অফ নেপাল” (১৮৮০) এবং ডাঃ ভগবানলাল ইন্ড্রাজীর গুজরাটী ভাষায় “নেপালী শিলালিপি” এবং ভারত গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত আফগানিস্থান ও নেপালের গেজেটিয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেন্টের গুপ্ত রিপোর্ট এবং মৈনিক কন্সচারী দিগের “টোকাটুকি” গবর্ণমেন্ট অফিসে থাকার কথা কাপ্তেন ভান্সিটার্টের পুস্তক হইতে জানা যায়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের রিপোর্টে এবং ডাঃ বেণ্ডোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ গ্রন্থ তালিকা হইতেও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গালার গৌরব বিশ্ব-কোষেও প্রাচীন নেপাল সম্বন্ধে অনেক কথা মুদ্রিত আছে, কিন্তু উহাতে নেপাল যুদ্ধের সংবাদ খুব কমই আছে।

দেশীয় নেপালী ঐতিহাসিক “বংশাবলীতে” লিখিয়াছেন যে, মহারাজা ইংরাজদিগের বুদ্ধি লুপ্ত করিয়া দিয়া রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের প্রভূত পার্শ্বত্যাগ অধিকার কামায়ুণ গাড়োয়াল প্রভৃতি নেপালরাজকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এবং পূর্বাঞ্চলে দিক্টিমও ত্যাগ করিতে হয়। আজ উৎকৃষ্ট পার্শ্বত্যাগ নিবাস সকল—শিমলা, নাইনিতাল, ডেরাডুন প্রভৃতি নেপালের ঐ অধিকা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হওয়ার ফলে জন্মিয়াছে। নেপালী

ইতিহাসে সেনারেন্স অক্সফোর্ডের নিকট পরাক্রম এবং অপর ইংরাজ সেনাপতিদিগের উপর অত্যাচার এই দুই প্রধান কথাই উল্লেখই নাই। কিন্তু ধরন্টনের “ভারত-ইতিহাস” ও “ভারত ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়” এবং গ্রিলেপের “ট্রান্সজ্যাক্সন” (১৮২৫) গ্রন্থে এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের নিকট উপস্থাপিত “নেপাল যুদ্ধ” সম্বন্ধীয় রিপোর্ট ও কাগজ পত্র (১৮২৪) হইতে ঐ যুদ্ধ সংবাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইংরাজের পলাসী যুদ্ধজয়ের “পর” বর্তমান নেপালের একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গুপ্তার প্রাবল্য দূত হইয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে হিমালয়ের পার্শ্বভ্য প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য সকল স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্য-ভারতে যেমন ছত্রিশগড় জেলায় একসময়ে ক্ষুদ্র ৩৬টি রাজ্য ছিল, সেইরূপ ২৪টি ক্ষুদ্র রাজ্য নেপালের পশ্চিম অঞ্চলে ছিল। উহাদের “চৌবিশিয়া রাজ” বলিত। তখন সমগ্র পার্শ্বভ্য অঞ্চলের নাম নেপাল ছিল না। কাঠ-মণ্ডু নগর যে অংশে অবস্থিত—পর্বতবেষ্টিত বাঘমতী নদীর উভয় পার্শ্ব লইয়া সেই সমতলক্ষেত্রের নামই নেপাল ছিল। কথিত আছে যে, উহা একসময়ে একদী বিদ্যুৎ দ্বারা ছিল এবং বৌদ্ধ “নে”মুনি তাঁহার তরবারির আঘাত দ্বারা পর্বতের এক অংশ বিদীর্ণ করিয়া বাঘমতী নদীকে বহাইয়া দিলে ঐ বিদীর্ণ ভূভাগ মধ্যবাসোপযোগী



মহাবাজাধিরাজ পৃথীনারায়ণ

“নেপাল” ক্লেজে পরিণত হয় । নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ার-
গণেরই অধিক বাস ।

কাঠমাণ্ডু (কাঠমণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশে এই নাম হই-
য়াছে), ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর নেপালের তিনটি প্রধান
নগর ছিল । ইহার উত্তর পশ্চিম দিকে একটা পর্বতশ্রেণী
পারে প্রাচীন “গোর্খা” নগর । ঐ নগর এবং তাহার চতুঃ-
পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যটি হইতেই গুর্খা নামের উৎপত্তি ।
আবার গোরক্ষনাথের মন্দির হইতেই সেই গোর্খা নগরের
নামকরণ ।

মুসলমানেরা চিতোর অধিকার করিলে চিতোর রাজ-
বংশীয় অম্বুতরাম ঐ নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন । তাঁহার
এক পুত্র উজ্জয়িনীতে অধিকার স্থাপন করেন ; থাঞ্চা
এবং মিঞ্চা নামক দুই পুত্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে
আইসেন । উহারা ১৪২৫ খৃঃ অব্দে ভীরকোট এলাকায়
খিলম নামক স্থান জয়ল কাটিয়া আবাদ করেন । পরে
একজন ভীরকোট অধিকার করিলেন । অপরে নয়াকোট
নামক ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন । ঐ নয়াকোট
রাজাদিগের মধ্যে “জবাসাহ নামক একজন গোর্খা নগর
অধিকার করেন ও গুর্খা রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন
(১৫৫৯) । ইহার বংশেই অম্বুতরাম হইতে ৩৭তম
পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের জন্ম হয় । মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণেরই
বীরত্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অদম্য উৎসাহে, বর্তমান নেপাল-
রাজ্যের একচ্ছত্রীকরণ সম্পন্ন হয় ।

গোৰ্খা রাজ্যের অধিবাসীরা খগং, মগর, গরজ ও ঠাকুর নামেই। সকলেই সাহসী ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং সকলেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। গোৰ্খা রাজ্যের বল বর্ধিত হইলে পৃথ্বীনারায়ণের পিতা নেপাল আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঠমান্ডুর রাজা জয়প্রকাশ মল্লই সে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

১২ বৎসর বয়সে পৃথ্বীনারায়ণ (১৭৪২) গোৰ্খা রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোধন করেন। সাত বৎসর পরে তিনি নেপালের নয়াকোটগড় অধিকার চেষ্টা করেন। নেপাল-রাজ জয়প্রকাশ মল্ল ১২ হাজার হিন্দুস্থানী সৈন্য এবং নিজের নেওয়ার দল দল লইয়া যুদ্ধারম্ভ করেন। পাঁচ ঘণ্টার ভীষণ যুদ্ধে ১২ হাজার হিন্দুস্থানীই হতাহত হইয়া গেল; কিন্তু রাজা পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা স্বরপ্রতাপের এক চক্ষুহানি হইল এবং গোৰ্খা সেনাপতি কালু পাড়েও হত হইলেন। পৃথ্বীনারায়ণকেও কাটিবার ক্ষমতা একজন বয়স্ক নেপালী সৈনিক খড়া উত্তোলন করিয়াছিল; কিন্তু দুয়ান নামক নীচজাতীয় এক নেপালী সিপাহী উক্ত সৈনিককে হস্ত ধরিয়া নিবৃত্ত করিয়া বলে “আমাদের মত লোকের সাক্ষাৎ রাজশরীরে অস্ত্রঘাত করিয়া কাজ নাই।” রাজা পৃথ্বীনারায়ণ দুয়ানের প্রতি ক্রীত হইয়া বলেন, “সাবাস্ পুং”।

পৃথ্বীনারায়ণ পরে নেপাল রাজ্য অধিকার করিলে এই ঘটনা হইতে দুয়ানের স্বজাতীয় যাজেই “পুংবর” নাম

গ্রহণ করে এবং রাজার আদর পাইয়া হিন্দুর আচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে এবং জল আচরণীয়ও হইয়া যায়। কাঠমাণ্ডু, ভাটগাঁও ও পাটন থান নেপালের এই তিনটি রাজ্যই অবশেষে পৃথ্বীনারায়ণের নিরন্তর চেষ্টায় (তিনি কীর্ত্তিপুর দুর্গ অধিকার জন্য তিন ভিন্ন সময়ে তিনবার আক্রমণ করিয়াছিলেন) তাঁহার অধিকারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইহার পর গৃহবিবাদের উপলক্ষে কাঠমাণ্ডুর কতক লোক পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষাবলম্বন করিলে উহা অধিকার করিয়া কাঠমাণ্ডুতেই পৃথ্বীনারায়ণ যোথী রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৭৬৮)। তখন সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে গণ্ডকীতীরে মোহনতীর্থে বর্ত্তমান নেপাল রাজ্যের প্রথম রাজাধিরাজ মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। (নেপাল সম্বৎ ৮২৫)।

নেপালের পূর্বদিকে কীরাতরাজ্য ও লিম্বুদিগের দেশ ও লিকিম সোমার শুভেখর পর্যন্ত জগশঃ শুখী অধিকার বিস্তৃত হইল। পশ্চিমদিকেও চৌবিশী রাজ্যগুলির মধ্যে বাকী পান্না রাজ্য (১৮০৭) এবং তাহারও পশ্চিম কুমায়ুন গাড়াওয়াল প্রভৃতি (১৭২৪) শুখী সেনাপতি জগজিৎ এবং অমরসিংহ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে শুখীরা তিব্বত আক্রমণ করিয়া ভিগারছি নগর লুণ্ঠ করায় ৭০ হাজার চীন সৈন্য আসিয়া কাঠমাণ্ডুর নিকটেই নয়াকোটে পৌঁছিয়া ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে (১৭২২) নেপালরাজ চীনের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পৃথ্বীনারায়ণের পর তৎপুত্র সিংহপ্রতাপ সা রাজা হইয়া ছিলেন। (১৭৭৫ পর্য্যন্ত)। তাহার পর রণবাহাদুর সাহ (১৭৭৮-১৮০৪) সম্মিলিত নেপালের জাতীয় রাজা হইল। ইনি নাবালক অবস্থায় পিতৃব্য বাহাদুর সাহের কর্তৃত্বে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইনিই নেপালে প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী। পৃথ্বীনারায়ণ ও পুত্র বাহাদুর সা এই দুই মহাবীরের দ্বারাই নেপাল রাজ্য একচ্ছত্রীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়। ইহাদেরই চেষ্টায় ও উদ্যমে কান্দীর প্রান্ত হইতে সিকিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এই প্রবল হিন্দুরাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রণবাহাদুরের মাতা রাজেশ্বরলক্ষ্মীর চক্রান্তে প্রধান মন্ত্রী বাহাদুর সাকে দুইবার নির্কাসনে যাইতে হয়। ইহার অভিভাবকতা কালে বাইসিয়াও চৌবিসিয়া (সুদূর ৪৬টা) রাজ্য নেপালের অধীনে আইসে।

নেপালের দুর্ভাগ্যক্রমেই রাজা রণবাহাদুরের অল্পবয়সে মৃত্যু হয় নাই এবং তাহার পিতৃব্য ধর্ম্মাত্মা বাহাদুর সাহের রাজ্যলাভ হয় নাই! যাহার দ্বারা স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল—যিনি ত্রাতুপুত্র শিশু রণবাহাদুর সার শুভ ভিন্ন অন্ততচিন্তা কখনও মনে স্থান দিতে পারেন নাই, রাজা রণবাহাদুর সেই মহাত্মা পিতৃব্য বাহাদুরসাকে বন্দী করিয়া নিহত করিলেন। (১৭৯৫) ছুতা ধরা হইল যে বাহাদুর সা রাজ্যের জরিপ করাইয়া যে রাজস্বের সুসঙ্গত ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাহা ধরিজীর অবমাননারূপ “বধদণ্ডে দণ্ডনীয় মহাপাতক”!

জাতীয় উন্নতির শ্রোত এই মহা অপকর্মেই স্বগিতগতি হইয়া গেল বলিতে হইবে ।

আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির বিবরণে পরিপূর্ণ নেপালের দেশীয় ইতিহাসে এই মহাপাতকের দ্রষ্টা কোন দোষই ধরা হয় নাই । *কিন্তু ঐ রাজা যে হাজ্রাব বিঘা মাত্র ভূমি দান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে । মন্দির নিষ্কাণ মন্দির সংস্কারেরও একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে ।

রণবাহাদুর সা একজন তিরহুতিয়া বিধবা ব্রাহ্মণ কণ্ঠকে গ্রহণ করেন । উহার গর্ভে উহার পরবর্তী রাজা গির্বানযুধ বিক্রমের জন্ম হয় । রণবাহাদুর সা ষাঁড়ের যুদ্ধ দেখিতে ভাল বাসিতেন । তিনি বহুসংখ্যক বানর ও বিড়াল বিনাশ করাইয়াছিলেন ।

যিনি এতটা ধর্ম্মধ্বঙ্গী যে ধরিত্রীর পরিমাপ করাকে অপর্ম্মের কার্য্য বলিয়া পিতৃব্যের প্রাণদণ্ড করেন, তিনিই আবার ব্রাহ্মণী মহিষী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় যে সকল শীতলা দেবীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন, রোগ মুক্তি না হইয়া মহিষীর মৃত্যু হইলে সেই সকল মন্দিরে ধুনা গুগ্গুলের পরিবর্তে বিষ্ঠা পুড়াইয়া দেবতাদিগের অবমাননা করেন এবং যে বৈদ্যগণ তাঁহার পত্নীর চিকিৎসা করিয়াছিল তাহাদিগকে নিহত করেন । অনেক আচার্য্য-কেও তিনি সময়ে সময়ে নিহত করিয়াছিলেন । শিশু-দিগের দ্বারা বসন্ত রোগ পাছে সহরে সংক্রামিত হয় এই

ভয়ে তিনি সকল প্রজার শিশুকেই সহর হইতে বাহির করিয়া দেন। উহাতে নানা অহুবিধায় ঐ শীতপ্রধান দেশে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে। রণবাহাদুর সা মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা। দলমদন সার পুত্রের ছই চক্ষু নষ্ট করিয়া দেন।

বিকৃতমস্তিষ্ক রণবাহাদুর সার অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়িলে, দেশের সকল প্রধান লোকে একত্র হইয়া তাহাকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র গির্দানযুগবিক্রম সাহকেই সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। নেপালের দ্বিতীয় রাজমন্ত্রী দামোদর পাণ্ডে। ইহার সহিত একমত হইয়া এবং নাবালকের অছি হইয়া মহারাণী মহিল্লা রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। বিকৃত-মস্তিষ্ক রণবাহাদুর সাহ তাঁহার ব্রাহ্মণীপত্নী গর্ভজাত গির্দানযুগকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং প্রথম পুত্র রণোত্তম সাহকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু তাহারই মাতা মহারাণী মহিল্লা রাজকার্য্য করিতে থাকেন। রণবাহাদুরের অপর এক পত্নী মহারাণী ত্রিপুরা সুলক্ষ্মী রাজার সহিত কাশী গিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় ২০ বৎসর পরে রণবাহাদুর সা হঠাৎ বেনারস হইতে নেপালে ফিরিয়া আসিয়া দামোদর পাণ্ডে মন্ত্রী ও অপরোপার শত্রুদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। এবারে তিনি সরকারী রাস্তায় লোকের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলেন; ব্রাহ্মণের বৃত্তি বন্ধ করিয়া নিম্নর জমি

সকলই বাজেয়াপ্ত করিলেন । রাজ্যময় ব্রাহ্মণের হাহাকার উঠিল । ১৮০৭ অব্দে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা সের বাহাদুরকে সন্দেহ করিয়া পশ্চিম নেপালে যাইতে হুকুম দিলে সে অবমাননামূলক উত্তর দেয় । তাহাতে রণবাহাদুর রক্ষী-দিগকে বলেন “উহাকে কাটিয়া ফেল ।” ঐ হুকুম দিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তেই রণবাহাদুরকে কাটিয়া ফেলে । বল নরসিং (ইনি স্থপসিক জঙ্গ বাহাদুরের পিতা) অবিলম্বেই সেরসিংকে দ্বিগুণ করেন । রণবাহাদুর কালীভে থাকার সময় নিগুণানন্দ স্বামী নাম লইয়াছিলেন । নেপালে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুত্র গির্বানযুধের নামেই রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন ।

গির্বানযুধ স্বহস্তে রাজ্যভার লইয়া ১০ বৎসর রাজত্ব করেন । তিনি সম্মিলিত নেপালের ৪র্থ মহারাজা । ১৮০৭ খৃঃ অব্দে তিনি ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা ও প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন । ইনিই সম্মিলিত নেপাল রাজ্যের তৃতীয় প্রধান মন্ত্রী । সেই সময় হইতেই নেপালের রাজকার্য্য প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীরই হস্তগত হয় এবং উহারা জাপানী শোগুনগণের ও মহারাজ্যীয় পেশোয়াগণের আয় সর্ব্বেসর্ব্ব্ব হইয়া পড়েন । প্রকৃতপক্ষেই নেপালের মহারাজাধিরাজ তৎকালিক মিক্কাডোর এবং চীন সম্রাটের আয় এক প্রকার সাধারণের দৃষ্টিব অগোচরপ্রায় হইয়া রাজবাড়ীতেই থাকিতে লাগিলেন ।

কিন্তু নেপালী সাধারণের ভক্তি ভালবাসা ও প্রাণ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা উহাদের সিংহাসনাধিষ্ঠিত মহা জহা রাজাধিরাজেরই জন্ত। যখন রণবাহাদুর বারানসী হইতে ফিরিতেছিলেন তখন দামোদর পাণ্ডে (মন্ত্রী সেনাপতি) একদল সৈন্য লইয়া উহাকে বাধা দিতে যান। রণবাহাদুর একা নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া চিৎকার করিয়া বলেন “সৈন্যগণ তোমাদের সাহের তরফে কে? আর পীড়ের তরফে কে?” “গুথারী জয়ধ্বনি করিয়া উহার পক্ষে চলিয়া আসিল ও পাণ্ডে সেনাপতিকে তাহারাই বন্দী করিল। কিন্তু সেই সৈন্যরাই আবার কাঠামাণ্ডু নাবালক রাজার দিকে রহিল এবং ঐ রণবাহাদুরকেই তাহার নিজের পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিতে দিল না। আসল কথা এই যে নেপালী ছত্রি প্রকৃত ক্ষাত্র ধর্মী *। রাজাকে উহার সাধারণ মানব মনে করে না। নিষ্পাপ ভীষ্মদেব যে জন্ত দুষ্ট দুর্ধ্যোধনের জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন গুথারীও সেইমত সিংহাসনাধিষ্ঠিতের পক্ষেই থাকে। তাহার অনুজ্ঞা পালনই উহার ধর্ম।

* ছত্রি শব্দ ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ। এক্ষণে বণিক-
বৃত্তিপরিায়ণ ক্ষত্রি বা ক্ষেত্রি (ক্ষেত্র কর্ষণ বা কৃষি ও
বৈশ্যের কার্য ছিল) নামক বৈশ্য জাতি হইতে নিজেদেব
পৃথক করিবার জন্ত উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে ছত্রি শব্দই
ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালের ইতিহাস ।

৩৩

নেপালীদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং “অনন্ত রত্ন ঐতব” হিমালয় হইতে মহামূল্য খনিজ দ্রব্যের উত্তোলন এবং পাহাড়ী নদী সকলের জল-প্রপাতাদির সাহায্যে বৈদ্যুতিক বলের পরিচালন দ্বারা সমূহ শিল্পোন্নতি হইবার যথেষ্টই সুবিধা আছে । এ সকলের জন্য নেপালের তেমন নেতৃমহাপুরুষ অবশ্যই এক সময়ে আসিবেন । গুর্খারা এখনও তাহা শ্রীতগবানের কাছে একবাক্যে প্রার্থনা করিতে শিখেন নাই । উহাদের বীরহৃদয়ে প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি জন্ম ঐ প্রার্থনা যখন উঠিবে তখন তাহা এতই একাগ্র হইবে যে অচিরেই পূর্ণ হইতে পারে ।

১৮০২ অব্দের এপ্রিল মাসে কাণ্ডেন নক্স ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হইয়া কাঠমান্ডুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ভাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন উহঁার সহিত গিয়াছিলেন । ঐ সময়ে নেপালের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল । নেপাল গবর্ণমেন্ট ঠগ ও ডাকাইতদিগকে আশ্রয় দিবেন না, তিব্বতের সহিত বাণিজ্য অবাদে করিতে দিবেন, এবং রাজা রণবাহাদুরের খরচ জন্য ইংরাজেরা যাহা ৮ কানীতে থাকা কালে দিয়াছিলেন তাহা চুকাইয়া দিবেন এই সকল বিষয়ে আলোচনা হইল । তখনকার প্রধান মন্ত্রী দামোদর পাণ্ডে । কুমায়ূনের গবর্ণর ভীম সা এবং গজরাজ মিশ্র-প্রমুখ প্রধান প্রধান নেপালী কর্মচারীদিগকে অনেক টাকা দিয়া ইংরাজ পক্ষে মিলাইবার চেষ্টা হয় । কিন্তু ঐ সকল নেপালী স্বদেশভক্ত ব্যক্তিরা তাহা গ্রহণ করেন নাই ।

ইহার অন্ন পূর্ব্বই মহারাজী ত্রিপুরা হুন্দরী চুনপালে আসিয়াছিলেন । নেপালীরা কাপ্তেন নক্সের যথেষ্ট সমাদর করে কিন্তু ইংরাজ দিগের অভিসন্ধি স্বৰ্দ্ধে একান্তই সন্দিগ্ধচিত্ত থাকায় কোনরূপ সুবিধাজনক সন্ধি স্থাপন হয় নাই ।

১৮০৩ অব্দে কাপ্তেন নক্স কাঠমান্ডু হইতে ফিরিয়া যান । ইহার পরই অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড ওয়েলেসলি যেন নেপালে গৃহবিবাদ বাধাইবার জন্তই নির্বাসিত রাজা রণবাহাদুরকে নেপালে ফিরিবার অনুমতি দেন এবং নেপালের সহিত ইংরাজের কোন বাধ্যবাধকতা নাই ইহা স্পষ্টরূপে বলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রথম নেপালে যুদ্ধারম্ভ ।

১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত নেপালীরা ব্রিটিশ অধিকারে অত্যাচার আরম্ভ করে । যখন রাজ্যের স্থাবরস্ব নাই এবং রাজা একান্তই অত্যাচারী তখন প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত বুদ্ধিব্রটে গুৰ্ব্বা কৰ্মচারীরা বিবাদ বাধাইয়া দিলেন ! ফ্রান্স না করিতে লাগিলে উহঁ রা ভোট জমায়া আক্রমণ করিলে এমন কি কৰ্ম্মচারী আক্রমণ

করিলেও সহজেই কৃতকার্য হইতে পারিতেন। ১৮১৮
অব্দে পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ কান্দীর অধিকার করেন।
গুথারা উহার ১৪ বৎসর পূর্বেই উহা গ্রহণ করিতে পারিত
এবং অসমসাহসী “ডগা” ও “গুথ,” ছত্রি মিলিত হইয়া
ভারতের সমগ্র উত্তরভাগব্যাপী এক প্রকাণ্ড পাহাড়ী ছত্রি
রাজ্যের স্থাপন করিতে এবং তাহা হিমাচলের সাহায্যে
এবং ইংরাজের বন্ধুত্বে চিরদিন রক্ষা করিয়া দত্ত হইতে
পারিতেন। ফলতঃ অবনতিমুখেই অত্যাচার ও
কুদ্দিনাশ ;—

ন কালো দণ্ডমুদাম্য শিরঃ কুন্ততি কসাচিৎ ।

কালস্য বলমেতাবৎ বিপরীতার্থ দর্শনং ॥

নেপালী গুথার উন্নতি স্থগিতগতি হওয়াই যেন বিধি-
নিষিদ্ধ ছিল ! সেই জগু উহার ইংরাজ অধিকারে অত্যাচার
আরম্ভ করিল। পাল্লার রাজার ইংরাজ অধিকারে কিছু
জমিদারী ছিল। পাল্লা অধিকার করিয়া গুথারা ইংরাজাধি-
কারে আসিয়া পাল্লার অধিকৃত ভূটাণ্ডের জমিদারী দখল
করিল। মনে কর যে বর্ষেরা স্বাধীন থাকে অবস্থায় স্বাধীন
ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার পর পাহাড় হইতে
ঝামিয়া ঐ রাজার কুমিল্লার জমিদারীও বলপূর্বক অধিকার
করিয়া বসিল ! ১৭৭২ অব্দে যখন গুথারা মকওয়ানপুর
রাজ্য অধিকার করে, তখন ঐ পাহাড়ী রাজ্যের তরাইয়ের
এলাকার উপরও উহার দাবী করিয়াছিল। ঐ জমির
জগু মকওয়ানপুরের রাজা প্রতিবর্ষে করস্বরূপ একটী

করিয়া হাতী দিতেন। গুখারীও প্রতি বৎসর কমিশেরি-
য়েট বিভাগে একটা করিয়া হাতী দিত। যখন ১৮০১
অব্দে নেপালের সহিত ইংরাজদের বানিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি
হয় তখন ইংরাজেরা ঐ কথা ছাড়িয়া দেন এবং ঐ বিস্তীর্ণ
এলাকা স্বাধীন নেপালে মিলিত হয়। কিন্তু ইংরাজের
ভরতপুর আক্রমণে অকৃতকার্য হওয়াতে এ সময়ে এদেশে
উইাদের একটু “দপ্পদপা” কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধ
হয়। ঐতিহাসিক মেডোজ্ টেলর বলেন যে, ‘গুখাদিগের
বুলীই হইয়াছিল “যে কাপুরুষেরা ভরতপুর অধিকার করিতে
পারে নাট, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া হিন্দুস্থান “লুঠের”
সুবিধা ছাড়িতে নাই।” যে ইংরাজ বিদেশী হইলেও সমগ্র
ভারতকে শান্তি সুখে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে তাড়াইয়া
নেপালি ছত্রি ভারতে “একচ্ছত্র সুশাসিত রাজ্য স্থাপনের”
কল্পনাতেও না আনিয়া শুধু এদেশীয় “অধম্যী” প্রজার
সর্বস্ব “লুঠ” করিবে এই অতীব দুঃ ও ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাই
করিয়াছিল! আশা করিতে হইতে হইবে উহারা ক্রমশঃ
শিক্ষিত ও প্রকৃতদর্শী হইতেছেন।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর কমিশনর পাঠাইয়া নেপা-
নের দক্ষিণ সীমানির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, এবং
সহজে বিবাদ মিটাইতে নেপাল রাজকে বারবার অনুরোধ
করিয়া পাঠাইলেন। নেপাল দরবারের উদ্ধতপ্রকৃতিক
মৈনিকেরা ইহাতে ইংরাজকে দুর্বল মনে করিয়া আরও
অহঙ্কত হইতে লাগিল। ইংরাজের পুলিশ সৈন্ত বুটাওলে

স্থাপিত ছিল। নেপালীরা উহাদের ১৮ জনকে হত্যা করিয়া গেল। (মে ১৮১৪) একরূপ নানা প্রকার অত্যাচার অগত্যা হইয়া পড়ায় ইংরাজ বাহাদুরকে অগত্যা নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইল। যে নেপালীরা ৭০ হাজার চীনিয়ের আক্রমণেই অনেকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, তাহারা যে অজ্ঞতা-প্রযুক্তই প্রভূত বলশালী ইংরাজের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিল তাহাতে সন্দহ নাই। উহাদের ১২ হাজার মাত্র সৈন্য। শতক্রগীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত মাইল দীর্ঘ সীমানা-রক্ষা ঐ পরিমিত সৈন্যের দ্বারা কিরূপে হইবে উহারা তাহা ভাবিল না। উহাদের পাহাড়ী রজ্যে অধিক অশ্বারোহী সৈন্য ত না থাকিবারই কথা; ময়দানের যুদ্ধ কল্প ভাল তোণ একটিও ছিল না। স্থানে স্থানে ছুর্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপ মাত্র ছিল।

গার্গর জেনারেল বাহাদুর ৩০ হাজার সৈন্য ও ৬০টী তোপ সমাবেশের আদেশ দিলেন। ক্রমে এই সংখ্যা অনেক বাড়াইতে হয়। সৈন্যগণ চারি ভাগে নেপালের অধিকার আক্রমণে আদিষ্ট হইল। তাহার উপর আবার ইংরাজের হস্তে অব্যর্থ “ভেদনীতির” প্রবেশের ব্যবস্থাও রহিল।

জেনারেল অক্টারলোনি নেপালী সেনাপতি অমর সিং খাপ্পাকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু

ঔর্য্যার মধ্যে “গৌরার-গোবিন্দ” লোক সকলে যুদ্ধের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার কিছু অভাব ছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে তখনও মীরজাফর লালসিং, সাংসুজা প্রভৃতির অল্পরূপ স্বদেশজ্যোহী লোকের জন্ম হয় নাই। অমরসিংহ কতকটা রাজিভাব দেখাইয়া জেনারেল অক্টারলোনির সহিত কথা চালাচালিতে ইংরেজদের অনেকটা সময় নষ্ট করিয়া শেষে অকথ্য অপমানসূচক বাক্যাদি বলিয়া ঐ সকল চেষ্টার শেষ করিয়া দিলেন।

ঐতিহাসিক থরটন বলেন যে ওরূপ চেষ্টা করাটাই উচিত হয় নাই; ওরূপ ভাঙ্গানর চেষ্টা যদি অক্টারলোনির বা গবর্ণর জেনেরেলের প্রতিই দেশীয় রাজারা “ঘুস কবলাইয়া” করিত, তাহা কি উচিত হইত! উহারাও ত দুরস্থিত একটা রান দরবারের কর্ণচারী মাত্র!

আমরাও তাহাই ভাবি যে, ইংরাজের স্বদেশভক্তি কতই বেশী—বান্ধালা বিহার উড়িষ্যার ধনে কেরাণী ক্রাইডকে ভাঙ্গান গেল না; এমন কি যে কোন একজনও ইংরাজ সৈনিককে ভাঙ্গান যায় নাই! কিন্তু এ দেশের লোকে সম্বরেই “মীরজাফর” হইতে প্রস্তুত। ফলতঃ উহাদের মধ্যে মানবধর্ম—সন্ত্রিগন শক্তি ও ক্ষুদ্র স্বার্থের ভাগ প্রভৃতি অধিক বলিয়াই ইংরাজ এত বড়; অপর কোন কারণেই নয়। ঐ ধর্ম অধিক বলিয়াই কর্তব্য-পরায়ণ ইংরাজ আফিসরেরা নূতন নূতন যুদ্ধকৌশল এবং নূতন যুদ্ধাস্ত্র সমস্ত সম্বন্ধে শিখিতেছেন; যেন স্বদেশের

কখন কোথাও একটুও পরাজয় না হয়, এই চেষ্টাতেই উইারা ব্যাপৃত ; সর্বদা শক্তি যেন তাঁহাদের অধীনস্থ সৈনিকেরা তাঁহাদের অধস্তে অক্ষমতার বা অদূরদর্শিতার জন্য ভূমির কার্যে অপারগ হইয়া কোথাও “বেষোরে” যার! না যায়। সুহৃৎ তোপস্বনিতে, আকাশে জলীয় বাষ্প অধিক থাকিলে, সমুদ্রে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইয়া যায়। বাজালা দেশের বায়ু সর্বদাই সজল। পলাসীর যুদ্ধ সময়ে (২৩/৬/১৭৫৭) বাজালায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল। তথাপি নবাবী সৈন্যের বাক্সদের জন্ত সুব্যবস্থা হয় নাই। ঐ যুদ্ধকালে বৃষ্টি হইল। বৃষ্টির পূর্বে পর্যন্ত নবাবী সৈন্যই সংখ্যাধিক্য জন্ত মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে বিশ্বাস খাতকদিগের দ্রুত কল্লনা ব্যর্থ করিয়া যুদ্ধ জয়েরই ধারণা পাইতেছিল। বৃষ্টিতে উহাদের বাক্স ভিজিয়া গেল। ইংরাজের যোদ্ধাধর্মপরায়ণ সচকিত আফিসরেরা “তেরপালের” জোপাড় রাখিয়াছিলেন তাহাতে ঢাকা রাখায় উহাদের বাক্স ভিজিল না। সুতরাং বলা যায় যে বঙ্গ বিহার ইংরাজাধীন হইল “একঠো তেরপাল কা ওয়াস্তে !” কিন্তু উহা বাহু দৃষ্টির কথা। ইংরাজের দেশতত্ত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত কার্যশৃঙ্খলা—নবাবী পক্ষের দেশ-দ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় ঐ পরাজয় লাভ করিয়াছিল। এবং সেই কথা বিধি-প্রেরিত ইংরাজই আমাদের সমস্ত শিক্ষা দিয়া মহাপাত্রাজ্যের উপযুক্ত প্রজাতে পরিণত করিতে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন।

জাপানী আফিসরও অবহিত হইয়া সমস্তই “শিথিয়াছেন” । শুধুই যে গৌয়ারতুমি করিয়া মরিয়াছেন ও অনীনস্বদের খুন করাইয়াছেন তাহা নহে । শিক্ষিত ইউরোপীয় শত্রুর অপেক্ষাও অধিক শিক্ষিত হইয়া উঠিরা আরও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ কৌশলের অধিকারী হইয়া খুবই মারিতেছেন ; নিজেদের কাহারও মরণের জন্য অবশ্য ক্রক্ষেপ করিতেছেন না । ফলতঃ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতভাবে শুধু বসিয়া “মরিলে” সাহস দেখান হইলেও তাহাতে “শত্রুরই উপকার” করা হয় ; “স্বদেশের উপকার” কিছুই করা হয় না । মারিয়া মরিলেই “যোদ্ধার ধর্ম” রক্ষা হয় । নচেৎ ত বঙ্গসাগরে ঝাঁপ দেওয়া বা জগন্নাথের রথচক্রের নীচে দেহ ফেলিয়া দেওয়া মাত্র । উহা জ্বীলোকের বা সন্ন্যাসীর পক্ষে বরং সাজে । যোদ্ধার চাই শিখের প্রত্যহ প্রাতঃস্মরণীয় প্রার্থনার মত (যব্ আয়ুকে অবধি নিদান বনে । অন্তঃ রণ মে “যুঝা” মক)—রণস্থলে “যুদ্ধ” করিয়া মরা ।

কিন্তু এই নেপালযুদ্ধে কোন কোন গুর্খা আফিসরের শিক্ষার ক্রটি, যুদ্ধাত্মের ও সরঞ্জামের ক্রটি এবং মূর্থতাপূর্বক অনর্থক হুটিয়াসংঘের সহিত যুদ্ধ বাধান জন্ত যত দোষই দেওয়া যাউক গুর্খা সৈনিকের বীরত্বের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠেই করিতে হয় এবং তাহা বীরত্বদয় ইংরাজেরা স্বত্বদূর করিতে পারা যায় তাহাই করিয়াছেন । ইংরাজ লেখকদিগের ঐ সকল উদার ভাবেক প্রশংসা পড়িলে গুর্খাদিগের প্রতি

শ্রদ্ধার উল্লেখ ত হয়ই—“গুর্খা জেতা” সরল এবং উদার-চেতা সামরিক ইংরাজ লেখকদিগের, প্রতিও শ্রদ্ধার বৃদ্ধি পায়।

গুর্খারা কোম্পানীর সিপাহীদিগেরই অমুকরণে কাওয়া-জের ব্যবস্থা ও কোম্পানিরই মত রেজিমেন্ট প্রভৃতিতে দলবন্ধন করিয়াছিল। গবর্নর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৪ অব্দের ১লা নবেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ভারতবর্ষে যুদ্ধারম্ভের ঠিক উপযুক্ত সময় বর্ষার পর। সম্মুখে আট মাস কালে বৃষ্টি ও বন্যা ভয় থাকে না। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এবং অধুনাতন কালে মহারাজীঘেরা বিজয়া দশমীর দিনই যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। জয়পুর এবং অন্যান্ত হিন্দু রাজ্যে বিজয়া দশমীর দিন ঐরূপ একটা অভিনয় এখনও হয়।

১ম ব্রিটিশ ডিবিজান জেনারেল অর্টারলোনির অধীনে স্থাপিত হইল। ৭ হাজার সৈন্ত ২২টি তোপ। এতদ্ভিন্ন ৪১০ হাজার ইরেগুলার সৈন্ত এবং পরে একদল নেপাল হইতেই সংগৃহীত সৈন্ত এই ডিবিজানে দেওয়া হয়। মোট ১১১০ হাজার সৈন্ত ও ২২টি তোপ। ইহারা নেপালের সর্গাপেক্ষা পশ্চিম প্রদেশ রূপুরের পথে আক্রমণ করিল। গুর্খাদিগের দ্বারা পরাজিত পাহাড়ীয়া রাজাদের ও প্রজাদের গুর্খার বিরুদ্ধে উন্মিত হইবার জন্য বিজ্ঞাপনও অজস্রই ছড়ান হইল।

২য় ব্রিটিশ ডিবিজানের অধিনায়ক হইলেন মেজর জেনারেল জিলেপ্পি । এই ডিবিজানের পরিমাণ ক্রমে দশ হাজার পর্য্যন্ত বাড়ান হইয়াছিল এবং তোপ সংখ্যা ছিল ২০ । ইহারা সাহরণপুরে জমা হইয়া পাড়োয়ালা আক্রমণ করিল । ইহাদের সাহায্যে ক্রমশঃ ৬৫০ হাজার ইরেগুলার সৈন্ত পাঠান হয় ।

৩য় ডিবিজান “তরাই” আক্রমণ করিবার জন্য সমবেত করা হয় । ইহাতে ৫ হাজার রেগুলার সৈন্ত ও ২ হাজার আন্দাজ ইরেগুলার ও ১৫টি তোপ ছিল । মেজর জেনারেল উড গোরখপুরে সৈন্ত সমাবেশ করিয়া ১৮১৪ অব্দে ১৫ই নবেম্বর নেপাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । ঐ সময়ের পূর্বে তরাই বড়ই অধিক অস্বাস্থ্যকর থাকে ।

চতুর্থ ডিবিজান মকওয়ানপুরের পথে কাঠমাণ্ডু আক্রমণে আদিষ্ট হইয়াছিল । ঐ কার্যের জন্য আট হাজার সাধারণ সৈন্ত ও ২৬টি তোপ জেনারেল মালির অধীনে সমবেত হইল । এতদ্ভিন্ন ২৭০০ সৈন্ত কর্ণেল ব্যাটারের অধীনে কুলী হইতে তিস্তা নদী পর্য্যন্ত গীমানা রক্ষা ও নেপালের উপর সম্ভবমত আক্রমণ জ্ঞাত স্থাপিত হয় । উক্ত কর্ণেল সাহেব সিকিমরাজকে নেপালের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন—তখন নেপালীরা সিকিমে একটু প্রবেশলাভ মাত্র করিয়াছিল । সম্পূর্ণরূপে দেশ অধিকারও হয় নাই । এইরূপে মোট প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্ত এবং ১০টি তোপ ক্রমশঃ নেপালীদের উপর ফেলা হয় ।

অরুণের ফর্দ এই । মেডোজ টেলর বলেন বাইশ হাজার ।

ইংরাজ শেষে সম্পূর্ণরূপে জিতিয়া ছিলেন । সুতরাং নেপালী গুর্খাকে পরাজয় করিতে যে অনেক সৈন্য পাঠান হইয়াছিল তাহা জানানয় ক্ষতি নাই । বোয়ার যুদ্ধ সম্বন্ধে লর্ড রবার্টস্ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে উহাদের দশগুণ সৈন্য তাঁহাকে না দিলে তিনি জিতে পারিতেন না । বোয়ারের দেশ বিস্তীর্ণ ; বোয়ারেরা বাল্যকাল হইতে শিকারে দক্ষ ; উহারা যতদূরে নিশানা করিয়া ঠিক গুলি করিতে পারে—শিল্পপ্রধান ইংলণ্ডের ধূমপূর্ণ নগরবাসী ইংরাজ সৈন্য সাধারণতঃ ততদূরে ভাল দেখিতেই পায় না ; বোয়ার স্বাধীন প্রকৃতিক ক্ষেত্রস্বামী ; “সাধারণ” ইংরাজ সৈন্তের অনেকে মজুরদল হইতে সংগৃহীত । একদিকে অধিক সৈন্তের প্রয়োজন হওয়ারই কথা এবং কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সম্বলিত পরাক্রান্ত পৃথিবীব্যাপী ইংরাজ সাম্রাজ্য তাহা সুদূর বোয়ার দেশে ঢালিয়া যুদ্ধ জিতিয়া ছিলেন । ইহাতে অণুমাত্র অগোরব নাই ।

নেপালেও সেইরূপ বিশেষ কারণে অধিক সৈন্তের প্রয়োজন হয় । পার্শ্বত্যাগে দেশে সাহসী বিক্রান্ত শত্রু ।

মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলি একবার ইংরাজ সৈন্তের পাশ কাটাইয়া ৩৯ দিনে ১৩০ মাইল ছুটিয়া ৭ হাজার অশ্বরোহী সহ সাম্রাজ্যের নিকট পৌঁছিলে তিনি যাহাই

বলিয়াছিলেন তাহাই স্বীকৃত হইয়াছিল । অমুক ব্যক্তিকে দূত স্বরূপ পাঠাও ; ইংরাজ সৈন্য মাদ্রাজের দিকে আসিবে না ; কেহ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরাজদিগকে তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে; যুদ্ধের পূর্বে ইংরাজের মিত্র কণাটের নবাব যে কুরুর প্রদেশ লইয়াছিলেন তাহা ছাড়িতে হইবে— এইরূপ নির্দেশ (ডিক্‌টেশন) মাত্র করা হয় । সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের মতে এ সকল সৰ্ত্ত অবমাননাকর (ইনসাল্টিং অ্যাণ্ড ডিগ্রেন্ডিং) । আধুনিক ইতিহাসে এ সকল কথা প্রায়ই জানা যায় না কিন্তু যখন মহীশূরের মুসলমান রাজ্য ইংরাজ হস্তেই নিশ্চিহ্ন, তখন হায়দার আলির ঐ দুর্দিনের বাহাদুরি টুকুর উল্লেখে দোষ কি ?

উদারতা ও কর্তব্যবুদ্ধি এবং বীরশূলভ সত্যপ্রিয়তা হইতেই যে ইংরাজের এত উন্নতি আধুনিক ইংরাজ লেখকেরা কেহ কেহ যেন তাহা ভুলিতেছেন । লর্ড ক্লাইব ইংরাজ অফিসারদের ভাতার জন্ত অবাধ্যতা দমন করিবার প্রয়োজন হইলে উহাদিগকে তাহার একান্ত বাধ্য দেশীয় সিপাহীর ভয় দেখাইতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই । ভারতপুর আক্রমণে ইংরাজ রেজিমেন্ট পশ্চাদ্‌পদ হইলে লর্ড লেক তাহাদের এক এক প্রকার দিক্‌কার দিয়া তাঁহার দেশীয় সিপাহীকে অগ্রসর হইতে বলেন । সাম্রাজ্য স্থাপনকারক ঐ সকল ইংরাজের বীরত্বে এবং সম-মর্শিতায় দেশীয় সিপাহী এবং জনগণ সম্পূর্ণরূপে শিষ্ট-বৎ সেবক হইয়াছিল । লর্ড লেক ব্রজমণ্ডলে শিকার

নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। উহাই প্রকৃত পথ।
এরূপ বৃথা ভয় ও সংকোচ বীরপ্রধান ইংরাজ জাতীয়
লেখক মাত্রেয় অল্পপযুক্ত। সে যাহা হউক এই নেপাল-
যুদ্ধের সাহায্যে কোম্পানী বাহাদুরকে লক্ষ্মীএর নবাব
এক কোটি টাকা ধার দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ।

(নালাপানির যুদ্ধ ।)

জেনারেল জিলেপ্পির সৈন্যদল (২০,১০,১৮২৪) টিন্‌লি
গিরিগুহাট অধিকার করিয়া দেরাডুনের পথ উন্মুক্ত করিল।
তাহার পর গিরিঘাট দিয়া জেনারেল সাহেব দেরাডুনে
২৪শে অক্টোবর তারিখে সৈন্যে প্রবেশ করিলেন এবং
বসুনার পারাপারের ঘাটগুলি অল্প সৈন্য দ্বারা অধিকার
করিয়া রাখিলেন। দেরাডুন হইতে ৫ মাইল দূরে
৫০০ কি ৬০০ ফুট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর কালদা বা
নালাপানির দুর্গ। স্থানটী তেমন ক্ষুদ্র নয় এবং উহাতে
একটি ক্ষুদ্র গোপ ভিন্ন অন্য তোপও ছিল না। ৬০০ গুর্খা
সৈন্য লইয়া নেপালী কাপ্তেন বলভদ্র সিংহ তাড়াতাড়ি ঐ
দুর্গ মেরামত করিতেছিলেন, এমন সময় জেনারেল
জিলেপ্পি তথায় সৈন্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। বলভদ্র

সিংহের মেরামত কার্যের পূর্ক পর্যন্ত দুর্গ সম্বন্ধে যে সংবাদ জেনারেল সাহেব পাইয়াছিলেন, তাহার উপরই নির্ভর করিয়া কর্ণেল মবি কিছু সৈন্য লইয়া স্থানটী অধিকার করিতে প্রেরিত হইলেন । জেনারেল নিজে “না হন” সহর অধিকার জন্য অপর দিকে যাত্রা করিবেন ইহাই স্থির করিয়াছিলেন ।

কর্ণেল মবি নিকটে গিয়া দুর্গটীর মেরামতি অবস্থা দেখিয়া জেনারেলকে সে সংবাদ পাঠাইয়া দিলে, জেনারেল জিলেপ্পি সমস্ত সৈন্য লইয়াই অবিলম্বে তথায় পৌঁছিলেন, এবং পাহাড়টী প্রায় আধমাইল লম্বা এবং দুর্গটী তাহার অল্প এক অংশে মাত্র অবস্থিত দেখিয়া দুর্গের দেওয়াল হইতে ছদ্মশত গজ দূরে ঐ পাহাড়ের উপরেই তোপ টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন । স্থির হইল যে, পরদিন দণ্ডটার সময় চারিদিক হইতে চারি দল সৈন্য মই প্রভৃতি লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে এবং প্রাচীর টপকাইয়া ঢুকিবে ।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে তোপ দাগা আরম্ভ হইল । দুর্গের দেওয়ালের অল্প একটু ভাঙ্গিয়াও পড়িল । উহা দেখিয়া ব্যস্তবাগীশ জেনারেল সাহেব আক্রমণের হুকুমটী নির্দ্ধারিত সময়ের একঘণ্টা পূর্কই দিয়া ফেলিলেন । দুই দল ঐ হুকুমের সঙ্কেত শুনিতে পাইল এবং অবিলম্বে দুর্গ আক্রমণ করিল । অপর দুই দল নির্দ্ধাবিত রূপে তোপের সঙ্কেত শব্দ শুনিতে না পাইয়া অল্প দুই দিকে অপেক্ষা

করিতে লাগিল । বলভদ্র সিংহ বৃহৎ দুর্গদ্বারের কাটা ছোট দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া তাহার পথ দুইটা কড়িকাঠের দ্বারা ভিতর হইতে আটকাইয়া ঐ কড়ি দুইটির মধ্য দিয়া তাঁহার একমাত্র ক্ষুদ্র তোপের মুখ বাহির করিয়া দিলেন । কাটা দরজাটা তাহার সীমানে ঠেকান মাত্র রহিল । তোপটী গ্রেপশাট বা ক্ষুদ্র গোলায় সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখা হইল । দেওয়ালের উপর আড়ালের ভিতর বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্যগণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল । ইংরাজ সৈন্য উহাদের গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়া যখন দেওয়ালে পৌঁছিল এবং দেওয়ালে উঠিবার জন্ত মই লাগাইল ঠিক সেই সময়ে কাটা দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া দিয়া উহাদের তোপের আওয়াজ গুর্খারা করিলে হঠাৎ সেই গোলা বৃষ্টিতে সমগ্র আক্রমণকারী দলটায় একবার একটু গোল-মাল হইল । তখন কাটা দরজাটা খোলা আছে দেখিয়া এবং গ্রেপশাটে উহাদের কতক লোক হঠাৎ মারা পড়িল দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত ইংরাজ সৈন্য ঐ পথেই দুর্গে ঢুকিবার চেষ্টা করিল । কিন্তু বড় বড় শাল কাঠের কড়ি দিয়া ঐ পথ রক্ষিত ছিল বলিয়া কেহই প্রবেশ করিতে পারিল না । ঐরূপই হইবে অনুসন্ধান করিয়াই নেপালীরা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল ।

এদিকে দেওয়াল হইতে অবিরত গুলি বৃষ্টি চলিল ইংরাজসৈন্য একটু বিচলিত ও গম্ভাদগ্ন হইল । ইহা দেখিয়া জেনারেল জিলেপ্পি নিজেই ৫ নং ইয়ুরোপীয়

পাদিত সৈন্তসহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঐ গোরাগাও
 দুর্গে ঢুকিবার কোন পথ বা উপায় না দেখিয়া শুধু শুধু
 গুলিগুলির মধ্যে বাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।
 উহাদের ভৎসনা করিয়া সাহসী জেনারেল নিজেই
 পদক্ষেপে কতকগুলি ড্রেগুন সৈন্তসহ তথাপিও অগ্রসর
 হইলেন। তিনি এত সময়ে ঐ ৮নং ড্রেগুন দলের
 কর্ণেল ছিলেন ও উহারা তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিত।
 ইহারা সতেজে কাটা দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন, কিন্তু
 তাহার পরই জেনেরেলের বুক গুলি লাগিয়া তিনি মারা
 পড়িলেন। ৫৪ জন ড্রেগুন সৈন্ত উহার সহিতই পড়িল।

ঐ দিনে ইংরাজপক্ষের ক্ষতি হইল ১ জন জেনারেল,
 ৪ জন আফিসর, ১৮ জন সৈনিক মৃত ও ১৫ জন আফিসর
 ও ২১৩ জন সৈনিক আহত। এই যুদ্ধে বহুগৃহস্থ ইংরাজ
 সৈন্যর ও ইংরাজী ভোপের বিরুদ্ধে ছয় শত মাত্র গুলি।
 দৃঢ়ভাবে যে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল, তাহাতেই প্রকৃত
 বাহাদুরি। সাহসী তেজস্বী কিন্তু অবিমূষ্যকারী ইংরাজ
 জেনারেল যেরূপে আক্রমণ করিবেন ঠিক যেন তাহা
 বুঝিয়াই বলভদ্র সিংহ নিজের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া
 তাহার সম্পূর্ণ ফললাভই করিয়াছিলেন।

এস্থলে নেপালীর দিত হইল ইংরাজ সেনাপতির
 অস্ত্রায় সাহসে ও তাঁহার প্রবল ভোগখানার এবং বিবিধ
 ইয়ুরোপীয় যুদ্ধকৌশলের কোনই ব্যবহার না করিয়া সোজা
 হাভাহাতি করিতে যাওয়ায় “আসন্নকালে তাঁহার বিপ-
 নীত বৃদ্ধি” হইয়াছিল।

এই পরাজয়ের পর কর্ণেল মবি ইংরাজ সৈন্যের অক্ষ-
 ক্ষতা পাইয়া কালঙ্গার নিকট সঠৈন্যে দেরাহুনে ফিরিয়া
 'গেলেন এবং দিল্লী হইতে বড় বড় তোপ আনাইবার
 বন্দোবস্ত করিলেন । ২৪শে নবেম্বর তোপগুলি আগিয়া
 পৌছিল । ২৫শে ইংরাজ সৈন্য কাৰ্য্যারম্ভ করিল । উহার
 দুর্গেব তিন শত গজ দূরে তোপ বগাইয়া দেওয়ান
 ভাঙ্গিতে আরম্ভ কবা হইল । ২৭শে নবেম্বর দুই প্রহর
 মধ্যে খানিক ভাঙ্গিয়া প্রবেশযোগ্য পথ প্রাপ্ত হইল ।
 তখন গুর্খাবাই ঐ পথে তাড়াইয়া ইংরাজদের তোপ
 আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু “গ্রেপশটে” উহাদের
 বিতাড়িত করা হইল । তখনই ইংবাজ পক্ষ হইতে ভঙ্গ
 দেওয়ালের পথ দিয়া দুর্গ আক্রমণ হইল । কয়েকজন
 গ্রেনেডিয়ার ভগ্ন দেওয়ালের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত পৌছিল,
 কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলির আঘাতে পড়িয়া গেল । অপরে
 একটু পশ্চাতে থাকিয়া গুর্খাদিগকে গুলি করিতে লাগিল ।
 নিজেরাও নেপালীব গুলি এবং তীর এমন কি হাতে
 করিয়া নিষ্ফল পাথরের আঘাতেও হত এবং আহত
 হইতে লাগিল । ব্রিটিশ আফিসরেরা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত
 করিয়া নিজেবা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অগ্নি
 গুলি লাগিয়া পড়িতে লাগিলেন । ভঙ্গ দেওয়ালের
 কাছে একটা তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়া হইল যে উহা
 গোলাবৃষ্টিতে দুর্গরক্ষণ ভাঙ্গাস্থলটার মুখ হইতে আগ-

সারিত হইবে এবং উহার ধূমের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্ত অগ্রসর হইবে । অসমসাহসে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ব্রিটিশ অফিসর তথ্যর ভোপ টানাইয়া লইয়া গেলেন ও উহা ছুড়িলেন । কিন্তু গুর্খারা তোপের মুখ হইতে সরে নাই । কতক মরিল বটে, কিন্তু অপরে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল । সেই মুহূর্ত্তেই অফিসরটী মারা পড়ায় ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী সকল সৈন্তেরই মনে হইল যে, যেই ঐ পথে অগ্রসর হইবে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় ; ঐ পথে গিয়া জয়ী হওয়া অসম্ভব । তোপের ধূমের ভিতর দিয়াও ব্রিটিশ সৈন্ত ভয় দেওয়ার পথে অগ্রসর হইল না । দু একজন অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল “ওখানে দেওয়াল হইতে অনেকটা নীচে লাফাইয়া বাঁশের ছুঁচাল মুখ খোঁটার উপর পড়িতে হইবে । ওপথে প্রবেশ করা একে-বারেই অসম্ভব ।” তখন সৈন্তদের ফিরাইয়া লওয়া হইল । এই দিনের যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে ৪ জন অফিসর হত ১৫ জন আহত ; ১৫ জন গোরা ও ১৮ জন সিপাহী হত ; ২১৫ জন গোরা ২২১ জন সিপাহী আহত হয় । দুই দিনের ক্ষতি ধরিলে মোট গুর্খা ষত জন ঐ দুর্গে ছিল, তাহার অপেক্ষা অধিক লোক ইংরাজ পক্ষে এই ক্ষুদ্র দুর্গের নিকট হতাহত হইল । ভাদ্রাদেওয়ালের পথ রোধ করিয়া তোপের মুখে দাঁড়াইয়া মরিতে মরিতেই গুর্খারা অজেয ব্রিটিশ সৈন্তকে বিমূখ করিল । এই যুদ্ধে গুর্খাদুর্গরক্ষীদের অনেকেই মারা পড়ে ।

তখন ইংরাজ সেনাপতি কালজাদুর্গের উপর কেবল গোলাবৃষ্টিই আরম্ভ করিলেন। উহা হইতে রক্ষা হইতে পারে এমন বস্তুশ্রুত (অর্থাৎ খুবই পাকা ছাদে খুব পুরু করিয়া মাটি ঢাকা দেওয়া) আশ্রয় স্থান দুর্গে কিছুই ছিল না। “শেল” গোলা ফাটিয়া গুথরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মরিতে লাগিল। উহারা পাহাড়ের নীচে হইতে পানীর জল আনিত, সে সকল লইয়া তাহাও ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিন দিনেই গুথাদিগের সর্বনাশসাধন হইল। আহাৰ্য্যের অনটন, পানীর জল প্রাপ্তির পথরোধ, অবিরত গোলাবৃষ্টি, হত সৈনিকদিগের শবের পুতিগন্ধ। কিন্তু তখনও গুথারা আত্মসমর্পণ করিল না। হতাবশিষ্ট ৭০ জন মাত্র সৈন্ত লইয়া ৩০শে নবেম্বরের রাজে বলভদ্র সিংহ কালজাদুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং অক-
স্মাৎ আক্রমণে কিছু সৈন্ত ক্ষতি করিয়া দিয়া ইংরাজের লাইন কাটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পরদিন ইংরাজ সৈন্ত কালজা বা নালাপানির দুর্গে প্রবেশ করিল।

দুর্গে প্রবেশ করিয়া ইংরাজেরা দেখিলেন যে, গুথারা সৈনিক ও স্ত্রীলোকদিগের ছিন্ন ভিন্ন শরীরে ও রক্তে স্থানটা অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অধু সাহস ও ধৈর্য্যের উপরে নির্ভর করিয়াই গুথারা ঐ ভীষণ গোলা-
বৃষ্টি তিন দিন নীরবে সহ করিয়াছিল। উহারা একবারও দুর্গ “সমর্পণের” কথা মনে করে নাই। ইংরাজ পক্ষ আর হাতাহাতি করিতে না যাওয়ার, উহাদের বন্দুকের দ্বারা

বহুদূরস্থিত গোলাবর্ষণকারী ইংরাজদিগের উহারায় আর কোন ক্ষতিই করিতে পারিতেছিলেন না। কাপ্তেন ভাস্টিস্ট সিথিয়াছেন—

ঐ অল্পসংখ্যক সৈন্যদের দৃঢ়তা নিশ্চয়ই জগতের সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিলে। নাপানির ঐ বোদ্ধাগুলি উহাদের অদম্য সাহস ও শত্রুর সহিত সুভদ্র ব্যবহার জ্ঞান চিরকালই বিখ্যাত থাকিবে। *

উহার প্রতিনিয়ম যুদ্ধের পর দুর্গপ্রাস্ত হইতে হতাহত ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য অবসর দিত। হতাহত শত্রুদিগের অস্ত্র শস্ত কিছুই উহার কাড়িয়া লইত না, তাহাদের শরীর কাহাকে ছুইতেও দিত না। একদিন যখন অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন একজন গুরুত্ব দেওয়ালের পথে দেখা দিয়া হাত নাড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তোপ দাগা একটু বন্ধ করা হইলে সেই ইংরাজ লাইনে চলিয়া আসিল এবং দেখাইল যে

* The determined resolution of the little party must surely claim universal admiration * * *

The men of the Nalapani will for ever be marked by their unsubdued courage and the generous spirit of courtesy with which they treated their enemy.

উহার নীচের চিবুকটা গোলার আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং উহার অহত স্থানটার চিকিৎসা হয় ইজিতে একপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল ! ইংরাজেরা উহার চিকিৎসা করা-ইলে লোকটা ভাল হইণ। হুঁসপাতাল হইতে সুস্থ হইয়া স্বাইবার সময় সে বলিয়া গেল যে আবার সে উপযুক্ত শত্রু ইংরাজের সহিত কোন না কোন স্থলের যুদ্ধে দেখা দিবে।—

“তোমাদের চিকিৎসা ভাল আমার চিকিৎসা কর। আমাদেরও তেমন ব্যবস্থা থাকিলে তোমাদেরও চিকিৎসা করাইতাম। তবে নিজের দেশের জন্ত আমি যুদ্ধ করিতেছি, তাহা বরাবরই করিব। তোমরাও তোমাদের জন্ত যুদ্ধ করিবে; তাহাতে কাহার কোন আপত্তি হইতে পারে না, সে ত উচিত কথা।”—একজন সামান্য নিরক্ষর গৈনিক গুর্থারও মনের এই ভাব। বীরপ্রকৃতিক ইংরাজই উহা বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সু-উচ্চভাবে ক্ষাত্রধর্ম পালনে উভয়পক্ষের উপরই সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা লগ্নে না কি ?

দুর্গ আক্রমণের সময়ে গুর্থী স্ত্রীলোকগণকেও আক্রমণকারীদের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে প্রতিপক্ষের তোপ ও বন্দুকের মুখে দাঁড়াইতে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল !

বলভদ্রসিংহের সাহায্যে ৩০০ গুর্থী আসিয়া নিকটবর্তী পাহাড়ে ঘুরিতেছিল। সংশ্ল সংশ্ল ব্রিটিশ সৈন্য বেষ্টিত দুর্গে উহারা চুকিতে পারে নাই। বলভদ্রসিংহ হতাবশিষ্ট

৭০ জন মাত্র সৈন্য সহ কালাকার দুর্গ হইতে বহির হইয়া
 গিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলেন । সেজন্য বড়লোক
 উহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে উহাদের
 একটু আসাবধানে বিশ্বাস করার সময় সন্নিহিত হঠাৎ এক-
 দিন উহাদের উপর গিয়া পড়েন । কিন্তু উহারা এত শীঘ্র
 নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া ইংরাজপক্ষকে প্রস্তর বর্ষাদির
 অন্তরাল হইতে গুলি করিতে লাগিল যে, প্রথমেই উহাদের
 একজন কাটা পড়িলেও উহারাই ইংরাজ পক্ষের একজন
 কাপ্তেন, একজন এনসাইন ও একজন সিপাহীকে নিহত
 করিয়া অধিকতর ক্ষতি করিয়াছিল ।

জেনারেল মার্টিনডেল যাহেব জেনারেল কিলেন্সির
 স্মৃতিভিক্ষু হইয়া আসিলেন । তিনি ২২শে ডিসেম্বর
 নান্নের সম্মুখে পৌঁছিলেন । গুর্খারা বাহন পরিত্যাগ
 করিয়া ভ্রমতকর্তৃক কর্ণেল কেশরসিংহের অধীনে অবস্থিত
 করিতে লাগিল ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভ্রমতকের যুদ্ধ ।

ইংরাজেরা ২৪শে ডিসেম্বর নালাপানি অধিকার
 করিলে জেনারেল মার্টিনডেল ভ্রমতকের দুই দিকে

ছুইদল সেনা প্রেরণ করিলেন। জয়তক দুর্গ হিন্দু-
স্থানের সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ৩৬০০ ফুট উচ্চ। দুইটা
পাহাড় শ্রেণী যেখানে মিলিয়া একটা ঢেঁরা আকারে
হইয়া আছে, ঠিক সেই সর্বোচ্চ মধ্যস্থলটিতে উহা প্রস্তুত।

জেনারেল মার্টিনডেলের প্রেরিত একদল সৈন্তের
পরিমাণ একহাজার; অপরটির ৭৩০। উহাদের সঙ্গে পাহাড়ী
যুদ্ধের উপযুক্ত কামান এবং হস্তী ছিল। ৫৩নং গোরা
রেজিমেন্ট দ্বিতীয় দলে ছিল। দুইটা হল হইতে নেপালীরা
বিনা যুদ্ধে পশ্চাতে হটিয়া গেল দেখিয়া উহারা মনে
করিল “এখানকার শত্রুরা বড় ভীক। নচেৎ সকল স্থল
উহারা কতকটা নিরাপদেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে
পারিত; তথা হইতে পলাইল কেন?” ইংরাজ সৈন্ত
হির করিল যে নালাপানির হারের প্রতিশোধ সহজেই
ইহাদের উপর দেওয়া যাইবে।

মেজর লড্‌লো যেখানে পশ্চাৎবর্তী সৈন্তদের আগিয়া
গৌহিবার অগ্নি অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহার অগ্নি দূরেই
নেপালীদের একটা টেকেড (পাথর জড় করিয়া ও গাছ
কাটিয়া ফেলিয়া একটা সামান্য আড়াল দিয়া তাড়াতাড়ি
প্রস্তুত গড়বন্দীর মত করিয়া রাখার ব্যবস্থা পাহাড়ীরা ও
বন্দ্রীরা করে; ঐরূপ অস্থায়ী এবং ক্ষিপ্রহস্ত প্রস্তুত কার্ভের,
পাথরের এমন কি বাঁশের খোঁটার “বেড়”কেও টেকেড বলা
হয়) ছিল। গোরা সৈন্তেরা উহা আক্রমণ করিবার অল্প
অতীত ব্যগ্রভাবে অনুমতি চাহিতে লাগিল।

মেজর লড্‌লোরও মনে ঐকপই ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি দৈর্ঘ্য ধরিয়া তোপ আসার অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নালাপানির যুদ্ধে অল্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে গুর্খার সহিত সরল হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে গেলে যুদ্ধ খুব কঠিনই হইবে; সে ইংরাজের ভীষণ সঙ্গিনের মুখ হইতেও পলাইবে না; ক্ষুত্রাং উহার বিরুদ্ধে ধীর-ভাবে সর্বপ্রকার আধুনিক ও অনার্য যুদ্ধকৌশল প্রয়োগে (রসদ ও জলের সরবরাহ বন্ধ করায় বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সকলের—প্রবল তোপখানার ও ভীষণ শেলগোলার—প্রয়োগে) যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা—অত্যধিক জয় সহজে হইবে না। ছোপ উহাদের নাই—লোকও উহাদের কম। কিন্তু এম্বলে কাজটা ঠিক হইতেছে না কতক বুঝিয়াও সৈন্তদের উৎসাহের আবেগে পড়িয়া মেজর লড্‌লো ঐ সম্মুখবর্তী টেকেড বা “বেড”টি আক্রমণের অনুজ্ঞা দিয়া ফেলিলেন।

টেকেডটি অতি সামান্য বলিয়াই বোধ হইল। জয়তক ছুঁই হইতে নেপালী সৈন্ত উহার রক্ষীদিগের সাহায্য আসার পূর্বেই উহা দখল করিয়া রাখা সামরিক বুদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া মেজর সাহেব নিজের মনকে বুঝাইলেন। কিন্তু গুর্খা সেনানায়ক জগপাও থপা জয়তকের বাছা বাছা সৈন্তসহ ঐ টেকেড মধ্যে আসিয়া পূর্ন হইতেই গুপ্তভাবে বসিয়াছিলেন। গুর্খা সৈন্তের যে কিছু বুদ্ধি ওখানে হইয়াছে, ইংরাজেরা তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

জসপাও থপা ইংরাজ সৈন্যকে ঠেকাঘের খুব নিরুপ-
 পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দিলেন । তাঁহার হুকুম মত গুর্খারা
 একটাও বন্দুক না ছুড়িয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল
 এবং ইংরাজেরা যেই “বৈড়”টা টপকাইয়া পিতরে ঢুকি-
 বার উপক্রম করিতেছেন, অমনি হঠাৎ নেড়টার দুই দিক
 হইতে গুর্খা সৈন্য বাহির হইয়া ইংরাজ সৈন্যের উভয় পার্শ্ব
 আক্রমণ করিল । সম্মুখ ও দুই পার্শ্ব হইতে একেবারে
 গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ইংরাজ সৈন্য একটু বিচলিত
 হইল । ভারতবর্ষীয় শত্রু যে অরক্ষিত স্থান হইতে
 বাহির হইয়া আসিয়া ভুবনবিজয়ী ইংরাজ সৈন্যকে তাড়া-
 ইয়া আক্রমণ করিকে, একথা ইংরাজ সৈনিক বা সেনাপতি
 কখন কাহার মনেও হয় নাই ! কিন্তু হঠাৎ এইরূপ গুলি-
 বৃষ্টির আরম্ভ ও শত্রুর তিন দিকে আবির্ভাবে মুহূর্ত্ত মা-
 রোগা সৈন্য বিচলিত হইলে, ঐ সুবিধায় মুহূর্ত্তমধ্যেই
 গুর্খারা তিন দিক হইতেই তরবারি হস্তে ইংরাজ সৈন্যকে
 ঐচ্ছিকবেগে আক্রমণ করিল । গুর্খাদের সংখ্যা অধিক
 ছিল না । কিন্তু উহাদের অচিন্ত্যপূর্ণ প্রক্রমে ও ঐ মতেজ
 আকস্মিক আক্রমণে একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াই গোরা
 সৈন্য অদিলেই পলাইতে লাগিল । গুর্খারা পশ্চাৎ হইতে
 তাড়াইয়া চলিল । কিছু পশ্চাতে সেখানে উহাদের সিপা-
 হীরা জমা হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ও প্রস্তুত ছিল, সেখানে পলায়ন-
 পর ইংরাজ সৈন্যদের খাড়া করিবার চেষ্টা যথেষ্ট চিত্তই
 হইল । তাহার পর অপর দুই স্থলেও হইল । কিন্তু ঐ

চেটে সর্বত্রই বিকল হইল। গোঁরা পলাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সিপাহীরাও পলায়নেই মন দিল। কেহ কেহ বলেন যে, পলায়নপর গোঁরাদের সত্কাতেই ইংরাজপক্ষের সিপাহীদিগের লাইন ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে বাহাই হটক, তরবারি ও কুকুরি-হস্ত সেই বঙ্গসংখ্যক গুর্খা “মার কাট” করিতে করিতে ইংরাজ ও সিপাহী সকলকেই কয়েক মাইল তাড়াইয়া লইয়া গেল।

মেজর রিচার্ডস্ যে দল লইয়া জয়ন্তকের অপরদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা নিরুপিত স্থান দখল করিয়া সমস্ত দিন গুর্খাদিগের আক্রমণ সহ্য করিতেছিল। গুর্খারা পাহাড়ের অন্তরাল হইতে গুলি করিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে তাড়া করিয়া আসার মত দেখাইয়া গোঁরা ও সিপাহীকে বিভ্রত রাখিতেছিল। সন্ধ্যার পর জেনারেল মার্টিনডেল সাহেবের হুকুম আসিল যে সকলেই কিরিয়া আইস। তখন ব্রিটিশ দলের নিকটে গুলি বারুদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্ত পশ্চাদ্গত হইবামাত্র কতক গুর্খা উহাদের তাড়াইয়া আক্রমণ করে। লেণ্টেনেন্ট থ্যাকারে ২৬নং দেশীর পাদাত সৈন্যদলের বিতীর্ণ পথ লইয়া ব্যাটেলিয়ান অবিলম্বে ও সততঃ উহাদের আক্রমণ করিয়া উহাদের গতি স্থগিত না করিলে সমস্ত দলটাই বিনষ্ট হইত। এই মহৎকার্য্যে লেণ্টেনেন্ট থ্যাকারে নিজে ও তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীদের সকলেই নিহত হইলেন; কিন্তু পশ্চাদ্গত ব্রিটিশ সৈন্ত পলাইবার অনেকটা সময়

পাইল, এবং কতক কতি খীকার করিয়া ছাউনিতে
কিরিতে পারিল ।

মেজর লড্‌লোর সহিত বে ভোপগুলি বাইবার কথা
ছিল, তাহা অনেক পক্ষান্তে পড়াভেই তিনি পরাজিত
হয়েন । ওরূপ অবস্থায় জেনারেল সাহেবের শত্রু সম্বন্ধে
অধিক সংবাদ রাখিয়া অগ্রসর হওয়ার হুকুমটা পরিবর্তন
করাই উচিত ছিল । কিন্তু নিজেদের অজের বলিয়া জ্ঞান
ধাকায় এবং ইংরাজ পক্ষে এ দেশে একটু হঠকারিতার
কার্য্যে অনেক সময়ে সফল হওয়ার, অনেকটা “গৌমার-
তুমি” উইাদের মধ্যে আলিয়া পড়িয়াছিল । পরে এই
ঘটনার সমালোচনা স্থলে গবর্ণর জেনারেল সাহেবের মতে
মেজর রিচার্ডসকে ফিরিবার হুকুম না দিয়া উইাকে সৈন্ত
ও অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ করাই উচিত ছিল । কিন্তু তখন
জেনারেল মার্টিনডেল একটু “কিংকর্তব্যবিমূঢ়” হইয়া
পড়িয়াছিলেন ; অর্থাৎ সহজ কথায় বলা যায় যে তাঁহার
এবং অনেকেরই তখন “ভেবাচেকা” লাগিয়া গিয়াছিল ।
এই দিনের যুদ্ধে ১২ জন ব্রিটিশ - আফিসার এবং ৪৫০ জন
সৈনিক কতি হত ।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গুখাঁ সর্দার রণজিত-
সিংহ ২০৪ জন মাত্র গুখাঁসহ লেপ্টেনেন্ট ইয়ং সাহেবের
২০০০ ইরেগুলার সৈন্তকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ-
রূপে পরাজিত করেন । জয়তক অধিকার তখন হইল না ।



সপ্তম অধ্যায় ।

(জিতগাড়র যুদ্ধ ।)

এক্ষণে গোরখপুরে সংস্থীত ইংরাজ সৈন্য দলের কক্ষা
স্বাভাবিক । ডাক্তার বুকানন (পরে ইনি নাম লয়েন
ফ্রান্সিস হামিল্টন) নেপাল সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ
করিয়াছিলেন । এই সকল সংবাদ “ অ্যাকাউন্ট অফ নেপাল ”
নামে (১৮১৭ অব্দে) যুদ্ধের পর প্রকাশিত হয় ।
কিন্তু তাহাই সরকারী আফিসে হস্তনির্ণীত অংশের
নেপালের সংবাদ সম্বন্ধে যুদ্ধ সময়ের প্রধান উপকরণ
হইয়াছিল । তিনি নেপালের এতখানি ম্যাপও প্রস্তুত
করাইয়াছিলেন । অনেকগুলি দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা পৃথক
পৃথক নকশা প্রস্তুত করািয়া তাহাদের মিল করািয়া এই
ম্যাপ প্রস্তুত হয় । ডাক্তার সাহেব ১৮০২ ও ১৮০৩ অব্দে
কাঠমান্ডুর নিকটে দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন । কলিকাতা
হইতে রামজয় ভট্টাচার্য্য নামক একজন ব্যক্তিকে সাহেব
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন । তিনিই অজ্ঞাত নেপালের
বিবরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,
ব্রহ্মশর্মের (তিব্বত সম্বন্ধীয় কার্যের) পূর্ববর্তী প্রতিক্রম
বিলে হয়ত অতুক্তি হয় না । প্রতিনিধি তেওয়ারি এবং
কনকনিধি তেওয়ারি নামক দুই ভ্রাতাও বিবরণসংগ্রহে
ডাক্তার সাহেবের সাহায্য করেন । ইহারা নেপালসংস্কৃত
লোক ও গোরখপুরবাসী ছিলেন । শাস্তির সময়ে ইহারা
সংগৃহীত পাইয়া বিদেশীদের “ ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি ” সম্বন্ধে

সাহায্য করিলেও, যুদ্ধকালে বিরূপ ব্যবহার করিবেন
তাহা না বুঝিয়াই পোরখপুরের সৈন্যদলের অধিনায়ক
জেনারেল উক্ত সাহেব কনকনিধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । কনকনিধি সংবাদ দিল যে, বুটওয়ালের লোক
সকলে পলাইয়াছে, পথ অগম্য, জিতগড় নামক ক্ষুদ্র দুর্গে
অতি অল্পসংখ্যক মাত্র নেপালী সৈন্য আছে ; তাহা
অধিতেই দখল করিয়া লইলে নদ্যাকোট নামক নেপালী-
দের প্রধান দুর্গ আক্রমণের পথ মুক্ত হইবে । কনকনিধি
পথ দেখাইয়া ইংরাজ সৈন্যকে জিতগড় দুর্গের ৫০ গজ দূরে
আনিয়া দিল । জিতগড় বেকুপ বর্ষিত হইয়াছিল সেকুপ
দেখা গেল না । উহার পশ্চাতে পাহাড়ের উপরও গুর্খা সৈন্য
ছাইয়া ছিল এবং নিকটের কোন একটি “উকু” পাহাড়
হইতে উহার উপর গোলাগুলি বৃষ্টির সুবিধা থাকার কথা
যাহা কনকনিধি বলিয়াছিল তাহা সঠিকই মিথ্যা !

দুর্গের খুব নিকটে একটা “ছোট” পাহাড় ছিল ।
ইংরাজ সৈন্য উহাই দখল করিল । কিন্তু জিতগড়ের
পশ্চাৎভাগ উচ্চতর পাহাড় হইতে গুলি করিয়া গুর্খারা
অক্রেমে ইংরাজ সৈন্যকে অধার বধ করিতে লাগিল ও
নিজেরা বৃক্ষ ও প্রস্তরখণ্ডের অন্তর্গলে থাকিয়া আশ্রয়লাভ
করিতে লাগিল । জিতগড়ের সম্মুখে ইংরাজদের আনিয়া
দিয়াই কনকনিধি অদৃশ্য হইয়াছিল ! ইংরাজ সৈন্য জিত-
গড়কে অদৃঢ় ও অরক্ষিত স্থান দেখিয়াও উহাদের নৈসর্গিক

সাহসের সহিত উহা আক্রমণ করিল ; কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হইল ।

ঐতিহাসিক অ্যাটকিন্সন বলেন যে, দ্বিতগড় অজের স্থান ছিল না ; আর একটু চাপিয়া পড়িয়া থাকিলেই উহা অধিকৃত হইতে পারিত । কিন্তু জেনারেল উড যত সহজে উহা অধিকার হইবে মনে করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইল না দেখিয়া এবং গুর্খা সৈন্তের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক “গনে করিয়া,” অপরিমিত উৎসাহ হইতে নামিয়া একে-বারেই সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং সৈন্তদিগকে পশ্চাদ্গত হইতেই অনুরোধ দেন । তাহার পর ১৫ই এপ্রেল পর্যন্ত জেনারেল উড কোনরূপ যুদ্ধ কার্য্যই করেন নাই । একবার বুটাওলের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন মাত্র— তাহাতেও অকৃতকার্য্য হন ।

আসল কথা এই যে, গুর্খাদিগের বিক্রমে “সাধারণ” ইংরাজ সেনাপতিগণ “হাত পা হারাইয়া” যাইতেছিলেন । বোয়ার যুদ্ধের প্রথমে শত্রুর বিক্রম দেখিয়া “সাধারণ” ইংরাজ সেনাপতিদেরও ঐ দশা হইয়াছিল । লর্ড রবার্টস ও জেনারেল কিচেনারই তথায় ইংরাজের মুখ রক্ষা করিলেন । “এরূপ” কঠিন স্থলে একটু “অসাধারণ” দৃঢ়তার ও সাবধানতার একত্র সমাবেশের একান্তই প্রয়োজন । উহা নেপাল যুদ্ধে জেনারেল অক্টারলোনিই দেখাইয়াছিলেন, আর কেহই দেখান নাই । তিনিই নেপাল যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছিলেন

বলিয়া কলিকাতায় “অক্টারলোনি মনুমেন্ট” তাঁহার নামে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আজও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে রহিয়াছে । নেপাল যুদ্ধে তিনিও অচ্যুত ইংরাজ সেনাপতি দিগের ত্রায় অকৃতকার্য হইলে একক নেপালীরা যে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে বা উহার সমস্তল প্রদেশের কোন অংশ অধিকার করিতে পারিত তাহা নহে ; কিন্তু মহারাজীষ ও শিখ বল ও দক্ষিণ ভারতের মুসলমান বলও ইংরাজের প্রতি সম্মুখ ত্যাগ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে একোদ্যমে উঠিলে যে তখন একটা বিপরীত বহু সৈন্তসংগ্রাম বিভ্রাট ঘটত তাহার সন্দেহ নাই ।

অষ্টম অধ্যায় ।

(পর্শা ও সমন্দপুরের যুদ্ধ ।)

জেনারেল মার্শি অপর এক সৈন্তদলের কর্তা ছিলেন । উহারই সাক্ষাৎভাবে কাঠমাণ্ডুর পথে নেপাল আক্রমণ করিবার কথা । তিনি তরাই (নিয়তুনি) মধ্যস্থিত কয়েকটি স্থান অধিকার করিলেন এবং কতক সৈন্ত কাপ্তেন সিলবির অধীনে পর্শায় রাখিলেন । নিজে যেখানে রহিলেন, তাহা হইতে পর্শা ২০ মাইল পশ্চিমে । আর এক দল নিজের ২০ মাইল পূর্বে সমন্দপুরে, কাপ্তেন ব্রাকনির অধীনে রাখিলেন । নেপালী সৈন্ত কর্ণেল রণধর সিংহের

অধীনে বকওয়ানপুরে ছিল। রণধরসিংহ নিজের প্রায় সমস্ত সৈন্যই দুই ভাগ করিয়া গোপনে একই দিনে (১লা জানুয়ারিতে) পর্শা ও সমন্দপুর যুগপৎ আক্রমণ করাইলেন। ইংরাজদিগের আসল ও বৃহৎ সৈন্যদল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মধ্যবর্তীস্থলে বসিয়া রহিল। সেদিন তাহাদের সম্মুখে নেপালী শিবিরে অতি অল্প সৈন্য থাকার সন্ধানও রাখিল না। আক্রান্ত উভয় স্থলেই শুধাঁরা সংখ্যায় অধিক হইল, এবং ইংরাজ সৈন্যদলের ঐ চই টুকরাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

ঐ সময়ে জেনারেল মার্শি একটু উদ্যমশীল হইয়া শুধাঁদিগের মধ্যবর্তী ফৌজ আক্রমণ করিলে দু একশত মাত্র সৈন্য বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত দেখিভেন এবং সম্পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস হইত এবং কাঠমান্ডুর পথ একেবারে খুলিয়া পড়িত।

পর্শার যুদ্ধে কাণ্ডেন সিলবি মারা গেলেন। তথাপি উইয়ার দলের লোক রীতিমত ব্রিটিশ সৈন্যের উপযুক্তভাবে কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধ করে ; কিন্তু এখানেও বেবন্দোবস্ত ছিল ; তোপের ভিতর কাট্রিজ পুরিতে দেয়ী হইতেছিল, কাট্রিজ প্রস্তুতের দোমে তোপে আটকাইতেছিল। কলে ৫০০ সৈন্যের মধ্যে হতাহত ও নিহত ৩৮১ জন ক্ষতি হয়। ১১২ জন মাত্র ছুটিয়া একটা নালা পায় হইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করে।

সমন্দপুরে কাণ্ডেন ব্রাহ্মণের দল ভোর্ত্র ব্রাজে হঠাৎ

আক্রান্ত হইয়া একেবারেই “ভড়কাইয়া” গেল। সকলে অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে আক্রমণকারী গুথারা তাঁবুতে আগুন দিয়া গোলযোগ বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। ব্রিটিস সৈন্তেরা স্থির করিয়া ফেলিল যে, দশ হাজার গুথারা উহা-দিগকে আক্রমণ করিয়াছে! উহারা আক্রমণের দশ মিনিটের মধ্যেই পলায়ন আরম্ভ করে এবং পশ্চাৎ ত্যাগিত হইয়া অনেকেই হতাহত হয়। দ্রুতগামী ও একান্ত উত্তম-শীল গুথার সমক্ষে পলায়নে রক্ষা সহজ নহে; বেড়ের ভিতর হইতে বা তোপের সাহায্যে উহাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ থাকিয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

জেনারেল মার্লি ইহার পর গুথারা সৈন্তদলের সংখ্যা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কে একজন কৃষ্ণনারায়ণ তেলি শুনিয়া আসিয়াছিল যে, গুথারা সৈন্ত সংখ্যায় ২০ হাজার। কোন্ একজন গুথারা সৈনিক কাহাকে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিল যে, উহারা সংখ্যায় ১৮ হাজার। পার্শ্ব ও সমন্দপুরে গুথারা বলিয়াছিল, উহারা তিন তিন হাজার দুই স্থলে আক্রমণ করিতে যায়।—জেনারেল মার্লি স্থির করিলেন যে ঐ ছয় হাজার ছাড়া মাক-ওয়ানপুরেও অবশ্য অনেক সৈন্ত ছিল। অন্ততঃ সাত হাজার ধর; সবই ত দুই দিকে যায় নাই। সুতরাং জেনারেল মার্লি স্থির করিলেন যে, কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করিতে যাওয়া অসাধ্য। “অন্ততঃ তের হাজার ত সম্মুখেই আছে; আর পাঁচ হাজার পূর্ব পশ্চিম উত্তর হইতে

উদ্যোগের আসিতেছে ; এই হইল আঠার হাজার ; তবেই বোধ ! এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া জেনারেল মর্গি চূপ করিয়া বসিয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন । এই সময়ে নেপালের পাহাড়ে যুদ্ধোপকরণ ও আহাৰ্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ৭০০ জন ঠিকা কুলি উহার নিকট ছিল । মাগে ৭০ হাজার টাকা খরচ হইতেছিল । যুদ্ধের খরচ দেখিয়া ১৮ই জ্যৈষ্ঠারি আসিষ্ট্যান্ট কমিসারি জেনারেল এই রূপ ব্যবস্থার উল্লেখ কুলিদের ছাড়াইয়া দিতে বলিলেন ।

তখন কর্তৃপক্ষ সেক্সর মাণিকে অকর্তব্য লিখা দ্বিধা করিয়া জেনারেল উদ্ভকে তাঁহার স্থলে বসাইলেন । কিন্তু তিনি জরের সময় আসিয়াছে বলিয়া ১৩৪০০ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া কোন কাজই করিলেন না । সেক্সর শিখাসংগিল এক স্থলে ৫০০ গুণ্যকে পরাজিত করিতে পারেন । কিন্তু তাহাতেও উহার উৎসাহ উদ্বেগ হইল না ! গোরখপুরের মাজিষ্ট্রেট পত্র দিখিয়াছিলেন যে, গীমানার নিকট নেপালী সৈন্তে উপদ্রব করিতেছে । জেনারেল উভ উত্তর দিগেন যে, তাহা নিবারণ করিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তদল পাঠাইলেই হইবে ; বৃহৎ বৃহৎ দল পাঠাইলে তাঁহার সমীপস্থ সৈন্তদল দুর্বল হইবে ; সুতরাং সকলে একত্রে নির্বিঘ্নে ছাউনিতে বসিয়া বনভোজন করিতে থাকাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া ঠিক করিয়া রহিলেন ।

এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, নেপাল যুদ্ধে ইংরাজের যে প্রথমটায় জয়লাভ হয় নাই, তাহা সেনাপতি

দের একান্ত অকর্ষণ্যতার দোষে ; শুধুই যে নেপালীর বিক্রমে তাহা নয় । একদল মাত্র গেই ব্রিটিশ সৈন্যই ত জেনারেল অক্টারলোনির অধীনে সমস্ত কার্য সমাধা করিল ; নেপালকে অগহানি স্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য করিল ।

উপর্যুক্ত “নেতার” অভাবই সকল দেশের প্রকৃত অভাব । কুমায়ুনে ভূতপূর্ব সিদ্ধিয়ার আফিসার ডার্ডনার ও হিয়ারগে নূতন প্রস্তুত রোহিলা সৈন্যসহ প্রবেশ করেন । তথায় গুর্খা সৈন্য অল্প এবং অকর্ষণ্য সেনাপতির অধীনে থাকায় উইারা আলমোরার অধিকার করিয়াছিলেন । কিন্তু অপর এস্থলে যে একদল গুর্খা যাইতেছিল, তাহাদিগকে পেন্টিনেট ইয়ং এর অধীনস্থ সেই রোহিলা জাতীয় দুই হাজার সিপাহী ঘিরিলে যখন দুই শত মাত্র গুর্খার অধিনায়ক সকলকেই “প্রাণত্যাগ প্রতিজ্ঞা” করাইয়া, পথ কটিয়া বাহির হইবার অন্ত রোহিলা লাইন আক্রমণ করিলেন, তখন একে একে দলে দলে রোহিলারা পরাভূত ও পিতাভিত্ত হয় ।

ভীম ও দুর্ধ্যোধনের গদাযুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ;—

সাহসোৎপত্তিতানাক নিরাশানাক জীবিসু ।

ন শক্যমগ্রত স্বাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥

—হে ধনঞ্জয় ! জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া সাহস সহকারে আক্রমণকারীদিগের সম্মুখ ইন্দ্রও দাঁড়াইতে সমর্থ হন না ।

“প্রকৃত পক্ষে প্রাণপণ” করিয়া লাগিলেন কিছুই অসাধ্য থাকে না ! এমন কি মানব নিজের মনকে জয় করিয়া জীবশূন্য হইতে পারে ।

নবম অধ্যায় ।

দেওথল ও মালাওন ।

জেনারেল অক্টারলোনি অক্টোবর মাসে যুদ্ধকার্য আরম্ভ করেন । প্রথমে উইঁার সহিত ৭০০০ সৈন্য ছিল । উইঁার প্রতিযোগী নেপালী সেনাপতি অমরসিং থাপ্পার অধীনে কখনই তিন হাজারের অধিক সৈন্য একত্রিত হইতে পারে নাই । জেনারেল অক্টারলোনি প্রথম হইতেই বিশেষ সাবধানতার সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন । কোন স্থানেই হঠকারিতাসহ শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া সোজামুখি কোন গুর্খা দুর্গ বা রক্ষিত স্থলের উপর চড়াই করিলেন না । যাহা তোপে হয়, তাহাতে সন্ধিন ব্যবহার ত নয়ই ; বন্দুক ব্যবহারও করিলেন না ।

নেপালীদিগের যুদ্ধবিদ্যার এক অংশও তিনি নিজে সম্পূর্ণ আদৃত করিয়া লইয়া তাহাই উহাদের বিরুদ্ধে সর্বোপেক্ষা অধিক কার্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন । নেপালীরা কোন স্থান সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিতে হইলে পাথর জমা করিয়া এবং গাছ কাটিয়া ফেলিয়া একটা

“বেড়” প্রস্তুত করে ; তাহার তিতর হইতে অল্পসংখ্যক সৈন্যের অধিক সংখ্যক শত্রুকে সহজে বাধা দেওয়ার সুবিধা হয় । এই কার্যে বৈর্য ও পরিশ্রম বশেষে প্রয়োজন । সাধারণতঃ সৈনিকেরা সমস্ত দিন কুচ করিয়া আসিয়া এইরূপ পরিশ্রমের কার্য করিতে চাহে না ; কিন্তু জেনারেল অষ্টারলোনি বুঝিয়াছিলেন যে একটা আকালের দ্বারা সাংস বর্ধিত করিয়া না রাখিলে, গুপ্তার বিক্রমে এবং অপরিসীম গাহাড়ীস্থানে, উহাদের হঠাৎ আসিয়া আক্রমণ, তাঁহার সৈন্যেরা ‘ভড়্কাইতে’ পারে ; উহাদের জন্ত একরূপ নেপালী “টেকেড” বা “বেড়” অতীব প্রয়োজনীয় ।

সাধারণতঃই বলা যায় যে, যে দেশ সমতল নয় ; দূর হইতে শত্রুর আক্রমণ করিতে আগমন দেখা যায় না ; অপর গাহাড়ের অন্তরালে শত্রু অলক্ষ্যে নিকটবর্তী হইতে পারে এবং যেখানে একরূপ উন্ময়শীল ও সাহসী শত্রুকে বাধা দিতে হইবে, তথায় বেড় প্রস্তুত করা একান্তই প্রয়োজনীয় । বোয়ার যুদ্ধের শেষটায় ইংরাজদিগকে ডিওয়েটের হঠাৎ আক্রমণ হইতে সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত দেশময় শত শত “রুকহাউল” প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল । সুদানেও কোপ কাটিয়া আনিয়া সৈন্যদিগের জন্ত বেড় বা “জেরিবা” প্রস্তুত করা আবশ্যিক হইয়াছিল । ইউরোপীয় সহায়কে (১৯৬৫) মিজ গক্ষীরেরা এবং জর্জনেরা উভয় দলই পরিখা বা “ট্রেক” কাটিয়া দাড়াইয়াছিলেন । এই সহায়কে উভয় পক্ষেই জেনারেল অষ্টারলোনির ব্যবস্থা পূর্ণরূপেই গ্রহণ

করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। তোপের দ্বারা দুর্গ সকল
চূর্ণীকরণ এবং মরদানে তাড়াতাড়ি খানিকটা অগ্রসর
হইয়া তথায় পরিখা কাটিয়া বসিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারণ।
এখনকার প্রবল তোপের সমক্ষে আর উচ্চ ‘ষ্টেডেড্’ বা
গড় বাঁচে না ; সেই ক্ষণ মাটির নীচে দ্রৈক্য কাটার
ব্যবস্থা ; ঐ টুকুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে।

নেপাল যুদ্ধে অপর ইংরাজ সেনাপতিরা এ সকল
কিছুই ভাবেন নাই। হঠকারিতায় যে অতিরিক্ত সাহস
বুঝায় কেবল তাহাই দেখাইয়া, গুর্খা হস্তে তাহার উপযুক্ত
বাধা পাইবামাত্র তাহার একেবারেই নিরুদ্যম হইয়া-
ছিলেন। সেনারেল অক্টারলোনি একবারও হঠকারিতা
দেখান নাই এবং একবারও একটুও নিরুদ্যম হন নাই।

তিনি ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কেবল নিজের সৈন্যদিগকে
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শত্রুদলের পার্শ্বে ও পশ্চাতে লইয়া গিয়া
গুর্খাদিগের ছোট ছোট অগ্রবর্তী দলকে (তাহাদের
আড়ডাঙুলি রক্ষা করা অসম্ভব করিয়া দিয়া) হঠাইয়া
লইয়া গিয়াছিলেন। এরূপে তোপ সাজাইয়া এই সকল
সামরিক কৌশল ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত কাজে আনা
হয় যে, ইংরাজ সৈন্তের প্রতি সবেগে আক্রমণ করিবার
বোন ‘সুবিধা’ পাওয়া দূরে থাকুক, আক্রমণ করিলে যে
নিশ্চয়ই অরক্ষিত অপরিসীম উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত
এবং বহুগুণ অধিক পরিমাণ শত্রুর হস্তে যে অনর্থক
আণুহানি মাত্র হইবে, ইহা গুর্খা সেনানায়কগণ সুস্পষ্টই

লেখিতে লাগিলেন । নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে
তোপ টানিয়া লইয়া যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার ; পাহাড়ে
পাহাড়ে তোপ সাজাইয়া রাখিয়া তাহার আশ্রয়ে রাস্তা
প্রস্তুত ; সর্বদা সচকিত থাকিয়া কিছু অগ্রসর হওয়ার পর
প্রত্যহ অপরাহ্নে অপরিণীম পরিশ্রমে প্রাপ্ত সৈনিকদিগের
দ্বারা বেড় প্রস্তুত করিয়া রাত্রে সৈন্তগণের সুন্দর রক্ষা-
বিধান, ইত্যাদি ব্যবস্থা (হঠকারীদিগের চক্ষে ভয়ে ভয়ে
বুধা পরিশ্রম) দ্বারা—কলতঃ ইয়ুরোপীয় উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ-
বিদ্যার এবং উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণের “সম্পূর্ণরূপেই” ব্যবহার
করিয়া—জেনারেল অক্টারলোনি অতি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র দুর্গ ও বেড়গুলি অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর
হইতে লাগিলেন । কয়েকস্থলে অসংখ্যক গুর্খা সৈন্ত
বিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু অক্টারলোনির
ব্যবস্থার গুণে উহাদের জিতিবার কোন উপায়ই ছিল না ।
উহারা কোথাও কোন ছিটের বা ফুটীর সুবিধা পায় নাই ;
সুতরাং প্রতিবারই অকৃতকার্য্য হয় ।

রামগড় দুর্গের উপর ইংরাজেব বড় বড় তোপের
গোলাবৃষ্টিতে উহা রক্ষা করা অসাধ্য দেখিয়া তথাকার
এবং জুরজুরি কেজার অধ্যক্ষবর দুর্গ সমর্পণ করেন । সুবুদ্ধি
অক্টারলোনি গুর্খাদিগকে “সশস্ত্রে পতাকাসহ দুর্গ বাহির
হইয়া আপনাদের দলে মিলিতে যাইতে দিবেন” এই
সম্মান সূচক সর্ব্ব দিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ।
কিন্তু উক্ত গুর্খা সেনাপতি অমরসিংহের দলে থিয়া সসৈন্ত

মিণিলে উক্ত সৈন্যাদ্যক্ষর দুর্গের ঘারে লগ্নে ন। মরিয়
 দুর্গ সমর্পণ করা অন্ত তিনি উহাদের দুই জনেরই নাক
 কাণ কাটিয়া দিয়াছিলেন !

ইহার কলে তারাগড় দুর্গের উপর বধন গোলাবৃষ্টিতে
 উহা রক্ষার কোন উপায়ই রহিল না, তখন দুর্গাধ্যক্ষ
 ইংরাজদিগের নিকট “বন্দী” হইতে স্বীকৃত হইলেন, স্বপলে
 ফিরিতে চাহিলেন না। যাহা হউক, ক্রমশঃ অমরসিংহের
 অনেকগুলি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অষ্টারলোনি
 মালাওন দুর্গের নিকট অমরসিংহের আসল সৈন্যদলের
 নিকটস্থ হইলেন। মালাওন ও সুরজগড় দুর্গবয় অমর-
 সিংহের সৈন্তের পার্শ্বরক্ষা করিতেছিল। নিকটবর্তী
 সকল পাহাড়ই গুর্খারা অধিকার করিয়া তাহার উপরে
 উপরে বেড় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল রাইলা
 ও দেওখল নামক দুইটা পাহাড়ে বেড় প্রস্তুত করে নাই।
 এই দুই টুকু লক্ষ্য করিবামাত্র জেনারেল অষ্টারলোনি
 বহুসংখ্যক সৈন্যসহ প্যেনবং দেওখল পাহাড়ের উপর
 পড়িয়া উহার স্বল্পসংখ্যক রক্ষীদিগকে তুণুল যুদ্ধে নিহত
 করিলেন এবং উহা অধিকৃত হইবামাত্র উহা অরক্ষিত
 করিয়া লইলেন। তথায় ইংরাজের তোপ টানিয়া লইয়া
 যাবদা অসম্ভব স্ততরাং ইংরাজেরা ঐ পাহাড় দখল চেষ্টা
 করিবে না, এই মনে করিয়া যে গুর্খারা উহা অনেকটা
 অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়াছিল, উহাদের সেই মহাকতিকর
 অমেরসম্পূর্ণ সুবিধা ইংরাজ সেনাপতি নিজের অসাধারণ

যন্ত্র ও উদ্যমে স্বীয় সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিয়া, গ্রহণ করিলেন। ঐদিন জেনারেল অটোরলোনি প্রধান গুর্খা-বলের অগ্র দূই দিকে সৈন্ত সমাবেশ পূর্বক আক্রমণের ভয় করায় গুর্খারা বুঝিতেই পারে নাই যে দেওখল অধিকার করাই উহার সৈন্যিকার কাজিত ব্যবস্থা। কিন্তু কাপ্তেন সাউয়ার্সের অধীন যে দল উহাদের পশ্চাৎ আক্রমণের “ভাণ” করিতে গিয়াছিল, উহারা তাহাদিগকে সবেগে আক্রমণ করিয়া কাপ্তেনকে নিহত এবং সৈন্ত-দ্বিগুণে বিস্তর ক্ষতিসহ কয়েক মাইল বিতাড়িত করে। কাপ্তেন বইদারের দলও অপর একস্থলে গুর্খাদিগের পার্শ্বদিকে বাওরায় আক্রান্ত হন কিন্তু সমস্ত দিন যুদ্ধ হইলেও কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সে যাহা হউক এইরূপে গুর্খাদিগের অধিকসংখ্যাকে বৃথা কাষ্যে অস্ত্র ব্যাপৃত রাখিয়া জেনারেল অটোরলোনি দেওখল পাহাড় অধিকার করিয়া গুর্খা সেনা সন্নিবেশের সমস্ত লাইনটাকেই বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন। উহাদিগের বাহ ভেদ হইয়া গেল! যেখানে নেপালী বেড় দিতে তুলিয়াছিল তথায় ইংরাজ সেনাপতি উহাদেরই নিকট শিখিয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি খুব অল্প বেড় দিয়া ফেলিলেন। এবং অচিন্ত্যনীরূপ চেষ্টায় তোপও টানিয়া তুলিয়া উহাতে বসাইলেন!

ভঃগুতি (=ভক্তি) থাপা রতনগড়ের-অধঃক্ষ ছিলেন।

তিনি বাছা বাছা গুৰ্খা সৈন্ত লইয়া অমরসিংহের নিকট গেলেন। বাইবার সময় দুই জীকে বলিয়া গেলেন, যে পরদিন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। উহারাও “সত্যী”দাহের অস্ত্র প্রস্তুত রহিলেন। ভক্তিধাপা অমরসিংহকে অহুরোধ করিয়া দেওখল আক্রমণের তার গ্রহণ করিলেন। উহা পুনরধিকৃত না হইলে ঐ অঞ্চলে নেপালীর পরাজয় নিশ্চিত। উহার অস্ত্র যে বড়ই কঠিন মুক্ত হইবে তাহার অধিনায়কতার “গৌরবপ্রার্থী” হইয়াই ভক্তিধাপা রাজে অমরসিংহের নিকট গিয়াছিলেন। প্রাতে দুই সহস্র গুৰ্খা সৈন্ত লইয়া ভক্তিধাপা দেওখল আক্রমণ করিলেন। জেনারেল অক্টারলোনিও সমস্ত রাজি আগ্রহ করিয়া সকল দিক দেখিয়া দেওখলের সুরক্ষার অস্ত্র ব্যবস্থা করিতে ছিলেন।

প্রাতঃকালে চতুর্দিক হইতে দেওখলের পাহাড় আক্রান্ত হইল। গুৰ্খারা একপ বেগে ঐ প্রথম আক্রমণটা করিল যে, তোপের গোলায় এবং বন্দুকের গুলিতে উহাদের মারিয়া মারিয়া ধামান গেল না। উহাদের কতক লোক ইংরাজদের বেড়ের ভিতরও ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপেই প্রস্তুত ছিলেন। যে স্বল্পসংখ্যক গুৰ্খা বেড়ে ঢুকিয়াছিল তাহারা সন্নিহিত আঘাতে মারা গেল। ইহার পর সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর গুৰ্খারা বেড় ভাঙিতে পারিল না। উহাদের পাঁচ শত লোক বেড়ের ক্ষারিধারে মারা পড়িল। ইংরাজেরা ক্রমাগতই সৈন্ত-

সাহায্য ও বাকুদাদি ঐ পাহাড়ে পাঠাইতে লাগিলেন ।
 গুর্খাদের যথাগাণ্য চেষ্টাতেই ঐ ২০০০ সৈন্ত প্রেরিত
 হইতে পারিয়াছিল । ভাঁহার উপর আর উহাদের দল
 পুষ্টি করিবার লোকবল ছিল না । ভক্তি থাপা মারা পড়ি-
 লেন । হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক গুর্খা দেওখল আক্রমণে
 সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হইয়া ফিরিল । কিছু পরে গুর্খারা
 ভক্তি থাপার দেহ প্রার্থনা করিয়া লোক পাঠায় । জেনা-
 রেল অক্টারলোনি রক্তাক্ত ও অজ্ঞাঘাতপূর্ণ ঐ বীরদেহ
 বেড়ের ধারে শবস্তূপ হইতে বাহির করাইয়া সম্মানে
 শালে মুড়িয়া গুর্খাদিগকে লইয়া বাইতে দিলেন । উহার
 বীরত্বে বীরজনয় ইংরাজ সকলেই মুগ্ধ হইরাছিলেন !

এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের যোদ্ধৃসংখ্যা প্রায় সমান ছিল ।
 জেনারেল অক্টারলোনির অর্ধেক সৈন্তও যুদ্ধে যোগ দিবার
 সুবিধা পায় নাই । তোপের সাহায্যে ও সৈন্ত সমাবেশের
 সুব্যবহার গুণে এবং অল্প জেনারেল অক্টারলোনি কর্তৃক
 অনুপ্রাণিত ঐ স্থলের ইংরাজ আফিসরদিগের দৃঢ়তায় ও
 উদ্যমে এই বিষম আক্রমণেও উহাদের জয় হইল । গুর্খারা
 তোপের গোলায় উত্থাপ্ত হইয়া বিশেষ চেষ্টায় অধিকাংশ
 ইংরাজ গোলন্দাজদিগকেই হত করিয়াছিল এবং শেষে
 আফিসরেরাই বহুস্তোত্র দাগিতে বাধ্য হইরাছিলেন ।

ইজিনীয়ার আফিসর গরি সাহেবের এই যুদ্ধে মৃত্যু
 হয় । ভাঁহার উদ্যমে ও বুদ্ধিকৌশলে ও সাহায্যেই জেনা-
 রেল অক্টারলোনি ভাঁহার সকল ব্যবহার কৃতকার্য হইয়া

আসিতেছিলেন। নেপাল যুদ্ধ সম্বন্ধে অবশেষের কার্য্য একরূপ শেষ করিয়াই যুবক ইংরাজ আফিসর এই যুদ্ধে দেহত্যাগ করেন। সমস্ত রেজিমেন্ট উচ্চীর দ্রুত শোক-চিহ্ন পরিধান করেন এবং উচ্চীর নামে একটি প্রস্তরকলক কলিকাতার সেন্ট জন ক্যাথিড্রালে আফিসরদিগের চাঁদা হইতে বসান হয়।

শুৰ্ব্বাবীর ভক্তিধাপার পত্নীহর যুদ্ধের পরদিন পত্রির ঘোহের সহিত চিত্তারোহণ করিয়া একত্রে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

দেওখলের যুদ্ধের পর হইতেই শুৰ্ব্বাদিগের জয়লাভী ইংরাজদিগেরই পক্ষে আসিলেন। “কার্য্য কিছু যাত্রা বাকী থাকিতে সৰ্ব্বদা ভাবিতে হয় যে এখনও কিছুই হয় নাই”—এই বিশ্বাসে উদ্যমশীল ইংরাজ জেনারেল অষ্ট্রেলোনি দেওখলের উপরে ভারী ভারী তোপ লইয়া মাইবার জন্ত পথ প্রস্তুত করাইলেন। মালাওন দুর্গের চতুর্দিকে আপনার সৈন্ত সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করিলেন। তখন অমরসিংহের সর্দারদিগের মধ্যেও নিকংসাহের অনেক লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।



দশম অধ্যায় ।

(অমরসিং ১৭ পত্র ।)

দেওখলের যুদ্ধের পূর্বে অ.ব.সং.২ নেনালরাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা জেনারল অক্টাবলোনির হাতে পড়ে। উহা হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবে এষ্ট উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। (নেপাল পেপারস ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

—“লালমোহরযুক্ত যে পত্র আপনি রণজোর লিংকে লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন—
“ইংরাজেরা নালাপানি, পঞ্চওয়াল ও কুমাউন অধিকার করিয়াছে; গোরখপুরেও একটা প্রবল ইংরাজ সৈন্যদল সমবেত হইয়াছে; সামান্য বিষয়ের জন্য এত বড় যুদ্ধ বাধাইয়া কয়েকজন লোকে নেপালের বড়ই ক্ষতি করিয়াছে; ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করাই আবশ্যিক; অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া না দিলে উহারা সন্ধি করিবে না; বুটাওয়াল, শিওরাজ, পালপা ত উহাদের কমিশনবদিগের দ্বারা অল্পসারে ছাড়িয়া দিতেই হইত; এখন মনস্ত তেরাই ও নিয়কূষি না হয় ছাড়া বাড়ুক। শতদ্রু তাঁর পর্য্যন্ত

পশ্চিমের সমস্ত পার্শ্বভাষ্যদেশও না হয় ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করা বাউক।—আপনার হুকুম এইরূপ। কিন্তু দেখুন এত সরঞ্জাম একত্র করিয়া যুদ্ধেও এত ক্ষতি স্বীকার করিয়া এখন কি আর ইংরাজেরা ঐরূপ ত্যাগ স্বীকারেই আমাদের ছাড়িয়া দিবে। আর যদিই বা দেয় তবে টিপুকে যেরূপ করিচ্ছিলে, সেইরূপই করবে। উহার নিকট প্রথমে অন্ধক রাজ্য ও ছয় কোর টাকা লইয়া সন্ধি করিল। তাহার পরই আবার যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্ত রাজ্যটাই লইল! আমরাও জমি ছাড়িয়া দিলে আপনার ভবিষ্যতে একটা গোল বাধাইয়া বাকী জমি ক্রমশঃ কাড়িয়া লইবে। “দুন” ছাড়িলে গাড়েয়াল রক্ষা করা যাইবে না। আমরা যেমন দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকিব, উহারাও তেমনি চাপিয়া ধরিতে থাকিবে। উহাদের প্রথমতঃ মিত্রতা এবং বাণিজ্যিকী সন্ধির ছুতায় সৈনিকদলসহ দূত প্রেরণ করিবে। আমরা যদি বলি যে সৈন্ত আসিয়া কাজ নাই, উহারা সে কথা তখন শুনিবে না। দূতের সঙ্গে এক কম্পানি সৈন্ত প্রথমে দিবে। পরে এক ব্যাটেলিয়ান পাঠাইবে। তাহার পর দূতের আবাস স্থানেরই চতুর্দিকে নেপাল জয়ের জন্য এক প্রকাণ্ড সৈন্তদল জমা হইয়া পড়িবে। আপনি কি মনে করিতেছেন যে, কতক রাজ্য ত্যাগ করিলে উহারা চিরকালের জন্য নেপালের লোভ ত্যাগ করিবে?—উহাদের বিশ্বাস করিবেন না। যদি প্রথমেই উহাদের সহিত যিত্রতা রক্ষা অন্য সামান্য জমি জমার বিবাদটা আপোষে

মিটাইয়া ফেলা হইত, “তাহা হইলে” সন্ধি বজায় থাকারই সম্ভাবনা ছিল। “তখন” আপনি অগ্র মত করিলেন। জয়তকে আমরা একটা যুদ্ধ জয় করিয়াছি। যদি আমি অষ্টাবলোনির বিরুদ্ধে জয়লাভ করি এবং রনজোর ও জাম্পু থাপা জয়তকে আত্মবক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে শিবরাজ রণজিত সিংহ নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উঠিবেন। আমরা তখন পাহাড় ছাড়িয়া ভারতের সমতলক্ষেত্র গিয়া পড়িব। হবিদার দখল করিতে পারি। লেই লক্ষ্মীএর নবাবও আমাদের সহিত যোগ দিবেন। তখন আর ইংরাজ হইতে কোন ভয় থাকিবে না। আপনার শুভাদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করি। যদি শিবেরা যুদ্ধ নাই করে তাহা হইলেও জয় নাই। তেরাইএর সমতল জমি না হয় ইংরাজেরা এখনকার ছায়া হই বংশের দখল করিয়া থাকুক। কিন্তু জমি একবার লিখিয়া দিয়া ফেলিলে তা আর কখনই ফিরিয়া লইতে পারেন না ! উহার। যাহা “বলপূরক লইয়া” রাখিবে তাহা আমরাও কখন “বলপূরক ফিরিয়া” লইতে পারি। অতএব সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া জমি ছাড়িবেন না। আমার রাজার অপমানে ও হীনতা স্বীকারে আমি মৃত দিতে পারিব না। আমি বুদ্ধ। আমি আর আপনার একবার চরণ চুম্বন করিয়া মরণে পারিলেই কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ঈশ্বরামুন

এহে চারি পুরুষের অবিরত অরুণাভে যে রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে তাহার অঙ্গগনি করিবেন না। আপনার পিতার অধীনে আমরা কুমায়ুন জয় করিয়াছি—আপনার শুভাদৃষ্টে আমরা শতক্রু পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছি। এখানে আমাদের শক্ররা ঘিরিয়াছে। এদেশীয় বিজিত রাজা ও সর্দারেরা শত্রুর কোণে উহাদের সহিত মিশিয়াছে। আমি দুই তিনটা যুদ্ধ জয় করিতে না পারিলে শিখেরা সাহস পাইয়া এ যুদ্ধে হাত দিবে না।

যখন চীনের সৈন্তে নেপাল আক্রমণ করে তখন আমরা ভগবানের নিকট জয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণদিগকে অশ্ব দান করা হইয়াছিল। উহাদের আশীর্ব্বাদে সেই বিষম বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার হইয়াছিলাম। এবারেও তাহাই হইতে পারে। জিতিলে সন্ধি করা সহজ। হারিলে মৃত্যুই ভয়ঃ।

যে অবধি আপনি ব্রাহ্মণদিগের জাইগীর বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তদবধি উহাদের সংস্র সংস্র বাক্তি অতি দুঃখে আছেন। উহাদের অশ্বা দিয়াছিলেন যে কল্পে জয় হইলে বাজেয়াপ্ত জাইগীর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা কালড়া জয় করিতে পারি নাই এবং এখনও সর্ব্বত্রই মহাগুণ্ডগোল চলিতেছে। ব্রাহ্মণদিগকে কিছু কিছু দান করুন এবং ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিলে উহাদের জাইগীর উহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে একথা স্বীকার করুন। বহু সংস্র নিরীহ এবং ভক্তিমান

এবং সচরিত্র-ব্রাহ্মণে মনোর-সহিত আপনাত-বিজয় প্রার্থনা করিলে অবশ্যই জয়লাভ হইবে এবং চারি পুরুষ ধরিত্রী অসাধারণ চেষ্টায় বাহা অধিকার করা হইয়াছে তাহার রক্ষা হইবে । রাজ্যের অঙ্গ-হানি হইলে সৈন্য সংখ্যাও কমাইতে হইবে । দরবারের গৌরব ও জাকজমকও কমিবে । ইংরাজেরা ভরতপুরে হারিয়া আর সেদিকে যায় নাই । খর্মার (খর্মার ?) রাজাও উৎসাহের হারা হইয়া দিরাছেন । অ'র আমাদের বলভদ্র নামে ছয় শত কিছু কস্তুর-পাঁচ শত সৈন্তেই উহা দর তিন চারি মাসের সৈন্তকে পরাজয় করিয়াছে । উহারা অজয় নর । আমি বৈশাখ পর্যন্ত বড় যুদ্ধটা হুগতি রাখিবার চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু ইংরাজেরা বড়ই চাপিয়া আগিতেছে । বৈশাখে যুদ্ধ হয় হইবে পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন । দেখি কি হয় । আমার কথা কিছুই নর । আপনাক হুসাই শিরোধার্য । যাক বাহা ছাড়িতে চাহিয়াছেন তাহাতেই ইংরাজেরাই শক্তি করিবেন কি না দেখি ।

চীন সম্রাটকে সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য একটা আবেদনের সুসাবিদাও বুদ্ধ সেনাপতি এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন ।

এই পত্রে তেজসী গুর্খ সর্দারদিগের গতি অনেকটাই উপলব্ধ হইবে । উহারা নিজেদের এবং শত্রুর সংখ্যা সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অতিশয়োক্তি করিতে অত্যাশ ছিলেন না তাহা দেখা যায় । সেনারেল অক্টোবোগোনির

মালোয়ানের উপর ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া কালে যে পথে কোথাও সেনাপতি অমরসিং উদ্বাদের হঠাৎ আক্রমণ চেষ্টা করেন নাই, উহাতে বার্কিকা জন্ত একটু “দৌড় খাপ” সম্বন্ধে উদ্যমহীনতা ভিন্ন “গণনাং” উপর নির্ভর করিয়া বড় বুদ্ধটা পিছাইয়া রাখার চেষ্টাও সূচিত করে। নেপাল রাজ আক্রমণের জারগীষ বাজেয়াপ্ত করিয়া নৈমন্ত সেনাপতিগণের মধ্যে কে একটা বড়ই “দৈবছুর্জিপাক” ঘটান সম্ভাবনা গোথ আনিয়া ফেলিয়াছিলেন তাঙ্গাও অনুভূত হয়। একবার লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া “দিয়া” ফেলিলে কোন জমি আর লওয়া যায় না এই সুন্দর উক্তিও “কত্রিয়” বীরেরই উপযুক্ত। উহাতেও পূর্বপ্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্তের দুঃখটা অতি গূঢ়ভাবেই সূচিত করিতেছে। অস্তি উচ্চ নীতিরই যে উহা সরলভাবে প্রকাশ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। সুসভ্য ইউরোপে জর্জিং সম্রাট (১৯১৪) বেলজিয়মের সাক্ষপত্রকে এক টুকরা কাগজ (A scrap of paper) বলিতে লক্ষ্য করিলেন না; ইটালী সন্ধির সর্ব্ব অনুসারে অষ্ট্রীয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক—অপর পক্ষে যুদ্ধ লাগিলেন!! এ পক্ষে জাতীয় আকান্ধা বা সুবিধার কথা নাই। “মরদ কি বাতের” মাত্র কথা হইতেছে। ফলতঃ তখনকার নেপাল রাজের বীর প্রধান সর্দারেরা থাকিলেও পৃথুনীরামের জ্ঞান একজন প্রকৃত বড় লোকের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল না। বর্দ্ধারঙ্গের উদ্যমেতেই উহা বাড়িতেছিল। সারথি ভান

নাথাকার উচ্ছ্বল ঘোড়ার রাজ্যের বণখানা খানাতে
কেলিল অর্থাৎ কয়েকজন অদূরদর্শী সর্দারের অসংযত
লোভে ইংরাজ রাজ্যের লুট একটু একটু হইয়া গেল এবং
এবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ক্ষুদ্র নেপালের
যুদ্ধ বাধিল ।

ইংরাজের সহিত যুদ্ধ অমরসিংহের অভিপ্রেত ছিল
না । উহার কারণ “ভারত অধিকারের” বৃথা ইচ্ছার দিকে
যায় নাই । নেপাল রাজ্য কাম্বীর হইতে স্কুটান পর্যন্ত
“হিমালয়ের রাজ্য” হইবে পৃথ্বীনারায়ণের এই উচ্চ আশাই
“ঐহাকে” অক্ষুপ্রাণিত করিত । এই পত্র সম্বন্ধে ইংরাজ
কর্মচারীগণ বলিয়াছেন যে রাজা যে নিজেই লোভ বশতঃ
এই যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন এতদ্বারা সুপ্রমাণিত হইয়াছে ।

দেওখলের যুদ্ধে হারার পর অমরসিংহের জরী হওয়ার
আশা ভরসা সমস্তই লোপ গাইল ।



একাদশ অধ্যায় ।

(জেনারেল অক্টারলোনি ।)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ সময়ে জেনারেল অক্টারলোনি (তিনি
বৃহদারম্ভের সময় কর্ণেল ছিলেন, এই সময়ে মেজর জেনারেল
ছিলেন, পরে জেনারেল হয়েন—কিন্তু আমরা
তাহাকে সর্বত্রই জেনারেল আখ্যাই দিচ্ছি) ১৭ই
এপ্রিল (১৮১৬) যে রিপোর্ট লেখেন তাহা হইতে
একটু উদ্ধৃত করিতেছি—* * to mention the im-
petuous courage of the enemy is only to
bestow the due meed of praise on the conduct
and valour of those who resisted one of the
most daring and impetuous assaults ever
sustained.

অর্থাৎ শত্রু পক্ষের বেগ বিক্রম এবং সাহসের উল্লেখ
করার দ্বারা তাহাদের বাধা দিচ্ছিলাম তাহাদেরই বৃহৎ-
সংখ্যক ও দৃঢ়তা ও সাহসেরই অসম্ব্যক্ত প্রমাণ করা হয়।

অত্যধিক মাহসের ও বিক্রমের সহিত আক্রমণের নিরা-
করণ সম্বন্ধে যত উদাহরণ আছে ইহা তাহার অন্ততম ।”

দেওথলের যুদ্ধের পর গুর্খাগণ কোন যুদ্ধেই আর
ইংরাজের উপর জয়লাভ করিতে পারে নাই। জেনারেল
অক্টারলোনি তোপের ব্যবহারে ক্রমেই মালোয়ান দুর্গের
চতুর্দিক অধিকার করিলেন। দুর্গের বাহিরে যেখানে
যেখানে অমরসিংহের সর্দারেরা অল্প স্বল্প সৈন্য লইয়া
অবস্থিত ছিলেন তাঁহারা বাধ্য হইয়া ইংরাজ হস্তে আত্ম
সমর্পণ করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ পক্ষ হইতে বন্দীদিগকে সিপাহী শ্রেণীতে ছুক্ত
করিয়া লইয়া অন্ত্র পাঠাইবার জন্ত যত্ন করা হইতে
লাগিল। নেপালী সিপাহীকে “নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতে হইবে না” এই সঠক স্বীকার করিয়াই উহাদের
ইংরাজেরা কার্যে ভর্তি করিয়া থাকেন। উহাদের স্বদেশ-
ভক্তির এ সম্মান স্পষ্টভাবেই দিবার নিয়ম আছে। যাহারা
ইংরাজের সিপাহী হইবে না তাহারাও (যুদ্ধ চলার জন্ত)
নেপালে যতদিন না ফিরিতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত বৃত্তি
পাইবে; এইরূপ উদার ব্যবস্থায় এবং বিশেষ যত্ন পাইয়া
নেপালী সৈনিকগণও কেহ কেহ তখন হইতেই ইংরাজের
বশ হইতে লাগিলেন।

তোপের গোলায় মালোয়ানের দেওয়াল ভাঙা হইল।
উহার উপর চড়াই করিবার ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হইয়া
পড়িল তখন বহু নেপালী সেনাপতি অমরসিংহ দুর্গ ত্যাগ

করিতে স্বীকার করিলেন । তখন উহার সহিত দুই শত মাত্র সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ।

“উহার অস্ত্র শস্ত্র পতাকাদি ও নিজেদের সম্পত্তি লইয়া বাহির হইয়া যাইবেন ; পরিজনবর্গ পক্ষায় থাকিয়া সমস্ত্রমে বাহির হইতে পাইবেন ; থানেশ্বরের পথে হংরাজ গবর্ণমেন্ট উহাদের কালী বা ঘর্ঘরা নদীর পূর্ব পারে নেপালের অধিকৃত ভূভাগে পাঠাইয়া দিবেন”—এই সকল সমস্ত্রমুচক সর্ত্তে উপযুক্ত শত্রুর প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া হংরাজেরা মালোয়ান দুর্গ অধিকার করেন । এই দুর্গ ত্যাগের সহিত অমরসিংহ জয়তক প্রভৃতি অপর দুর্গ ত্যাগেরও সর্ত্ত করেন এবং এই প্রকারে কালী নদীর পশ্চিমদিকের সমস্ত ভূভাগে নেপালের অধিকার পরিত্যক্ত হয় ।

জেনারেল অক্টারলোনি এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শত্রুদিগের প্রতি পূর্বোক্তরূপ—সমস্ত্রম দেখানর ক্ষমতা যেন কিছু কুঠা প্রকাশ করিয়াই লিখিয়াছিলেন যে “বর্ষা আগত প্রায় ২৩-২৪ মাইল দীর্ঘ পাহাড়ীদিগের দেশ অধিকার শেষ করিয়া ফেলার বিশেষ প্রয়োজনই হইয়াছিল ।”

গবর্ণর জেনারেল অক্টারলোনির যুদ্ধ কৌশলের ও উদ্যমের এবং তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভূমনী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরেরাও তাঁহার যথেষ্ট গৌরব করিয়াছিলেন ।

প্রথম নেপাল যুদ্ধ এইরূপে শেষ হয় । ইহার পর নেপালীরা সন্ধি করিব বলে, কিন্তু অতটা রাজ্য ত্যাগে মনকে দৃঢ় করা বড়ই কঠিন কার্য্য । ওরূপ আশাত্তে ও ক্ষতি স্বীকারে উহাদের মন কিছুতেই বসিতেছিল না । যুদ্ধপ্রিয় গুর্খার এই ভাব ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও বেশ বুঝিতে পারিয়া তাহার উপযুক্ত উদ্যোগ ও ব্যবস্থা ঠিক করিয়াই রাখিলেন ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় নেপাল যুদ্ধ ।

২রা আগষ্ট ১৮১৫, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা ৩১২ প্যারাগ্রাফের এক রিপোর্ট কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন । * উহাতে গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধের অনিবার্যতা, তজ্জন্ম ব্যবস্থা, যুদ্ধের প্রথমে কয়েক-স্থানে হার হইলেও অবশেষে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ—শিখরাজ্য ও গুর্খা অধিকারের মধ্যে সাবেক রাজ্যদিগকে বসাইয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্যের স্থাপন, কুমাযুন প্রদেশ সাক্ষাৎ অধিকার রাপিয়া যুদ্ধ ব্যয় পোষাইয়া লওয়া এ সকলেরই উল্লেখ আছে । কল্লুর, হিন্দোর, সম্ভুর, রাণপুর, উকি গড়ওয়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য সকল এইরূপে পুনঃ স্থাপিত

* নেপাল যুদ্ধের কাগজ পত্র ৭৬০ পৃষ্ঠা ।

হয়। উহাদের প্রাচীন অধিকারের কতক কতক ইংরাজ রাজ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিল, কিছু পাতিয়ালায় রাজা ও অযোধ্যায় নবাবকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইল এবং কতকটা মাত্র উহাদের রহিল। মেজর গার্ডনার কুমায়ুনের প্রথম কমিশনর হইলেন।

এদিকে নেপালের সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। তরাইয়ের উর্ধ্বরা ভূমি ত্যাগ করিতে সহজে নেপালীরা স্বীকৃত হয় নাই। শেষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইল বটে, কিন্তু কাঠমাণ্ডু হইতে উহা মঞ্জুর হইল না। নেপালীদের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কাঠমাণ্ডুর দক্ষিণের পাহাড়গুলি উহাদের বিক্রমেই রক্ষিত হইয়াছিল। জেনারেল অক্টারলোনি ব্যতীত অপরোপর সাধারণ ইংরাজ সেনাপতিদের বুদ্ধির ভ্রমগ্রস্তত অকস্মণ্যতাতেই যে গুর্থারা পশ্চিমপ্রান্ত ভিন্ন অপর সকল স্থলে স্বরাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা উহারা বেশ “বুদ্ধিতে” পারে নাই। বৃদ্ধ অমরসিংহ কাঠমাণ্ডুতে পৌছিয়া রাজ্যের অঙ্গহানি সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে আপত্তি করিতেছিলেন।

১৮১৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জেনারেল অক্টারলোনি ২০ হাজার সৈন্তসহ কাঠমাণ্ডুর পথে অগ্রসর হইলেন। গুর্থারা বিচাকো গিরিসঙ্কট কেজাবন্দী করিয়া রাখিয়া তাঁহার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কাপ্তেন পিকাস গিল চোরাই আফিম ব্যবসায়ী কয়েক জনের সাহায্যে একটি গুপ্তপথের সন্ধান পাইয়া তাহা দিয়া

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া গুর্খাবাহের এক প্রান্তের পশ্চাভাগে উপস্থিত হইলে গুর্খারা অগত্যা উহাদের ঠেকেত বা বেড়-জলি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহার পর ইংরাজদল মকওয়ানপুরের নিকট পৌছেন। তখন গুর্খারা প্রথমে শিখরকটি, নানক স্থান ভাগ করে। কিন্তু ইংরাজপক্ষ উহা অবিলম্বে দখল করিয়া বেড় মেরামত করিয়া বসিয়া গেলে উহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ঐ স্থান পুনরধিকার জ্ঞাত বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই অকৃতকার্য হয়। এই যুদ্ধে উহাদের ৮০০ লোক হতাহত হয়। ইংরাজ পক্ষ এই যুদ্ধে সুরক্ষিত স্থানে থাকায় এবং জেনারেল অষ্টাবলোনি স্বয়ং স্বেচ্ছায় সহিত তথায় পুনঃ পুনঃ নূতন সৈন্ত প্রেরণ করিতে থাকায় ইংরাজ সৈন্তের ২২০ মাত্র লোকসান হইয়াছিল। এই মকওয়ানপুরের যুদ্ধেই গুর্খাদিগের সমস্ত আশা ভরসা লোপ হইয়া গেল। পরসী যুদ্ধ জয়ী সমসের রাণা এই স্থানে গুর্খাদিগের নেতা ছিলেন।

ইহার পর ইংরাজদিগের তোপ আসিয়া পৌছিলে হরিহরপুরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও গুর্খারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

জেনারেল অষ্টাবলোনি এবং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর যে গুপ্ত রিপোর্ট ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে গুর্খাদিগের সামরিক গুণ সকল সুকৃৎস্ন স্বীকার করিয়া-ছিলেন।

ইহার পর সিগৌলির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। (৪.৩.১৮১৬)। কালী নদীর পশ্চিমের অধিকার এবং

তরাই অঞ্চল নেপালকে ছাড়িতে হইল এবং কাঠমান্ডু রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকার স্বীকৃতি দিতে হইল । নেপালী সর্দারেরা গওকের পশ্চিমস্থিত তরাই অঞ্চলে স্থিত তাঁহাদের জাইগীর গুলি এতদ্বারা হারাইলেন ; কিন্তু উহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নেপাল দরবারের হাতে দেওয়ার অঙ্গীকার করিলেন । কর্ণেল গার্ডিনার নেপালের প্রথম রেসিডেন্ট ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

(ভীমসেন থাপা) ।

দূরদর্শী ভীমসেন থাপা (প্রধান মন্ত্রী) ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে মত দেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন যে যাহারা ভারতের রাজ্যগুলি মাটির হাড়ির টুকরার মত পদদলিত করিয়া অক্লেণ্ডে ভাঙিতেছে, তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত কার্য্য । তখন সৈন্তেরা ও সাধারণ প্রজারা রণোন্মত্ত হইয়াছিল ; তাঁহার কথা মানেন নাই । এক্ষণে ভীমসেন থাপারই রাজনৈতিক কৌশলে নেপালের অনেক ক্ষতিপূরণ হইল । তিনি ইংরাজদিগের মনে ঢুকাইয়া দিলেন বর্ষে বর্ষে নগদ দুই লক্ষ টাকা গণনা করিয়া দেওয়ার অপেক্ষা অস্বাভাবিক তরাই ভূমিটো ছাড়িয়া দেওয়াতেই মোটের উপর লাভ হইবে ; কিন্তু ঐ



জেনারেল ভীমসেন থাপা

সময়েই তরাই হইতে ২ লক্ষ টাকা আয় ছিল ; এখন আরও অনেক অধিক হইয়াছে ।

যাহা হউক সিগৌলির সন্ধি হইতে বিপত শত বর্ষ মধ্যে ইংরাজের সহিত নেপালের আর যুদ্ধ হয় নাই। প্রত্যুত গুর্খা নৈশ্চ ভারতে এবং ভারতের বাহিরের বহুস্থলে ইংরাজের অধিনায়কতায় নৈসর্গিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজদের বিশেষ সাহায্যই করিয়াছে এবং সর্বত্রই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র অভিলষিত, বীরত্বের যশ, অর্জন করিয়াছে ।

২১ বৎসর বয়সে মহারাজা গির্বান যুধবিজয় সার বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে (১৮১৭) তাঁহার ২ বৎসর বয়স্ক পুত্র, রাজেন্দ্রবিজয় সাহ (সম্মিলিত নেপালের ৫ম রাজা) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমসেন থাপা মহারানী ত্রিপুরা স্তন্দরীর সহিত একমত হইয়া রাজকাণ্ড চালাইতে লাগিলেন । ইহার সম্বন্ধে ডাঃ ওলড ফিল্ড বলিয়াছেন :—*

“স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছুই তাঁহার (ভীমসেনের) ছিল না। * * * যাহাতে ব্রিটিশ

Nothing was nearer or dearer to his heart than the independence of his country. * * * while he studiously avoided every act which might lead to a rupture of the existing peace—which peace he looked upon as the best guarantee of Nepal's independence he as steadily resisted every overture on our part to render the connection between the two nations closer and with great foresight most successfully prevented our ever having any pecuniary or other direct and indirect control over the internal affairs of the state,

গবর্ণমেন্টের সহিত শান্তির বিচ্ছেদ হয় এমন কোন কিছুই তিনি ঘটিতে দিতেন না।—তঁাহার বিশ্বাস ছিল যে ঐ শান্তি ভঙ্গ না হইলেই নেপালের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে। কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত কোন প্রকারেরই ঘনিষ্ঠ সংসর্গে তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

নেপালের ভিতরে ইংরাজদিগের কোনরূপ আর্থিক বা অন্ত্র সংশ্রব না ঘটে—এ বিষয়ে তঁাহার একান্ত দৃবদণী এই দৃঢ় চেষ্টায় তিনি সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য হইয়াছিলেন।”

নেপাল রাজধানী হইতে কোন দিকে ১৫ মাইল অপেক্ষা দূরে কোন ইংরাজই এ পর্য্যন্ত যাইতে পান নাই।

ডাঃ ওল্ড ফীল্ড বলিয়াছেন—*

নেপালীরা যে আমাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহে না তাহা বিবেচ্যভাবগ্ৰস্থত নহে। উহারা আমাদের প্রবল এবং লোভী প্রতিবাগী বলিয়া মনে করে, এবং সমগ্র ভারতের দেশীয় রাজ্যের ভাগ্য পরিচিস্তন করিয়া উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে যদি ব্রিটিশেরা একবার

This aversion does not deponed on any actual feeling of hostility to us. They look on us as dangerous and encroaching neighbours and judging of the fate of other states throughout India, they are firmly convinced that if once the British can afooting (even though it be of a friendly character) within the valley of Nepal, from that time the knell of their national independence will have been struck * * * They think that the only way * * is to avoid giving us the opportunity of gratifying what they consider, the national love of foreign aggrandisement form the real and only key to the very exclusive policy which Nepal has sytimatically adopted.

কোন রূপে (বন্ধু ভাবেই বা আর যে যে ভাবেই হউক) নেপালে ঢুকিতে পারেন তাহা হইলে সেইদিন হইতেই নেপালের জাতীয় স্বাধীনতা দেনীর জন্য “গঙ্গাযাত্রা” হইবে। * * * তাহার মনে করে * * * যে ইহার প্রতিরোধের একমাত্র উপায় নিজেদের পৃথক রাখা ; যেন (উহাদের মতে আমাদের স্বাভাবিক) জাতীয়-আকাঙ্ক্ষা—পররাষ্ট্র দখল দ্বারা নিজেদের রাজ্য বর্ধন—পরিতৃপ্ত করিবার ছুতা না পাই!! নেপালী রাজনীতিব আমাদের হইতে সর্ব প্রকারে পৃথক থাকার জন্য একনিষ্ঠ চেষ্টার ইহাই প্রকৃত এবং একমাত্র মূল সূত্র।”

মিষ্টার গাভিনারের (প্রথম রেসিডেন্টের) দৃঢ়তা ও সংঘমে এবং অসাধারণ শিষ্টাচারে নেপালীরা অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ করেন। তেজস্বী ঐ নির্ভীক গুৰ্ব্বা বোদ্ধারা শেষে যুদ্ধে হারিয়াছিল, রাজ্যেব এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়া গন্ধি করিয়াছিল, কিন্তু আত্মগোবন হারায় নাই। উহারা বরং একটু গর্ভিত ভাবই দেখাইতেছিলেন। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন এবং সমকক্ষ জাতির স্যায় ব্যবহাব করায় তিনি উহাদের নীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়া ছিলেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে উহাদের অস্থির কসাইতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন থাপা নাবালক মহারাজার পিমাতা মহারণীর সহিত একমত হইয়া আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে বিশেষরূপে মন দিয়া রাজ্যের বৃদ্ধি এবং সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা

স্থাপন করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণদিগের এবং মোহনদিগের প্রদত্ত ভূমির (ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময় ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হইলে কেহ না উজ্জয় দেশভক্তি-প্রণোদিত হইয়া, কেহ বা চক্ষুলজ্জায়, কেহ বা ভয়ে, যুদ্ধের ব্যয় নিৰ্ব্বাহার্থে লাথরাজ জমি সৈনিক বিভাগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন) আয়ে সৈন্ত সংখ্যা স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত করা হয় । তদ্বারা নেপাল যুদ্ধের পর স্বল্পকাল মধ্যেই পূৰ্ব্ববৎ বলশালী হইয়া উঠে ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

মাতঙ্গর সিং ।

১৮৩২ অব্দর ১লা এপ্রিল মহারানী ত্রিপুরা স্তম্ভরীর মৃত্যু হয় । উহারই সহায়তায় ভীমসিংহ খাপা রাজ্যের স্বয়ংদাবস্ত করিতে পারিতছিলেন; রাজবাড়ীতে কোন-রূপ ষড়যন্ত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইতে পারে নাই । মহারানীর কার্যদক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা এবং বিকৃতমস্তক অভ্যাচারী স্বামী রণবাহাদুর দার প্রতি অচলা ভক্তি নেপালের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে । তাঁহার নিজের সম্ভানকে প্রাপ্য সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া পতি যে সপত্নী সম্ভানকে রাজ্যাধিকারী করিয়াছিলেন তাহারই সেবাতে তিনি জীবন বাপন করিয়াছিলেন । তাঁহার

অশেষভক্ত হৃদয়ে নেপালের শান্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পতির ইচ্ছাই তাঁহার বেদ মন্ত্র ছিল। তিনি নির্বাসিত জামীর নেপালে ফিরিবার পথ পরিকল্পিত করার জন্য প্রথমে কানী হইতে কঠমাণ্ডুতে অগ্রে একাকী আসিয়াছিলেন এবং পতিকে রাজ্য প্রতিভূর আসনে বসাইয়াছিলেন এবং পতির মৃত্যুর পর দূরদর্শী মন্ত্রীর সহিত একমন হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মহারাজার মৃত্যুর পর মন্ত্রী ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীরসিং যুবক রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের কাণ্ডারি করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনের ভ্রাতৃপুত্র মাতব্বরসিং কার্যক্ষম লোক ছিলেন। তাঁহাকে প্রথমে গোষ্ঠী প্রদেশের গবর্নর পদ দেওয়া হয়। পরে কলিকাতায় দূত স্বরূপে প্রেরণ করা হয়। মাতব্বরসিং ইংরাজদিগের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইয়া ফিরেন (১৮৩৬)। কিন্তু ইতিমধ্যে যুবক রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীমসেনের প্রতি একান্তই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দামোদর পাণ্ডের (যাঁহার দলের উৎসাদনের পর খাপা-দিগের আশ্রয় স্থাপিত হয়) পুত্র রণজঙ্গ পাণ্ডেকে (এই পাণ্ডেরাও জাতিতে ছত্রি ছিলেন) তাঁহার পিতার সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (১৮৩৭)। প্রধান বিচারপতির পদ হইতে সৈনিক খাপাকে (ভীম-

সেনের ব্যবস্থায় সকল রাজকর্মই সামরিক কর্মচারীদিগের হস্তেই ছিল) গরাইয়া একজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল। ভীমসেনের পছন্দসই অনেকেই পদচ্যুত হইতে লাগিলেন।

মাতব্বর সিংহের গবর্ণরী চাকরী ও রণজঙ্গ পাণ্ডের ভ্রাতা পাইলেন। অনেকগুলি সম্মান জন্মিয়াছে—রাজবাড়ীর খরচ বাড়িবে এই ছুতা তুলিয়া রাজা, রাজ কর্মচারীদিগের স্থা ও বেতন হ্রাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজার প্রথমা মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ১ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যায়। অমনি রাষ্ট্র করা হইল যে মহারাণীকে ভীমসেন খাপা বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা করিয়াছিলেন—; সেই বিষেই শিশুর মৃত্যু হইয়াছে !

রণবীর সিংহ ভ্রাতার বিলম্বে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কোন লাভই হয় নাই। উঁহার বংশের অতিপক্ষ পাণ্ডে দিগেরই উপকার হইল। রাজা খাপা মাত্রেই উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। এক্ষণে রণবীর বংশের গৌরব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্রেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিষ্কিন্ত হইলেন। মাতব্বর সিং এবং ঐ বংশীয় সকলেই কারাবদ্ধ ও বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বন্দীদিগকে দোষ স্বীকার করানর সকল চেষ্টা বিফল হইল।

রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর পদ (ইনি নেপালের ৫ম প্রধান মন্ত্রী) অধিকার করিলে কতেজঙ্গ চৌতুরিয়া এবং রত্ননাথ পণ্ডিত কনিষ্ঠা রাণী লক্ষ্মী দেবীর সহিত একযোগ

হইয়া অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার মনে এই ভীতি উৎপাদন করিয়া দিলে যে পাণ্ডেরা এইবার প্রবল হইয়া আবার রাজপরিবর্তন চেষ্টাও করিতে পারে; খাপারা আর যাহা করুক রাজার বিরুদ্ধে কিছু করে না। তখন ভীমসেন, রণবীর ও মাতব্বরকে খালাস দেওয়া হইল; দরবাবে খেলাত দেওয়া হইল, জমিদারীও ফেরৎ দেওয়া হইল। রঘুনাথ পণ্ডিত প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইলেন। (ইনি নেপালের ষষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী)। অল্প দিনের মধ্যেই আবার প্রথমা মহারানীর চেষ্টায় রাজার মন পাণ্ডুদিগের দিকে গেল। রণজঙ্গ পাণ্ডে প্রধান সেনাপতি হইলেন; তাঁহার ভ্রাতা রামদাস পাল্পার গণপতির হইলেন।

মহারানী রণজিৎ সিংহের নিকট দূতস্বরূপে মাতব্বর সিংকে প্রেরণ করা হইল। খাপাদিগের মধ্যে কার্য্যকুশল ঐ ব্যক্তিকে নেপাল হইতে সরাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ তখন নেপালের এরূপ অবস্থা নয় যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন যত্নসহ করা চলে। মাতব্বর সিং শতদ্রু পার হওয়ার সময় ইংরাজ চরের হস্তে ধৃত হন। এক বৎসব পরে তাঁহাকে লাহোরে হাইতে দেওয়া হয়। লাহোর হইতে ফিরিয়া তিনি ইংরাজ রাজ্যেই বাস করেন। তখন কোন প্রধান খাপারই নেপালে থাকা বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৩২ অব্দে বৃদ্ধ ভীমসেন খাপার বিরুদ্ধে পুরাতন

অভিযোগের পুনরুত্থাপন করা হইল যে তিনি রাজকুমারকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। নূতন নূতন সাক্ষী এবং নূতন নূতন জালি কাগজ দাখিল করা হইলে প্রকাশ্য দরবারে ভীমসেন শুধু এই মাত্র প্রমাণ করেন যে দুই বৎসর পূর্বের প্রথম অভিযোগের সময় সে সৰ্ব্ব কোথায় ছিল ! কিন্তু সে কথা শুনে কে ? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ নেপালের দুর্দিনে প্রধান রক্ষক বৃদ্ধ মন্ত্রীকে রাজজ্যোহী এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন ! নেপালের পরমভক্ত সন্তান কারাগারে আত্মহত্যা করিলেন । তাঁহার দেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেওয়া হইল ! দাহ ক্রিয়াও হইতে দেওয়া হইল না !

যে দেশে “রাজা যাহাই করণ তাহাতে দোষ নাই” এই মতবাদ দৃঢ়রূপে স্বীকৃত, তথায় প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্য্যন্ত রাজার কোন দোষ করার “ক্ষমতা”ও থাকে না ! রণ বাহাদুর সার এবং রাজেন্দ্রবিজয় সার কর্মফলে নেপালের মহারাজাধিরাজগণের হস্ত হইতে শক্তি সরিয়া গিয়া প্রধান মন্ত্রীদিগের হস্তেই পৌঁছিয়াছে। এখন মন্ত্রীত্ব পদ লইয়া মারামারি কাটাকাটি বড়যন্ত্র । মহারাজাধিরাজ এক্ষণে নির্লিপ্ত এবং পরম পূজনীয় ভাবেই দৃষ্ট হন ।

ইংরাজও বলেন “রাজা কোন দোষ করিতে পারেন না (দি কিং ক্যান ডু নো রং) । তাঁহাকেও আইন অমান্যকারী রাজা প্রথম চার্লসকে বধ দণ্ড দিয়া এবং দ্বিতীয় জেমসকে পদচ্যুত করিয়া রাজশক্তি মন্ত্রীসভার হস্তেই

দিতে হইয়াছে । তবে মন্ত্রীদের পদচ্যুতি নেপালের ন্যায় যথেষ্ট মারকাট দ্বারা হয় না—প্রধান প্রকৃতিবর্গ (পার্লিগামেন্টে) উহাদের প্রস্তাবিত কোন কার্য অগ্রাহ্য করিয়া উহাদের উপর বিশ্বাসহীনতা প্রকাশ করিলেই উহাদের স্তম্ভভাবে আপনা হইতে পদত্যাগ করিতে হয় ।

পাণ্ডুর দল এবং প্রথম মহারানী একত্র হইয়া রাজ্যে মহা উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন । প্রজারা অত্যাচারে এবং পীড়ন দ্বারা অর্থসংগ্রহে একান্ত উত্কাণ্ড হইল । মহারানী প্রচার করিতে থাকিলেন যে সাক্ষাৎসম্মুখে রাজাধিরাজের হকুমেই এই সকল কার্য হইতেছে । সৈন্তদের বেতন কমান হইল । উহাদের ডাকাইয়া মহারানীর কথারবশ মহারাজাধিরাজ প্রকাশ্যেই বলিলেন যে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের জন্ত টাকার দরকার ; সেইজন্ত বেতন কমান হইতেছে । সৈন্তেরা বলিল “যুদ্ধারম্ভ করণ যুদ্ধেই যুদ্ধের খরচ উঠিবে । “পাহাড়ী নেকড়েদের” টোয়াইয়া দিলে তাহারা লক্ষ্মী এবং পাটনার লুণ্ঠে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ধন সংগ্রহ করিয়া দিবে !” [১৯১৫ অব্দে এইরূপ মনেই জর্জ ব্রসেলস ও অণ্টোয়ার্প হইতে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেন ।] প্রথম মহারানীর ইচ্ছা ছিল যে মহারাজাধিরাজ সৈন্তদিগের বেতনে দাবী অগ্রাহ্য করিলে, উহারা ক্ষুব্ধ হইবে ; তখন তাহার গর্ভজাত পুত্র সৈন্তদিগের দাবী মিটাইয়া দিয়া উহাদের প্রিয়পাত্র হইলে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার সুবিধা

হইবে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ সৈন্তদিগের বেতন পুরা দিবারই অনুজ্ঞা করিলেন।

এই সময়ে নেপালের ১২ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা করা হয়। তাহাতে অস্ত্রধারণক্ষম ৪ লক্ষ লোক আছে বলিয়া স্থির হয়।

পাণ্ডে মন্ত্রী হকুম্বে এই সময়ে রামনগর জিলার ৯২ খানি গ্রাম গুর্খা সৈন্তে দখল করে। মহারাজাধিরাজকে বিপদগ্রস্ত করার জন্ত কোনরূপ চেষ্টারই ক্রটি হয় নাই! কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ অঞ্চলে কিছু সৈন্ত পাঠাইয়া দিলে নেপালী সৈন্ত সরাইয়া লওয়া হয়; এবং ইংরাজেরা তাহাদের একান্ত বিদেষী পাণ্ডে মন্ত্রী সম্বন্ধে নেপাল দরবারে তীব্র অনুযোগ করিয়া পাঠাইলে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডেদিগকে পদচ্যুত করিয়া ফতেজঙ্গকে নেপালের (৭ম) প্রধান মন্ত্রী করিলেন।

ইহার পরই প্রথম মহারাণীর মৃত্যু হয়। অনেকে অব্যাহিতচিত্ত মহারাজাকেই বিষপ্রয়োগকর্তা বলিয়া মনে করেন। মহারাজা রেসিডেন্টকে গিয়া বলেন যে কোন হিন্দুস্থানী কাগজে তাহার বিরুদ্ধে ঐরূপ লিখিয়াছে। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দেওয়া হউক। তাহার চামড়া তুলিয়া লইয়া লবণ ও তৈল দিয়া ঘসা হইবে!

মহারাজের এবং যুবরাজের “নিষ্ঠুরাচরণে এবং শোষণে একান্ত উত্তাক্ত হইয়া প্রজারা এবং সৈন্তেরা এক দরখাস্ত দাখিল করে।

ইহাই নেপালের (পিটিশন অফ রাইটস্) জাঘা অধিকারের জন্ত প্রার্থনা পত্র (১১২১৮৪২) । মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম এই দরখাস্ত প্রকাশ্য দরবারে মঞ্জুর করিলেন । তদ্বারা কনিষ্ঠা মহারানী লক্ষ্মী দেবীকে রাজ-রক্ষয়িত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হইল ।

যুবরাজ (প্রথম রানীর পুত্র) সুরেন্দ্র বিক্রমের রাজাদি-রাজ আখ্যা প্রাপ্তি হইল । মহারাজাধিরাজও স্বয়ং সিংহাসনাধিষ্ঠিত রহিলেন । এই ব্যবস্থায় কোনও রূপ মারামারি কাটাকাটির প্রয়োজন হয় নাই ।

প্রথমা মহারানী পাণ্ডেদিগের দলে ছিলেন । কনিষ্ঠা মহারানী লক্ষ্মী দেবী খাপাদিগের দলে ছিলেন । কোন দলই এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত প্রবল হইতে পারে নাই । মহা-রাজাধিরাজ কখন এ রানীর কখন ওরানীর কথায় পরি-চালিত হইতেছিলেন । এক্ষণে কনিষ্ঠা মহারানীর একান্ত ইচ্ছা হইল যে পাণ্ডেদিগের এবং চৌতুরিয়াদিগের পূর্ণভাবে অধঃপতন হয় । চৌতুরিয়ারা মহারাজের জ্ঞাতি । উহারা রাজসিংহাসনের জ্যেষ্ঠাভুক্তম ব্যবস্থার পরিবর্তন চাহেন না । জ্ঞাতিরা বংশের খারা রক্ষাতেই গৌরব বোধ করেন । পাণ্ডেরাও প্রথমা মহারানীর দল স্মরণ্য মহারাজের প্রথম মহারানীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যগন প্রাপ্তির পক্ষ-পাতী । এই দুই দলের সর্বনাশ সাধন করিতে পারিলে এবং খাপার দলকে পুনরায় শক্তিমান করিয়া দিলে উহারা কৃতজ্ঞ হইয়া উহঁার পুত্রের দল হইতে পারে ;

এইরূপ বিচারে কনিষ্ঠা মহারানী রাজাকে বুঝাইলেন যে
মাতব্বর সিং খ পাকে নেপালে শিমলা হইতে না আনাহিলে
নেপালের মঙ্গল হইবে না।

মাতব্বর খাপাকে ডাকাইরা পাঠাইলে তিনি গোরখ-
পুরে আইসেন। অনেক নেপালী তাঁহাকে সাদরে আহ্বান
করিয়া লইতে প্রথায় গেলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কাজী
“জঙ্গ বাহাদুর”ও তথায় গিয়া পিতৃব্যের সহিত কাঠমাণ্ডুত
সিঁড়েন।

মাতব্বর কাঠমাণ্ডুত পৌঁছিয়াই তাঁহার পিতৃব্য
ভীমসেন খাপার উপর মিথ্যা মোকদ্দমার পুনর্বিচার
প্রার্থনা করিলেন। বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে বিষ প্রয়ো-
গের মোকদ্দমা মিথ্যা এবং ভীমসেনের স্বীকারোক্তি জাল।
তখন কুলরাজ পাণ্ডেব এবং কারবার পাণ্ডের শিরচ্ছেদন
হইল। রণজঙ্গ পাণ্ডে তখন মৃত্যু শয্যায়। ভ্রাতৃব্যের
প্রাণদণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইন্দর-
বীর খাপা স্বগোষ্ঠীদিগের একান্ত বিরোধী ছিল। উহারও
প্রাণদণ্ড হইল। কনক সিং মহৎ—ভূতপূর্ব “প্রধান
বিচারপতি” রাজার নিজের কথামত ভীমসেনের জালি
স্বীকারোক্তি স্বহস্তে লিখিয়াছিল! এই স্বীকারোক্তির
পর তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

১০ জুন পাণ্ডে সপরিবারে দেশ বহিষ্কৃত হইল।
রত্নজঙ্গই নামে প্রধান মন্ত্রী রহিলেন। মাতব্বরই কাজে
সর্ব সর্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। কিছুকাল পরে মহারানীর

নিরস্তর চেষ্ঠায় (২৪।১২।৮৪৩) মাতব্বর সিং থাপা নেপালের (৮১০) প্রধান মন্ত্রী হইলেন । এই সময়ে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন থাপার বিরোধী আতা রণবীর থাপা সন্ন্যাসী বেশে কাঠমাণ্ডুতেই বাস করিতেছিলেন ।

মাতব্বরকে মহারাণী নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া প্রধান মন্ত্রী করিয়া দিলেন । কিন্তু ক্ষাত্রধর্মী নেপালী ছাত্র মাতব্বরের মনে মহারাজাদিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনে স্থায়্য দাবী সম্বন্ধে কোনরূপ বিদ্যাই ছিল না । সুতরাং তিনি মহারাণীর শত্রুদলকে নিহত ও - ~~ব্যতীত~~ করিতে থাকিলেও তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির অল্পমাত্র সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন না ।

যুবরাজ এই সময়ে কিছু সৈন্য লইয়া তেরাইয়ে চলিয়া গেলেন এবং পিতা সিংহাসন ত্যাগ না করিলে ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিবেন এই ভয় দেখাইলেন ! যুবরাজের মস্তক বিকৃত এই কথার উল্লেখ মহারাণীর ইচ্ছা ছিল তাঁহার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা করেন । কিন্তু যুবরাজের এই কার্য্যে মহারাজাদিরাজকে স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিতে হইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রই পরবর্তী মহারাজাদিরাজ হইবেন এবং অনেকটা রাজশক্তি তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হইলেন ।

যুবরাজকে পশুভুক্ত থাকার জন্য মহারাজাদিরাজ

মাতব্বরের উপর চটিলেন—মহারানীত চটিয়াই ছিলেন। ছুগ্ননে মিলিয়া মাতব্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। মাতব্বর সিং থাপা সৈন্যদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহারাজাধিরাজ উহাকে (১৭৫১৮৪৫) রাজবাটীর মধ্যে গুপ্ত হত্যা করেন; কিন্তু রেসিডেন্টের নিকট সম্বাদ দেন যে রাজসিংহাসনে দ্বিতীয় রানীর পুত্রকে বসাইয়া নিজে সর্কেসর্কা হওয়ার চেষ্টা করায় তিনি বিচারের পর মাতব্বরের গুপ্তভাবে প্রাণদণ্ড দিয়াছেন। নচেৎ সৈন্যেরা হুকুম করিত।

এই হত্যা কাণ্ডে মহারানীর প্রিয়পাত্র গগন সিং এবং কয়েকজন চৌতুরিয়া লিপ্ত ছিলেন। রাজি ১১টার সময় রাজা ও রানী মাতব্বকে ডাকাইয়া পাঠান। তাঁহাদের সম্মুখেই এই হত্যা কাণ্ড হয়। ঐ সময়ে লোকে “জঙ্গ বাহাদুরের উপরেই শাস্তাংসস্থল মাতুল হত্যার দোষারোপ করিয়াছিল। রেসিডেন্ট কর্ণেল লরেন্স সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই। এই হত্যার সম্বাদ পাইয়া মাতব্বরের পুত্র কর্ণেল রনজু লাল থাপা জঙ্গ বাহাদুরের গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং জঙ্গ বাহাদুর তাহার পিতার ধনরত্ন সহ নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে দিয়া গুপ্ত ভাবে সিংগৌলি পাঠাইয়া দেন। কয়েক বর্ষ পরে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া জঙ্গ বাহাদুর ডাঃ ওল্ড ফীল্ডক বলেন যে তিনিই মাতুলের উপর প্রথম গুলি চালাইয়াছিলেন! প্রথমে অনেক স্মার্পান্ড ও কঁদাকাটি করেন। কিন্তু রাজার হুম শব্দ

আপত্তি থাকিলেও মানিতে হইয়াছিল । মহারাজাধিরাজ যদি বলিতেন “আত্মহত্যা কর তাহাও মানিতে হইত !” নেপালী ছত্রি রাজশক্তি যখন যেখানেই থাকুক, উহাকে বিনা বিচারে মানিতে শিখিত । রাজধানীতেস্থিত গুর্খা রেজিমেন্টে কোনরূপই বিচলিত ভাব দৃষ্ট হয় নাই । যখন “রাজাজ্ঞায়” হত, তখন মাতব্বর সিংহ তাহাদের পরম প্রীতিভাজন হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি ?

— পঞ্চদশ অধ্যায় ।

মহারানী লক্ষ্মীদেবী ।

মহারাজাধিরাজ এইবার চৌতুরিয়া ও পাণ্ডেদিগকে দেশে ফিঁরিয়া আসিবার অনুমতি দিলেন । ফতেজঙ্গকে প্রধান মন্ত্রীত্ব দিবার কথা স্থির হইল । তিনি না আসা পর্য্যন্ত জঙ্গ বাহাদুর তিন রেজিমেন্ট সৈন্তের কর্তৃত্ব ও জেনারেল পদবী পাইলেন এবং অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হইলেন ।

কিছুদিন পরে ফতেজঙ্গ “নামে” প্রধান মন্ত্রী হইলেন । মহারানীর প্রিয়পাত্র গগন সিং প্রধান সেনাপতি এবং সকল সামরিক বিষয়ে কর্তা হইয়া কাজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন । ফতেজঙ্গ কেবল দেওয়ানী বিচারকের কার্য্য করিতে লাগিলেন । এই মন্ত্রী সভায় জঙ্গ বাহাদুরের

স্থান হইল না। রাজা ও রাণী দুজনেই উর্হাকে সুবরাজের পক্ষীয় বলিয়া জানিতেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের বিপুল উদ্যমের ও সাহসের জন্ত তাঁহাকে জেনারেল পদ হইতে নামাইতে কাহারও সাহস হইল না।

এই সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ চলিতেছিল। পঞ্জাবে ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্রিটিশ সৈন্য দলের পশ্চাতে পশ্চিম নেপাল হইতে ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ দ্বারা সাহায্য করার জন্ত পত্র আসিল। শিখেরা সকল যুদ্ধেই জয় হইতেছে বলিয়া সম্বাদ দিয়াছিল। নেপাল দরবার বিজ্ঞপ্তি করিয়া উত্তর দিলেন “শিখেরা দিল্লীর কাছে পৌঁছিলে দেখা যাইবে! এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে নেপালী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন।

মোত্রাওনের যুদ্ধে শিখবল চূর্ণ হইয়া গেলে মহারাজা-ধিরাজ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়া কুমায়ুন প্রদেশটী এবং তারাই অঞ্চলে দুই লক্ষ টাকা আয়ের ভূমি “দরিদ্র ও সর্বদা সাহায্যে উন্মুক্ত বন্ধকে” দিতে অহরোধ করেন। ফল কিছুই হয় নাই।

হীন কুলোদ্ধৃত গগণ সিংহের মহারাণীর নিকট সর্বদা ঘাঁতায়তে এবং সকল বিষয়েই মহারাণীর নাম করিয়া তাঁহার আদেশে কার্য্য হইতেছে বলায়, মহারাজার মন বিকৃত হইল। তাঁহার চেষ্টায় গগণ সিংহের বিরুদ্ধে একটা মড়মজ্ঞ হইল এবং লাল ঝা নামক এক ব্যক্তি জানলা দিয়া গুলি করিয়া পূজায় নিযুক্ত গগণ সিংহকে মারিয়া ফেলিল। (১৪৯১৮৪৬)।

গগণ সিংহের হত্যার সম্বন্ধ পাইয়া মহারানী তৎক্ষণাৎ পদব্রজে তাঁহার বাটীতে গিয়া মৃতদেহ দর্শনপূর্বক প্রতি-
হিংসার প্রতিক্রিয়া করিলেন। মহারানীর সুদীর্ঘ আকার
ছিল, রং একটু ময়লা ছিল, এবং কেশ সুদীর্ঘ ছিল। তিনি
মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসার রূপে কোট প্রাসাদে আসিয়া সকল
সদস্য এবং কর্মচারীকে ডাকাইয়া একত্র করিলেন। জল
বাহাদুরও ভ্রাতৃগণ এবং কিছু সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন
এবং এই খুনের অল্পসন্ধান প্রার্থনা করিয়া বলিলেন যে
১৮৪৩ অব্দ হইতে মহারানীকে মহারাজাধিরাজ রাজ
প্রতিনিধির অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং তিনিই
এ বিষয়ের বিচার করিয়া হুকুম দিতে পারেন। এই সময়ে
জেনারেল অভিমান রাণা রাজাধিরাজকেও তথায় ডাকিয়া
আনিলেন।

রাণা তখন রাজাকে তথায় ডাকিয়া আনিলেন।
ক্রোধাক্তা মহারানী তখন কাজী বীরকিশোর পাণ্ডেকে
গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিলে—অভিমান রাণা তাহা করি-
লেন। বীরকিশোর নিজেকে বারবার নিদোষী বলায়
ক্রোধোন্মত্তা রানী হুকুম দিলেন “উহার মাথা কাটিয়া
ফেলা” অভিমান রাণা রাজাকে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন।
রাজাধিরাজ বেশ জানিতেন কে প্রকৃত দোষী! তিনি
বিনা বিচারে মাথা কাটার হুকুম দিলেন না। অভিমান
রাণা রাজার আজ্ঞাই মান্য করিয়া সে স্থল হইতে সরিয়া
গেলেন। রানী তখনই সভা বসিতে আজ্ঞা দিলেন এক

বলিলেন যে চৌতুরিয়া দিগের আসার অপেক্ষা করিতে হইবে না। রাজা বলিলেন যে প্রধান মন্ত্রী ফতেজঙ্গের মুক্তি বিবেচনার সাহায্য লওয়া উচিত; তাড়াতাড়ি কি? এই বলিয়া তিনি জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহনে ফতেজঙ্গের বাটী চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফতেজঙ্গ ও তাহার পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে রাজ-বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজাধিরাজের ঐ তদারকে উপস্থিত থাকার সাহস হয় নাই। তিনি রেসিডেন্টকে নিজ মুখেই গগণ সিংহের হত্যার খবর দিবার ছুতায় সরিয়া রহিলেন। তখন রাত্রি দুই প্রহর পার হইয়া গিয়াছিল। রেসিডেন্টের সহিত দেখা হইল না! চঞ্চল চিত্তে অশ্বিনী বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

ফতেজঙ্গ ‘কোট’ প্রাসাদে পৌঁছিলে জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বলেন যে বীর কিশোর পাণ্ডের এবং মহারানীর আদেশ অগ্রাহকারী জেনারেল অভিমান রাগার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিয়া মহারানীকে একটু ঠাণ্ডা করা হউক। ফতেজঙ্গই প্রধান মন্ত্রী থাকিবেন। তিনি, জঙ্গ বাহাদুর, প্রধান সেনাপতি হইবেন এইরূপই মহারানীর ইচ্ছা।

ফতেজঙ্গ এই ব্যবস্থায় রাজী হইলেন না। বলিলেন বীর কিশোরের রীতিমত বিচার হউক। আর অভিমান রাগা মহারাজাধিরাজের হুকুম মানিয়া রাজকর্মচারীর কর্তব্য পালনই করিয়াছেন, স্মরণ্য নিন্দোঁষী। যদি মহারাজাধিরাজ উপস্থিত থাকিয়া এই উচিত কথার ‘জঙ্গ-

মোদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত বন্ধু মন্ত্রী ফতেজঙ্গের কথাই বলবৎ হইত । তিনি উপস্থিত থাকিয়া যাহা বলিতেন তাহাতে কোন নেপালী দ্বিভক্তি করিতে পারিত না । তিনি পলাইয়া সরিয়া থাকাতেই একটা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গেল ।

ফতেজঙ্গ অভিরাম রাণাকে জঙ্গ বাহাদুরের কথা জানাইলে অভিরাম রাণা তাঁহার তিন রেজিমেন্টের আফিসরদিগকে সাবধান থাকিতে বলিলেন । তাহারা তখনই প্রাসাদের বাহিরেস্থিত ঐ সকল রেজিমেন্টের সৈন্যদিগকে বন্দুকে গুলি ভরিতে বলিল । ঐ সময়ে জঙ্গ বাহাদুর মহারানার কাছে উপর তলায় গিয়াছিলেন । তিনি সৈন্যদিগের বন্দুক গাদা মহারানীকে দেখাইলে তিনি রাজপ্রতিনিধির তরবারি হস্তে লইয়া নীচের তলায় নামিয়া আসিলেন । সেখানে ফতেজঙ্গ, অভিরাম রাণা, দলভঞ্জন পাণ্ডে প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে আমার বিশ্বাসী সেনাপতি গগণ সিংকে হত্যা করিল ? শীঘ্র বল ।” কেহ উত্তর দিল না । ফতেজঙ্গ বলিলেন সম্পূর্ণ তদারক হইবে । কোষমুক্ত খর তরবারি হস্তে ক্রোধাক্ত রানী ব্যাতীত ত্রাঘ বীর কিশোরের উপর তখনই স্বহস্তে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন । তিন জন মন্ত্রী তাঁহাকে এই বিসদৃশ কাণ্ড হইতে হস্ত ধারণ করিয়া নিবারণ করিলেন এবং যথাসাধ্য শাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন । উপর তলায়

কিরিয়া বাইবার জন্ত মহারানী সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে বন্দুকের শব্দ হইল । ফতেজঙ্গ এবং দলভঞ্জন হত হইলেন । অতিরাম আহত হইলেন । ফতেজঙ্গের পুত্র খড়্গবিক্রম জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা বাস বাহাদুরের এবং কৃষ্ণ বাহাদুরের কপালে কুন্দুরির আঘাত করিয়া একজন সিপাহীকে কাটিয়া ফেলেন । পুনরায় বাস বাহাদুরকে আঘাত করিতে উদ্যত এবং বাস বাহাদুর তাঁহার তরবারি বাঁধা থাকায় খুলিবার জন্ত ব্যস্ত এমন সময়ে জঙ্গ বাহাদুর নামিয়া আসিয়া একজন সিপাহীর বন্দুক লইয়া খড়্গ বিক্রমকে নিহত করিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করেন । ইহার পর দাঙ্গা হত্যাকাণ্ড চলিল ; যে যাহাকে পারিল মারকাট করিল । সকলেরই সকলের সম্বন্ধে সন্দেহ ; শত্রু মিত্রের ঠিকানা নাই ! জঙ্গ বাহাদুরের রেজিমেন্টের সৈন্তেরা আসিয়া পৌঁছিল এবং মহারানী উপরতলা হইতে হুকুম দিতে লাগিলেন—“আমার শত্রুদিগকে নির্মূল কর ।” ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটিল । মৃতদেহের স্তূপ হইয়া গেল ।

জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে রাণীর লোকে প্রথম গুলি চালায় তাহার পর মারকাট হইয়া যায় । পূর্বে হইতে কাহার জানা ছিল না কি ঘটবে । ফতেজঙ্গ প্রথমেই মারা যান নাই । ৩১ জন বড় সর্দার বা বড় রাজকর্মচারী এবং ২০ জন মধ্যবিত্ত সর্দার এবং অনেকগুলি সিপাহী ও সাধারণ ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারাইয়াছিল ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

লক্ষ্মীদেবীর নিৰ্দ্ধাৰণ ।

যখন ৰাজবাৰীতে হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল তখনই মহা-
ৰাণী লক্ষ্মী দেবী জঙ্গ বাহাদুৰকে (১০ম) প্রধান মন্ত্ৰীৰ
পদ প্রদান কৰিলেন । জঙ্গ বাহাদুৰ মহাৰাণীকে তাঁহাৰ
আবাসবাৰী হুজুমান ঢোকা প্ৰাসাদে পৌছাইয়া দিয়া
— ৰাজ্যৰ নিকট গিয়া প্রধান মন্ত্ৰীহিসাবে অভিবাৰদন কৰি-
লেন । ৰাজা জুৰু হুইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন “আমাৰ
ৰাজ্যেৰ এত প্রধান ব্যক্তিৰ হত্যা কে ও কেন কৰিল ?”
জঙ্গ বাহাদুৰ উত্তৰ দিলেন “আপনি মহাৰাণীকে সৰ্ব্ব
কৰ্ত্ত্বক দিয়াছেন । তাঁহাৰ হুকুমেই বাহা কিছু হইয়াছে ।”

মহাৰাজা তখনই ৰাণীৰ নিকট অন্তৰ মহলে গেলেন ।
তখন ৰাণী মাটিতে লুপ্তি তাহইয়া কাঁদিত্তে ছিলেন । ৰাজা
ৰাণীতে বচসা হইল । ৰাণী বলিলেন “আমাৰ বড়
ছেলেকে ৰাজ্যাভিষিক্ত কৰ, নচেৎ আৰও বক্তাৰক্তি
হইবে !” মহাৰাজা ৰাপ কৰিয়া অখারোহণে পাটন
নগৰেৰ দিকে চলিয়া গেলেন । পথে টাণ্ডিখেলে ভবানী
সিংহেৰ সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন । ৰাণীৰ শুশুচৰ
ৰাজ্যৰই আৱদালী — এই সম্বাদ অবিলম্বেই ৰাণীকে দিলে
তিনি ৫০ জন সৈন্তকে তৎক্ষণাৎ ভবানীসিংহেৰ মাথা
কাটিয়া আনিবায় হুকুম দিলেন । ৰাজ্যৰ সাক্ষাতেই

ভবানীসিংহকে বধ করা হইল ! রাজা কোনরূপ আপত্তি করিলেন না । জঙ্গ বাহাদুরের এক ভ্রাতা মহারাজার কাছে মিয়া তাঁহাকে 'গোপনে' রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে সম্মত কবেন । মহারাণীর হুকুমে হত সর্দারদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল । তাঁহাদের পরিবারবর্গ একটা একটা পুটুলি মাত্র লইয়া দেশের বাহিরে মাইতে বাধ্য হইলেন !

মহারাণী সন্দীপনীর জঙ্গ বাহাদুরকে দিয়া যুবরাজ হরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া স্বীয় পুত্রের রাজ্যাভিষেক জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর তাহাতে রাজী হন নাই । হত্যাকাণ্ডের পরেই মহারাণীর হুকুমে যুবরাজকে ও তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহাদের আবাস গৃহেই অববদ্ধ রাখা হয় ; কিন্তু মহারাণীর ছরভিসন্ধি ব্যর্থ করার জন্তই জঙ্গ বাহাদুর নিজের দুই ভ্রাতাকে উহাদের পাহারায় নিযুক্ত রাখেন এবং নিজে প্রত্যহ গিয়া উহাদের দেখিয়া আসিতেন । এই সময়ে জঙ্গ বাহাদুর ও মহারাণীই সর্বেসর্বা ছিলেন কিন্তু সকল রাজ কার্য্যই মহারাজা-ধিরাজেন, যুবরাজের এবং মহারাণীর এই তিন নামে পরিচালনা করা হইত ।

তখন মহারাণী দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক শেষে চতুর্থ, ক্ষিপ্ৰকর্মা এবং অসমসংহী জঙ্গ বাহাদুর বিকম কটক হইয়া রহিলেন এবং অত বড় হত্যাকাণ্ডও বিফল হইল, তখন তিনি বীরধ্বজ বাশনিয়াং নামক এক

ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । মহারাজাধিরাজকে যুবরাজকে এবং জঙ্গ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে রাজবাটীর এক ঘরে বাহাতে একত্রে আনাইয়া সকলকেই একোদ্যমে নিহত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবহার ভার মহারানী নিজে লইলেন !

হত গগণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র উজীর সিংহ (নিজার মৃত্যুর পর জেনারেল পদ পাইয়াছিলেন) এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন । বিজলীরাজ নামক এক পণ্ডিতও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন । শেষে ঐ পণ্ডিতের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে মহারানীর জন্ত একটা হত্যাকাণ্ডে বড় বড় সর্দার অনেক গিয়াছেন—আর একটা হত্যাকাণ্ডে বাকী ক্ষমতা-পর লোকগুলি মারা গেলে “দেশের দশা” কি হইবে—মহারানীর পুত্র রাজ্য লাভে তাঁহারই ব্যক্তিগত সুখ । এই চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি ষড়যন্ত্রের কথা জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়া দিলেন । এদিকে ষড়যন্ত্রকারী উজীর সিংহ নিজের রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য গুলিভরা বন্দুকসহ রাজবাড়ীতে ভোরে লইয়া গিয়া (৩১।১০।১৮৪৬) লুকাইয়া রাখিলেন ।

প্রাতঃকালে মহারানী প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বীরধ্বজ বাশনিয়াংকে দিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । তখন জঙ্গ বাহাদুর নিজেই বন্দুকহস্ত আত্মীয় স্বজন লোকজন সহ রাজবাটীর দিকেই যাইতে ছিলেন । বীরধ্বজ একটু ভয় পাইয়া হাতঘোড় করিয়া বলিল “মহারানী

ডাকিয়াছেন ।” জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন “তাহাত সম্ভব নহে । তুমিই ত আমার স্থলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছ । রাজ প্রাসাদে আমার আর কি কাজ থাকিতে পারে ?” বীরধ্বজ ভয়ে কাঁপিতে থাকিলে, জঙ্গ বাহাদুরের ইচ্ছিতে কাপ্তেন রাণা মীর অধিকারী উহাকে গুলি করিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিল ।

জঙ্গ রাজবাটীতে গিয়া মহারাজার ও যুবরাজের পদতলে পাগড়ী রাখিয়া বলিলেন “হয় আমার চাকরীর ইস্তফা লওয়া হউক, না হয় যুবরাজের শত্রুদিগকে নিঃশেষে মারিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হউক !” রাজা ষড়-বস্ত্রে নিজের হত্যার ব্যবস্থা হইয়াছিল শুনিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে আলিঙ্গন করিয়া যুবরাজের এবং রাজ্যের রক্ষার জন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা করিবার পূর্ণ অধিকার দিলেন ।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া তুর্য্য নিনাদে জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যদিগকে অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজবাটী ঘিরিয়া থাকিতে হুকুম দিলেন । তাহার পর সকল চক্রান্তকারীকে ঐ বাড়ীর ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনিয়া হত্যা করা হইল । ১৪।১৫ জন বাশনিয়াৎ বংশীয় লোক এবং ৪।৫ জন সাধারণ সামরিক কর্মচারী নিহত হইল । সময়ে সন্দেহ হওয়ায় উজীর সিং পলায়ন করিতে এবং নেপালের বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন । মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে ভীমসেন খাপার সমস্ত জায়গীর ও

রাণাজী পদবী দান করিলেন । ঐ দিন বৈকালে জঙ্গ বাহাদুর মহারানীকে জানাইলেন যে যুবরাজের প্রতি একান্ত বিরুদ্ধভাব পোষণ জ্ঞাত তাঁহার আর নেপালে স্থান হইবে না । তাঁহাকে দুই পুত্রসহ বেনারসে গিয়া থাকিতে হইবে । মহারানী লক্ষ্মীদেবী নিরুপায় দেখিয়া রাজী হইলেন । কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্ত স্বামীকেও তীর্থ দর্শনের ছুতায় সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন । (২০।১।১৮৪৬) । যুবরাজ রাজ্য প্রতিলুপ্ত হইয়া রহিলেন । জঙ্গ বাহাদুর নিজের ভ্রাতাদিগকে এবং অন্তর্গত আত্মীয়দিগকে গবর্ণরী পদে এবং সামরিক প্রধান প্রধান কর্ষে নিযুক্ত করিলেন ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মহারাজা স্বরেন্দ্রবিক্রম সা ।

বেনারসে বহু সংখ্যক নির্বাসিত নেপালী মহারাজাকে ঘিরিয়া লইল । অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা আবার থাপাদিগের বিরুদ্ধ দলের দিকে গেলেন । নেপালে ফিরিবার অছিলায় সিলৌলি পর্য্যন্ত গিয়া (২৫।৩।১৮৪৭) তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । গুরুপ্রসাদ চৌহুরিয়া রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হতা করার ব্যবস্থা করি,

লেন। জঙ্গ বাহাদুর এবং যুবরাজ মহারাজকে সিংগোলি হইতে কাঠমাণ্ডু যাইবার জন্ত পত্র লিখিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিপক্ষেই যুবরাজের একান্ত বিরোধী মহারাণীর নেপালে ফেরা হইতেই পারে না একথাও বলিলেন। রাজা নির্বাসিত নেপালীদের কুচক্ষে এবং রাণীর কুহকে পড়িয়া দুখানা পরোয়ানায় সহি মোহর করিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার “অষ্ট সহস্র সৈন্ত” এবং “৪৬ লক্ষ প্রজাকে” হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে প্রধান মন্ত্রীকে এবং তাহার সম্পর্কিত সকলকে হত্যা করে! গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া এবং কাজী জগৎরাম পাণ্ডে ঐ দুই পরোয়ানা সহিত ধরা পড়িলে অসমসাহসী জঙ্গ বাহাদুর সৈন্তগণকে প্যারেডে একত্র করিয়া পরোয়ানা পড়িয়া শুনাইলেন এবং “স্বামিই সেই মন্ত্রী, তোমাদের যাহা কর্তব্য, তাহা কর” বলিয়া অগ্রসর হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্তেরা বলিল “ঐ হুকুম বাতিল—যেহেতু মহারাজা সমস্ত রাজশক্তি যুবরাজকে দিয়া নেপালের বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানে রাজপ্রতিভুর হুকুমই মাননীয়।” উহারা রাজ্যের মঙ্গল জন্ত যুবরাজকেই মহারাজা বলিয়া ঘোষণা করা উচিত এইরূপ মত প্রকাশ করিলে (১২৫১১৮৪৭) যুবরাজকেই রাজসিংহাসনে বিধিমত অস্থানসহ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ঐ উপলক্ষ্যে ঘোষণা করা হইল যে মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম সাহ বিদেশে বাস করায় এবং মতি স্থির না থাকায়, উন্মাদ লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার উপর আর

রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করান উচিত নহে । এই জ্ঞানই তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই ধরিয়া লওয়া সম্ভব । এক্ষণ বিশেষ অবস্থায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতীভ মহারাজা শ্রীসুরেন্দ্র বিক্রম সাহকে রাজ্যাভিষিক্ত করা হইল । এই ঘোষণাপত্রে সৈন্যাদায়ক-গণ এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল লোকই সহি করিলেন । এতদ্ভিন্ন সামরিক ওরখী রাজ্যে সৈন্য ও সর্দারগণ, প্রধান প্রকৃতিবর্গ এক প্রকার বেসরকারী পার্লামেন্টের ৩৭০ জন সর্দার কাজি এবং গৈনিক পুরুষের দস্তখতে এক-পত্র মহারাজার নিকট সিঁদৌলিতে প্রেরিত হইল । উহাতে লিখিত ছিল—“আপনি কালাপাণ্ডুর সহিত মিলিয়া মহাত্মা ভীমসেন থাপার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন ; তাহার গর থাপাদের সহিত মিলিয়া পাণ্ডুদিগকে বধ করিয়াছেন ; আবার রাণীর সহিত মিলিয়া অকারণে মাতব্বর সিংহকে হত্যা করাইয়াছেন ; আপনার রাজবংশের ১৪ পুরুষের মধ্যে যে কার্য্য কখন হয় নাই—সেইরূপ কার্য্য করিয়া—মহারানীকে সর্ব্ব কর্ত্তী দিয়া, কোট প্রাসাদের হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছেন ; এখন আবার অকারণে প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্য ও প্রজাবর্গকে উত্তেজনা করিতেছেন । “মহারাজ রাজা...কে নেপালে ফিরিতে নিষেধ করা হয় নাই—কিন্তু তিনি আর কোনরূপই ক্ষমতা পাইবেন না, একথা সুস্পষ্ট বলা হয় । যদি ৬ কালীতে বা অন্ততঃ কোথাও থাকেন যথেষ্ট মাসোহারা দেওয়া হইবে ইহাও উল্লেখ ছিল ।

এই ঘটনায় রাজ্যে কোনরূপ উচ্চবাচ্য হইল না ।
রোজ রোজ হত্যাকাণ্ডে লোকে উত্যাগ্ত বোধ করিতে-
ছিল । এমন কিছুদিন রাজকাৰ্য্য নিৰ্ব্বিঘ্নে চলিবার আশা
হইল ।

অধিকাংশ সর্দারেরা ইহার পর মহারাজাকে ছাড়িয়া
নেপালে ফিরিয়া গেলেন । কতক লোক রঘুনাথ পাণ্ডের
সহিত বেতিয়াতে জমা হইলেন এবং রাজার মঞ্জুরী সহিত
ঘড়মন্ত্র চালাইতে লাগিলেন ।

এই সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া কতকগুলি লোক
এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তরাই মধ্যে আল্প নামক স্থানে
ছাউনি করিলেন । বেনারস হইতে রাণীর চিঠি পাইয়া
মহারাজা ও সিগৌলি হইতে গিয়া উহাদের সহিত মিলিত
হইলেন । তথায় দেড় হাজার সশস্ত্র লোক জমা হইয়া-
ছিল । মহারাজার বিশ্বাস হইয়াছিল যে সৈন্তেরা তাঁহার
দিকে আসিবে এবং তাঁহাকে জয়োৎসব করিয়া কাঠমাণ্ডু
লইয়া যাইবে ।

কাপ্তেন সনকসিং কাঠমাণ্ডু হইতে বিদ্রোহদমন জন্ত
৪০০ সৈন্ত লইয়া আসিতেছিলেন । রঘুনাথ পণ্ডিত মহা-
রাজার সাহায্যে লোকজন লইয়া আসিতেছিলেন । এই
সম্বাদ পাইয়া তিনি বেনারসে পলাইলেন । সনকসিং
(২৮।৭ ১৮৪৭) রাত্রি তিনটার সময় বিদ্রোহীদের ছাউ-
নিতে পৌছিয়াই উহাদের আক্রমণ করিলেন । ১৫ মিনি-
টের মধ্যে অশিক্ষিত ও অনিয়ন্ত্রিত ঐ রেজিমেন্টের হস্তে

বিশ্বম্ভল বিজোহীদিগের ৫০৬০ জন লোক মারা পড়াতে বিজোহী নেতারা সকলে পলাইল। মহারাজা গ্রামের কাছারি বাড়ীতে শুইয়া ছিলেন। গোলমাল শুনিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিলেন। সনকসিংহের হস্তে বন্দী হইলেন। এই সংঘর্ষে ২৫০ বিজোহী কাটা পড়ে। নেপালী সৈন্য ২১ জন মাত্র আহত হয়। মহারাজাকে কাঠমাণ্ডুতে পক্ষী করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। তথায় সম্মানসূচক তোপ ছোঁড়া হইল। তাহার পর ভাটপাণ্ড-য়ের প্রাসাদে ভূতপূর্ব মহারাজা রাজেন্দ্র বিজয়মসাহ সম্বন্ধে কিস্ত নজরবন্দীভাবে রক্ষিত হইলেন। নির্কাসিত নেপালীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে প্রজারা তাঁহার একান্ত ভাল বাসেও দলে দলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে দেখিয়া একটা জয়ধ্বনিও করে নাই। কিছুদিন পরে মহারাজা রক্ষী সৈন্যদিগকে ভান্ধাইবার চেষ্টা করায় তাঁহাকে কাঠমাণ্ডুর প্রাসাদেই আনিয়া রাখা হয়। কয়েকজন একান্ত আত্মীয় এবং বিশ্বাসী আক্ষিসর এইবার জঙ্গ বাহাদুর দ্বারা মহারাজার সেবক স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। তাহাদের কেহ না কেহ পরিচর্য্যার ছুতায় তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টাই চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। মহারাজাকে অবাধে তাঁহার পুত্রদিগের এবং অপরের সহিতও রাজবাটী মধ্যে কথাবার্তা কহিতে দেওয়া হইত। কিন্তু ঐ “সেবক” একজন বিনীতভাবে পৃষ্ঠদণ বা সম্মখে দাঁড়াইয়া থাকিত। এইরূপে সম্মান রক্ষা করিয়া মহারাজা রাজেন্দ্র বিজয়ম সাহের বড়ঘম্মপ্রিয়তার উপশান্তি করা হয়।

১৮৪৭ অব্দে মহারাজা সুরেন্দ্র বিক্রম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুব রাজ ত্রৈলোক্যবিক্রম সা ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সময়ে গুরুপ্রসাদ চৌতুরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন এবং দুইজন লোককে বন্দুক দিয়া পাঠাইয়া দেন। একদিন পাঠন হইতে ভোর পাঁচ টার সময় হস্তী-পৃষ্ঠ আসার সময় জঙ্গ বাহাদুর লক্ষ্য করিলেন যে দুইজন লোক ভুট্টা ক্ষেত্রে লুকাইত হইল। দূরে থাকিয়াই তিনি ঐ দুই জনকে ধরিবার আজ্ঞা দিলেন। লোক দুইটা বন্দুক সহ ধৃত হইয়া আসিলে বলিল পায়েরা শীকারে বাহির হইয়াছিল। বন্দুক পরীক্ষায় দেখা গেল, ছিটাগুলি ভরা নয়। বড় গুলি ভরা। শেষে লোক দুইটা দোষ স্বীকার করে। নেপালের রাজ মন্ত্রীও ক্রীকপ ভয়ের পদ এবং রাজমন্ত্রীকে যে ক্রীকপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শত শত ঘটনায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় (১৮৪৮) জঙ্গ বাহাদুর ৮ রেজিমেন্ট গুরখা সৈন্য সহ স্বয়ং গিয়া ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে চাহেন। গবর্ণর জেনারেল শিষ্টাচারের সহিত ধন্যবাদাদি দিয়া বলেন যে সাহায্য প্রয়োজন নাই। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া ৪১টা তোপ এবং প্রায় ৮ হাজার সৈন্যসহ তেরা-ইয়ের জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। অতঃপর সৈন্য এবং তোপ ইংরাজ সীমানার নিকট আসায় হিন্দুস্থানে একটু চাঞ্চল্য হয়। লোকে মনে করে শিখদিগের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ



মহারাজা জঙ্গবাহাদুর

গবর্ণমেন্ট নূতন সৈন্য পাঠাইতে না পারেন—কতক সৈন্য এদিকে গুর্খাদিগের জন্য আটকাইয়া থাকে এই জন্য এই শিকারের অছিল। কিন্তু রেসিডেন্ট খোরসবি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তিনিয়ানওয়ালার ও রাম-নগরের যুদ্ধে শিখ হস্তে ব্রিটিশ সৈন্যের বিশেষ ক্ষতি ঐ সময়ে হইয়াছিল বটে কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই শিকারের জন্য তরাইয়ে গিয়াছিলেন। তবে রাজধানীতে তোপ ও সৈন্যদিগকে রাখিয়া যাইতে তখনও সাহস হয় নাই। নিজেব পক্ষের উপর উহাদের রাখেন। পাছে উহাঁর অনুপস্থিতে কোন রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা হয়!

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আপত্তি করিয়া পাঠাইলে এবং সৈন্য-দিগের মধ্যে তরাইয়ের জর ধরিলে ছাউনি তুলিয়া লইয়া সকলে কাঠমাণ্ডুতে ফেরেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জঙ্গবাহাদুর (ইংলণ্ড যাত্রা)।

লাহোরের রাণী চান্দা কুমরকে চুনার গড়ে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার একজন চাকরাণীর সহিত বেশ পরিবর্তন করিয়া কেলা হইতে অক্রেশে বাহির হইয়া পড়েন। ৪৫ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়নের সম্বাদ ইংরাজ কর্মচারীরা জানিতেই পারেন নাই। তিনি পাটনা

পর্যন্ত একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আইসেন। তাহার পর বৈরাগিনীর বেশে কতক পদব্রজে, কতক ভাড়াটে টাটু ষোড়ায় চড়িয়া, কতক ভাড়াটে ডুলিতে নেপাল সীমানা পর্যন্ত পৌছেন। জিজ্ঞাসায় বলিতেন যে তাঁহার বৈরাগী নেপালে তীর্থ ভ্রমণে গিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার কাছে যাইতেছেন! সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দুজন পঞ্জাবী চাকর মাত্র ছিল। নেপালের ভিতর ঢুকিয়া নির্ভয় হইলে রাণী নেপাল দরবারে পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি কে। দরবারের একটু অসুবিধা বোধ হইল, কিন্তু তেজস্বী নেপালী ছত্রি আতিথ্য ধর্মের ব্যাঘাতক কিছু করিতে পারিলেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রয় প্রার্থিনী রাণীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তে সমর্পণ করা অসম্ভব হইল। দরবার যাহা ব্যবস্থা করিলেন তাই ঐ ক্ষেত্রে উচিত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও তাহা বুঝিলেন। জঙ্গ বাহাদুরের নিজের বাগানের একটা বাটিতে রাণীকে থাকিতে দেওয়া হইল। ৪ জন পঞ্জাবী চাকর ও ২ জন পঞ্জাবী চাকরাণী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। দুই জন বিশ্বাসী গুর্খা স্ত্রীলোক রাণীর নিকট সর্বদা থাকিয়া এবং কোন ষড়যন্ত্রের চিঠি পত্র নেপালের আশ্রমে থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চলাচল না হয় তাহা দেখিবার ভার পাইল। নেপাল দরবার রাণীকে মাসিক ৮০০ টাকা মাসোহরা বরাদ্দ করিলেন। তন্নিম্ন চাউল ভাল প্রভৃতির সিধা।

জেনারেল জঙ্গ বাহাদুর কুমার রাণাজি (১৫।১।১৮৫০) কাঠমাণ্ডু হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার ভ্রাতা বংশ বাহাদুর প্রতিনিধি প্রধান মন্ত্রী রহিলেন। উহার সহিত কর্ণেল জগৎ সমেশের প্রমুখ ৯ জন গুরু। আফিসর, একজন জ্যোতিষী বা কবি, একজন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিত্রশিল্পী, একজন সুবাদার ও ৪ জন সুপকার গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গেলে জাতিচূত হইবার কথার উল্লেখে জঙ্গ বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে চীনে দৌত্য-জন্ত যাইতে হইলে ফিরিবার সময় গুরুা কর্মচারীরা বেনারসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসিয়া থাকেন—সেই একই ব্যবস্থা সকল দেশের জন্ত।

মহারাজা রাজেন্দ্র বিক্রম যখন ছোটরাণী লক্ষ্মীদেবীর সহিত বেনারসে গিয়াছিলেন তখন রাজকোষের ১২ লক্ষ টাকা লইয়া যান। মহারাজা নেপালে নজরবন্দী হওয়ার পর লক্ষ্মীদেবী দল বাহাদুর নামক একজন নেপালী প্রবাসীর একান্ত বশীভূত হইয়া অনেক টাকা নষ্ট করেন। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ঐ নগদ টাকা এবং অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, ৬ লক্ষ টাকার ৫ টাকা সুদী কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিয়া যাহাতে সুদের টাকায় ভরণ পোষণ চলে এরূপ ব্যবস্থা বেনারসের এজেন্ট দ্বারা করিয়া দেন। জঙ্গ বিলাত হইতে ফিরিবার সময় কাল্পিতে থাকাকালে ঐ টাকা তিন ভাগ করিয়া রাণীর ও দুই রাজকুমারের মধ্যে সমানভাগে বন্টন ব্যবস্থা দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি

করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকুমারদ্বিগকে নেপাল যাইতে অনুমোদন করেন। তাঁহারা যাইতে অস্বীকার করেন। দাম্প্রদেবীর ৮৩ বৎসরে তাঁহার বেনারসের নিকটবর্তী মামুদনগরে মৃত্যু হয়। ঐ স্থানের বাটীতে গগনসিং প্রতৃতি অনেক নেপালী সর্দারের তৈলচিত্র স্মরণিত আছে।

২৪।৫।১৮৫০ তারিখে মহারাণীর জন্মদিন বলিয়া নেপাল দরবার ২১ তোপ আওয়াজের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া করেন। এই সম্মান তদবধি জঙ্গ বাহাদুরের জীবিত কালে বরাবর করা হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। ১৮৫২ অক্টোবর নবেম্বর মাসে ডিউক অফ ওয়েলিংটনের মৃত্যু সম্বাদ আসিলে ৮৩ তোপধ্বনি করিয়া শোক প্রকাশ করা হয়। তিনি ইংলণ্ডে জঙ্গ বাহাদুরকে সমাদর করিয়াছিলেন। অক্টোবর ১৮৫০ নেপালের বড় মহারাণীর মৃত্যু হয়।

জঙ্গ বাহাদুর (৬২।১৮৫১) ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া কাঠমাণ্ডু পৌঁছিলেন। মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার পিতা (ভূতপূর্ব মহারাজা) রাঘমতী তীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েকদিন পরে প্রকাশ্য দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রেরিত পত্র জঙ্গ মহারাজার হস্তে দিলেন। তখন সম্মানসূচক ২১ তোপ ছোঁড়া হয়।

(১৬:২।১৮৫১) জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যার জন্য বড়যন্ত্র ধরা পড়িল । বাম্ বাহাদুর রাজি ছই প্রহরের সময় ভাতা জঙ্গ বাহাদুরের আবাসে গিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলেন যে পরদিন যখন তিনি রাস্তা দিয়া দরবারে যাইবেন তখন তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে ঠিক হইয়াছে । তাহার পর তিনি ঐ বড়যন্ত্রের সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন । মহারাজাধিরাজের কনিষ্ঠ ভাতা মুহিলা সাহেব এবং জঙ্গের নিজের ভাতা জেনারেল বজ্রি নরসিংহ কুমার রাণাজি, এবং পিতৃব্যপুত্র জেনারেল জয় বাহাদুর সিং যোগ দিয়া ছিলেন । ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত ইংলণ্ডে আহাঙ্গাদি দ্বারা জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে হিন্দু নেপালের প্রধান মন্ত্রী রাখা উচিত নহে বড়যন্ত্রকারীরা এই মত প্রকাশ করে এবং বাম্ বাহাদুরকেই প্রধান মন্ত্রীত্ব দিবে বলিয়াছিল ।

জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে চক্রান্তকারীদিগকে ধরিতে ১০০ জন করিয়া সৈন্ত পাঠাইলেন । চক্রান্তকারীরা দুই ঘণ্টা মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোট প্রাসাদে আনীত হইল । প্রথমে প্রাণদণ্ড পরে, চক্ষুঃপাটন ব্যবস্থা হয় । কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের চেষ্টাতে (তিনি সকল বিষয়েই মাতার খাতির রাখিতেন) বড়যন্ত্রকারী দুই জেনারেলের এবং রাজকুমারের এলাহাবাদ দুর্গে বদ্ধ রাখার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হয় । তদনুসারে উহার (২৪।৬।১৮৫১) নেপাল হইতে নির্কাসিত হইলেন । নেপাল দরবারে উহাদের খোরাকী জন্য প্রত্যেককে প্রত্যাহ ১২

হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল । ঐ সময়ে তরাইয়ে জাঙ্গাল জরের প্রকোপ থাকায় জঙ্গ বাহাদুর হাতীর ডাক লাগাইয়া একদিনেই ঐ ভাগ পার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন । জেনারেল বজ্র নরসিং দেওয়ানী আদালতের পরিদর্শক ছিলেন এবং যথেষ্ট ঘৃণা লইতেন । জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ দোষ ধরিয়া ফেলায় তিনি একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ছিলেন । ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কারবার ক্ষত্রিকে জঙ্গ বাহাদুরের কুংসা করা অপরাধে চামার হস্তে লাক্ষিত ও জাতিচ্যুত করান হয় এবং উহার জিহ্বাও কাটিয়া দেওয়া হয় !!

১৮৫৩ অব্দে জঙ্গ বাহাদুর ৬ কেদারনাথ ও ৮ বজ্রনাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । ফিরিবার সময় (২৭শ মে) আলীগঞ্জ (সিংগৌলির ১৮ মাইল দক্ষিণ) হইতে কাঠমাণ্ডু (১০৩ মাইল) একবারও মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া অঝারোহণে আসিয়াছিলেন । ঐ সময়ে কয়েক মাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়ায় প্রজারা চিন্তিত হইতেছিল । কিন্তু যেদিন জঙ্গ বাহাদুর কাঠমাণ্ডুতে ফিরিলেন সেই দিনই প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সকলেই তাঁহার “স্বদেশ হিতকর শুভ গ্রহের” প্রশংসা করেন ।

সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদ দুর্গে বন্দী জেনারেল জঙ্গ বাহাদুরের ওলাউঠায় মৃত্যু সম্বাদ আসিলে জঙ্গ বাহাদুরের মাতা তাঁহার বন্দা পুত্রের জন্য ভীত হইলেন এবং বিদেশে ঐ ভাবে উহার মৃত্যু হইতে না দেওয়ার জন্য জঙ্গ

বাহাদুরকে অমুরোধ করেন। জঙ্গ বাহাদুর অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ও মহারাজাধিরাজের ভ্রাতাকেও নেপালে পুনরানয়ন করেন। স্বল্পকাল উইদগকে উইদের নিজের নিজের বাটতেই বন্দী রাখা হয়, তাঁহার পর জঙ্গ বাহাদুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে (তখন ১৪ বৎসরের বালক মাত্র) পাল্পার গবর্ণর এবং তাঁহার অমৃতপ্ত পিতার “রক্ষক” নিযুক্ত করিয়া উভয়কেই পালপায় পাঠাইয়া দেন। মুহিলা সাহেবকেও মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৫৪ অব্দের মে মাসে জঙ্গ বাহাদুরের একটি মর্মর প্রস্তর নির্মিত মূর্তি কাওয়াজেব ময়দানে ধুমধামের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩৫।১৮৫৪) জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র (তখন ৮ বৎসর মাত্র বয়স) মহারাজাধিরাজের প্রধানা মহিষীর প্রথম কন্যা (৬ বৎসর মাত্র বয়স) সহিত মহা সগারোহে বিবাহিত হইলেন। নেপালের মহারাজাধিরাজের প্রথম কন্যার বিবাহে রাজ্যে মাথট ঠঠার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা জমা হইয়াছিল। ইহার কয়েকদিন পরে জঙ্গ বাহাদুর নিজে ফতে-জঙ্গ চৌতুরিয়ার (২৩ বৎসর বয়স) ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৪৭ অব্দের কোট হত্যাকাণ্ডে ফতেজঙ্গ হত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ প্রভাদন বেতিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন। এইরূপে মহারাজাধিরাজের বংশের সহিত জঙ্গ বাহাদুর আরও একটা সংযোগ করিলেন।

এবং ফতেজঙ্গের বংশীয়দিগের সহিত শত্রুতাও মিটাইলেন। ফতেজঙ্গের ভ্রাতৃপুত্রদিগকে বাজেয়াপ্তি জায়গীর প্রত্যর্পিত হয় এবং তাহাদের একজনকে কর্ণেল পদও দেওয়া হয়।

উনবিংশ অধ্যায় ।

জঙ্গ বাহাদুর। (তিব্বত যুদ্ধ)

পাঁচ বৎসর অন্তর নেপালের একজন দূত পিকিনে প্রেরিত হইত। ঐ দূত চীন সম্রাটের প্রাপ্য রাজকর স্বরূপ কিছু উপঢৌকন দিয়া আসিত। যাতায়াতে প্রায় দেড় বৎসর লাগিত। এবারে (মে ১৮১৪) দূত হুই বৎসর বিলম্বে পিকিন হইতে ফিরিয়া আসিলে নেপালীদিগের উপর তিব্বতীয়দিগের নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা জানা গেল। প্রকাশ্য দরবারে চীন সম্রাটের পত্র মহারাজাধিরাজ গ্রহণ করিলেন। দূতের সঙ্গীরা সকলেই চীন সম্রাট প্রদত্ত কাগ সাটিনের পোষাক পরিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগুরু জাতি ঠিক আছে এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া উহাদের দিলেন। সম্ভবতঃ হিন্দুর স্বাধীন অবস্থায় এইরূপেই সর্বত্র বিদেশাগতদিগকে সমাজ মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে বসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত।

তিব্বতীয়েরা নেপালী ও কাশ্মীরী মহাজনদিগের প্রতি লাসা নগরে বড়ই অত্যাচার করিত। এক্ষণে দূতের প্রতিও অসম্মান করা প্রকাশ হইলে পুনঃ পুনঃ পত্রলেখা হইল। তিব্বতীয় কর্তৃপক্ষীয়েরা বা চীনেয় আমবান বা এজেন্ট ঐ সকল পত্রের উত্তর পর্যাস্ত না দেওয়ায় নেপালীরা যুদ্ধেচ্ছা করিতে লাগিল। ১৭২৯ অব্দে চীনেয়েরা কেরং এবং ফুটি গিরিবর্ষের দক্ষিণস্থিত কতকটা তিব্বতের জমি পুনরধিকার করিয়া লয় এবং পরে তাহা লাশার মঠের জায়গীর স্বরূপ তিব্বতকে দান করে। ঐ সময়ে তথাকার ভুটিয়া প্রজারাও নেপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ঐ জমির পুনরধিকার এবং চীনের রাজকর বন্ধ করা নেপালী ছত্রি মাত্তেরই এক্ষণে কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। ঐ সময়ে চীনেও অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল; স্তরাসং সময়ও উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। অনেক বন্দুক ও কিছু তোপ নূতন প্রাপ্ত করা হইল এবং নূতন কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্ত সংগৃহীত ও শিক্ষিত হইল। ১৪ হাজার পদাতিক ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্ত এবং ১০টা তোপ তিব্বতযুদ্ধের জন্য প্রাপ্ত করা হয়। ১২ হাজার সৈন্ত দেশ রক্ষার জন্য পূর্ববৎ রহিল। জঙ্গ বাহাদুর তাঁবু ও ভেড়ার চামড়ার কোট সৈন্যদিগের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

এই সময়ে মহারাজাধিরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহেব কন্যার সহিত জঙ্গ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্রের

বিবাহ হয় (২৪।২।১৮৫৪)। এ বিবাহে ধুমধাম কম করা হয় ; কিন্তু ঐ সময়ে একজন তিব্বতীয় লামা দূত স্বরূপে কাঠমাণ্ডুতে উপস্থিত থাকায় সমগ্র নেপালী সৈন্য দলের (২৮০০০) প্যারেড করিয়া নেপালের সামরিক শক্তির একটু নিদর্শন দেখান হইয়াছিল। ঐ লামা বলেন যে তিব্বতীয় ডাকাইতে অত্যাচার করিয়াছে ; তিব্বতীয় কর্মচারীরা কোন অত্যাচার করেন নাই এবং নেপালীদের ক্ষতি ৫ লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবে। সে টাকা তিব্বতীয় গবর্ণ-মেন্ট দিবেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে নেপালী প্রজার ক্ষতির এবং ঐ দরবারের যুদ্ধ ব্যবস্থার ব্যয় মোট ক্ষতি-পূরণ ত্রোর টাকা দিতে হইবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধি করিতে হইবে। উভয় রাজ্যের মধ্যে মিটমাট হইল না।

১৮৫৫ অব্দের ৬ই মার্চ নেপালী সৈন্য গিরিবন্ধ্যা গুলি অধিকার করিতে আদিষ্ট হইল; জেনারেল বামু বাহাদুর এবং জেনারেল ধীর সমশের দুই দলের অধিনায়ক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরিত হইলেন। ৩রা এপ্রিল চুসান নামক স্থানে ৫ হাজার তিব্বতীদের সহিত একটা খণ্ড যুদ্ধের পর ধীর সমশের এক সহস্র সৈন্যসহ কুটি গিরিবন্ধ্যা অধিকার করিলেন। বামু বাহাদুর বিনা বাধায় কেরাং অধিকার করেন।

৩০ হাজার তলপ্টিয়ার লক্ষর সৈন্যদলের সহিত ছিল।

উহাদের অনেকের নিজের নিজের বন্দুক ছিল। নেপালী সৈন্য হতাহত বা পীড়িত হইলে উহাদের মৃত্যু হইত

লোক বাছিয়া লইয়া যুদ্ধকালে-রেজিমেন্টের সৈন্য সংখ্যা পূর্ণ করা হইতেছিল ।

বাম বাহাদুর সম্বাদ পাইলেন যে উত্তরে দুই দিনের পথে তিব্বতীয়েরা একটা বৃহৎ সৈন্য দল জমা করিতেছে। জেনারেল জগৎ সমশের ও কর্ণেল বক্স জঙ্গ ৮ রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কিছু তোপ লইয়া বাম বাহাদুরের সাহায্যে পৌঁছিলে নেপালীরা অগ্রসর হয় ।

গুণ্টাগড়ি দুর্গের নিকট ৬৫০০ তিব্বতীয় সৈন্য দেখা গেল । নেপালী এবং তিব্বতীয় সমস্ত দিন ঐ স্থলে ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং উহাদের ২৭২ জন হতাহত হয় । কিন্তু কোন পক্ষেই জয় হইল না । তিব্বতীয়দিগের ক্ষতি কিছু কম হইয়াছিল । যাদুবিদ্যার খ্যাতি থাকায় ঐ দিনের তুষার পাতের কারণ শত্রুর যাদুবিদ্যা এইরূপ বিশ্বাস অনেক নেপালীর হইয়াছিল বটে কিন্তু সে জন্ত উহারা যুদ্ধে নিরস্ত বা ভয়ানক হইয়া যায় নাই । পরদিন নেপালীরা তোপের ব্যবহারে কেল্লাটী দখল করিল ; এবং পশ্চাদধাবমান করিয়া ৬০০ তিব্বতী সৈন্যকে বন্দী করিল ।

ইহার পর শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইয়া জগৎ সমশেরের সৈন্যদল বুদ্ধা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে ৬ হাজার তিব্বতীয় সৈন্য নেপালীদিগের অল্পতর সৈন্যকে আক্রমণ করে । এখানেও ঝড় বৃষ্টি ও তুষারপাতে নেপালীদিগের তিব্বতী যাদুবিদ্যার বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় । কিন্তু

উহার একবারও পিছায় নাই । ১০ দিন যুদ্ধের পর ঝুঁকা দুর্গ দখল হইল । ১৭২১ জন তিব্বতীয় সৈন্য হতাহত এবং ১১ শত ধৃত হয় । নেপালী পক্ষে ৫৩১ জন হতাহত হইয়াছিল । ঝুঁকা দুর্গে নেপালীরা ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের লবণ, ১৮২ সের স্বর্ণ এবং অনেক শীতবস্ত্র পাইয়াছিল । শীত বস্ত্র সৈন্যদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং লবণ ও স্বর্ণ কাঠমাণ্ডুতে প্রেরিত হইল ।

ঝুঁকা জয়ের সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তিনদিন মধ্যেই কাঠমাণ্ডু হইতে সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে যাত্রা করিলেন । এই সময়ের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ ১ লক্ষ নেপালী সৈন্য প্রস্তুত হইয়া রণস্থলে যাত্রা করিতে পারে । বাম বাহাদুর অসুস্থ হইয়া ফেরায় তিনিই অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কাঠমাণ্ডুতে রহিলেন ।

ফুটি গিরিবাইরে ৯ মাইল উত্তরে সোনাগুদা সहर । উহার বিখ্যাত মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত । জেনারেল ধীর সময়ের অগ্রসর হইয়া ঐ স্থল আক্রমণ করেন । এখানেও প্রথমটায় ঝড় বৃষ্টি হয় ! শেষে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায় ।

নেপালী সৈন্য চারিদিক হইতে এরূপ তেজের সহিত আক্রমণ করে যে তিব্বতীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ৮ হাজার থাকিলেও উহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয় । জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম জঙ্গ তাঁহার পিতার জীবনচরিতে

এই যুদ্ধে নেপালী হতাহতের সংখ্যা ৫২৬ বলিয়া টিহন ।
ডাঃ ওল্ডফীল্ড বলেন তিব্বতীয়দিগের সংখ্যা ২৫০০
মাত্র ছিল এবং নেপালীদের ২০ জন মাত্র আহত হইয়া-
ছিল ।

ঝুঙ্গা হইতে ৪ মাইল দূরে তিব্বতীয়েরা সৈন্ত একত্রিত
করিতেছে এই সম্বাদ পাইয়া জঙ্গ বাহাদুর কিছু সৈন্ত
লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন । তিব্বতীয়েরা উঁহাকে অশ্ব-
পৃষ্ঠে পাহাড়ের উপর অতীব দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে
দেখিয়া জঙ্গ বাহাদুরের নাম “উরুনে রাজা” (উড়ুনে
রাজাত ঠিক বাঙ্গালা ।) বা উড্ডীয়মান রাজা নাম দেয় ।
এখনও তিব্বতে জঙ্গ বাহাদুর ঐ নামেই খ্যাত । ঐ স্থলে
যুদ্ধ হয় নাই । তিব্বতীয়েরা পলায়ন করে ।

বর্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় পশ্চিমে ঝুঙ্গা হইতে এবং পূর্বে
গোনাওয়া হইতে দুইটি সৈন্ত দল তিব্বতের মধ্যে টিংরি
ময়দানে গিয়া নিশিবার জায় ঘে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল
তাহা কার্যো পরিণত করা গেল না । নেপালীরা অধিকৃত
স্থান গুলি সুরক্ষিত করিয়া লইল । সেনাপতিরা কাঠ-
মাণ্ডুতে ফিরিলেন ।

এই সময়ে তিব্বতের অধিকারে শিকারজুং নামক
স্থানে সক্রিয় প্রস্তাব করিয়া জঙ্গ বাহাদুর একজন নেপালী
আফিসরকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন । তিব্বতীয়দিগের
সহিত কথাবার্ত্তায় কোনরূপ মিটমাটের পথ দেখা গেল

না। চীনাৰ আশ্বানের (এজেন্টের) ইচ্ছানুসারে একজন চীনাৰ দূত সন্ধির সৰ্ত্ত ঠিক করার জন্য কাঠমাণ্ডুতে আসিল।

জঙ্গ বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিলেন এবং যতটা ভূমি দখল করিয়াছিলেন তাহা রাখিতে চাহিলেন। ঐ সময়ে ডাক্তার ওল্ড ফীল্ডকে জঙ্গবাহাদুর নিজে বলিয়া ছিলেন যে নূতন সৈন্ত, রসদ, নূতন রাস্তা, অস্ত্রাদি সকল খরচ ধরিলে উহার ৫০ লক্ষ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সৈন্তদিগকে ও কুলিদিগকে যে অগ্রিম টাকা ঘরে দিয়া যাওয়ার জন্য এবং আহাৰ্য্য দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মাহিনা হিসাবের সময় সে সমস্ত কাটা গেলে তিনি ১৫ লক্ষ ফিরিয়া পাইবেন। সুতরাং মোট সরকারী খরচ ৩৫ লক্ষ মাত্র।

সন্ধির একরূপ সৰ্ত্ত স্বীকৃত হইল না। চীনাৰ দূতের সহিত কাজি তিল বিক্রম থাপা প্রেরিত হইলেন। চীনাৰ আশ্বান জমি ছাড়িতে অস্বীকৃত হইলেন; এবং নগদ ৪ লক্ষ মাত্র যুদ্ধের খরচ এবং ৫ লক্ষ মহাজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপে সন্ধির সকল কথাবার্তা থামিয়া গেল।

নবেম্বরের প্রথমে সম্বাদ আসিল যে ১৫ হাজার তিব্বতীয় এবং চীনাৰ তাতার সৈন্ত আসিয়া অকস্মাৎ কুটী আক্রমণ করিয়া যে কয়েকশত মাত্র গুৰ্খা সৈন্ত তথায় ছিল তুমুল যুদ্ধে তাহাদের অর্ধেকের অধিককে বিনাশ করিয়া

ঐ গিরি দুর্গ নেপালী ভোগ ও সরঞ্জাম সহ অধিকার করিয়া লইয়াছে। সোনাশুভ্রায় নেপালী সৈন্ত রাখা হয় নাই।

ইহার পরই বুজা হইতে সন্ধ্যা আগিল যে ১৭ হাজার তিব্বতীয় সৈন্ত ঐ দুর্গ অবরোধ করিয়াছে—এবং নেপালী সৈন্ত পুনঃ পুনঃ উহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। বুজারদিগের জেনারেল সনক সিংকে এবং কুটীর পথে জেনারেল ধীর সামশেরকে প্রেরণ করা হইলে উভয়দিকেই তিব্বতীয়েরা তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হয়। জেনারেল ধীর সামশেরের কয়েকদিনের যুদ্ধে ৪৬০ জন সৈন্ত নাশ হয়। তিব্বতীয়দিগের সৈন্তদল ছত্রভঙ্গ ও বিনষ্ট হয়। ১৪০ শতাব্দী আহত সৈন্ত এবং তিব্বতীয়দিগের আহত সৈন্ত খাশা নামক স্থানে প্রেরিত হইলে সকলকে সমানরূপ যত্নে চিকিৎসা করা হয়। যুদ্ধের উত্তেজনা থামিলেই নেপালী-ছত্রি সাহসিক প্রকৃতির ও আর্থ্য বীরত্বের সকল গুণেরই—নয়নার ও প্রীতির ও সমদর্শিতার পূর্ণ চিত্র দেখাইয়া থাকেন।

মেজর রণ সিং এবং কাপ্তেন পালোয়ান কুটীর যুদ্ধে অসম সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করার যুদ্ধ ক্ষেত্রেই জেনারেল ধীর সামশের উহাদের পদোন্নতি করিয়া দেন। একরূপ করা নেপালী যুদ্ধ বিভাগের নিয়মের বিরুদ্ধ; একজ্ঞ জঙ্গ বাহাদুর যুদ্ধজয়ী ও প্রিয়তম স্নাতারও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। যুদ্ধশেষে ঐ

অগ্নিমানা মাক করা এবং তাঁহার প্রদত্ত পদোন্নতি মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কুটির যুদ্ধে কর্ণেল মকরধ্বজ তাঁহার সমুখবর্তী শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া জেনারেল রথত অশ্বের দলকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঝুঙ্গার পথে জেনারেল সনকসিংকে তিব্বতীয়েরা ক্রমাগত বাধা দেয়। উইং ৪০০ সৈন্ত নাশ হয়। তিব্বতীয়দিগের ১৮০০ সৈন্ত মারা যায়। তাহার পর ঝুঙ্গার হতাবশিষ্ট অঙ্কাহারে লীর্ণ এবং শীত প্রদীড়িত, কিন্তু অদম্য বিক্রম, নেপালী সৈন্তদিগের উদ্ধার সাধন হয়।

ঝুঙ্গার যুদ্ধে স্বেদার লাল বীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহিস মনিবের ঘোড়ায় চড়িয়া কুকরিহস্তে তিব্বতীয়দিগের দলে প্রবেশ করিয়া পাঁচজন তিব্বতীয়কে কাটিয়া ফেলে এবং তাহার ঘোড়া আহত হইলে একজন তিব্বতীয় আকিসবের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অস্থচ্যাত করে ; শেষে সেই তিব্বতীয় ঘোড়াতে চড়িয়া আরও দুইজন তিব্বতীয়কে বিনাশ করিয়া নিজেদের দলে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আইসে। যে বিক্রমে শত্রু অভিভূত হইয়া পড়ে, — তাহাদের হাত উঠে না—সহিস সেই অমানুষিক বিক্রম দেখানয় অজবাহার ঐ সহিসকে একেবারে তাহার মনিবের স্বেদারী পদেই প্রদান করিয়াছিলেন।

তিব্বতীয়দিগের এই বিপুল উদ্যম উত্তম ফলেই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেলে উহাদের সর্বনাশ হইয়া গেল। তখন উহারা একটু ভীত হইয়া ১৮৫৬ অশ্বের জাহ্নয়ারি

মাসে উহার সন্ধির জন্ত সরলভাবে প্রার্থনা করে এবং নেপালী ছাত্র অবিলম্বে ঔদ্যোগ্যের সহিত নগদ টাকার দাবী ছাড়িয়া দেয়। ২১শে মার্চ ১৮৫৬ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়।

উহার কয়েকটি সৰ্ত্ত উদ্ধৃত করা গেল ;—

(১) আমরা নেপালী এবং তিব্বতীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ববৎ চীন সম্রাটকে সম্মান করিতে থাকিব এবং শান্তিতে এবং শ্রীতিতে বাস করিব। যে পক্ষ হইতে এই মত ভঙ্গ হইবে শ্রীভগবান যেন তাহাকে নাশ করেন।

(২) তিব্বত গবর্ণমেন্ট নেপাল গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিবেন।

৩। নেপালী প্রজার স্বার্থ রক্ষার সুবিধা জন্ত একজন নেপালী গবর্ণমেন্টের “ভারদইচ” নামক কর্মচারী সর্বদা লাসায় থাকিতে পাইবেন। অপরাপর সৰ্ত্তে পরস্পরের সাহায্য, বাণিজ্যের সুবিধা, সীমান্তবাসী চোরদিগের উভয় রাজ্যেই যথাযথ দণ্ড হওয়া ইত্যাদি কথা ছিল।

ঝুজা এবং কুটী এলাকা নেপালের নৈসর্গিক সীমানার উত্তরে অবস্থিত এবং বরাবরই তিব্বতের অংশ ছিল। এই যুদ্ধে প্রমোদিত হইয়া গেল যে ঐ নৈসর্গিক কারণে উহার হঠাৎ আক্রমণ এবং অবরোধ করা তিব্বতীয়দিগের পক্ষে যে পরিমাণে সহজ নেপালীদিগের উহা বলপূর্বক রক্ষার ব্যবস্থা ততই দুষ্কর। উহা তিব্বতকে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিস্কৃত হইল। কিন্তু ইচ্ছিত রক্ষার জন্ত নেপাল

দরবারকে একটা কর ধার্য্য করিয়া লইতে হয় । এই সন্ধি-
শূত্রে (১লা এপ্রিল ১৮৫৬) অধিকৃত ভূমি হইতে সৈন্ত
সরাইয়া লইলেন । তদবধি নেপালে ও তিব্বতে আর
কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই ।

১লা আগষ্ট ১৮৫৬ জঙ্গ বাহাদুর অকস্মাৎ কার্য্য ত্যাগ
করিলেন । সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল । তাঁহার
সুপারিশে তাঁহার ভ্রাতা বাম্ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত
হইলেন ।

কি জন্ত জঙ্গ পদত্যাগ করিলেন তাহা ঠিক বলা যায়
না । শরীরও একটু অস্থস্থ হইয়াছিল ; ভ্রাতাদের মধ্যে
কোনরূপ বিরাগ উৎপন্ন না হয় ; পর:পর ঐ কার্য্য পাওয়ার
আশার উদ্রেকে উহারা অস্থগত থাকে ; তাঁহাকে কত
প্রয়োজন রাজা প্রজা সকলেই উপলব্ধি করিয়া উহার
বিশেষ সমাদর করেন—এইরূপ নানা প্রকার বিচার
করিয়া জঙ্গ বাহাদুর এই এই কার্য্য করিয়া থাকিবেন ।

ফলে নেপালের নানা স্থানে সাধারণে সভায় একত্রিত
হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের নিকট মান্যগণ্য লোকদিগকে প্রেরণ
ব্যবস্থা করিল । রাজকার্য্য সম্বন্ধে নেপালীরা ইহার পূর্বে
কখনও এরূপ সভা স্থাপন, আন্দোলন বা প্রতিনিধি
প্রেরণ কখন করে নাই । রাজগুরু বিজয়রাজ প্রমুখ
প্রাকৃতিবর্গ খাপাখালি নামক জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদে
উপস্থিত হইয়া উহাকে রাজ মুকুট ধারণ করিতে অহুরোধ
করেন ! জঙ্গ বাহাদুর উত্তর দেন যে তিনি উহা করিবেন

না তবে শরীর সুস্থ হইলেই রাজ কার্যের পরিদর্শনাদি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি ওরূপ কথা বাহারি বলিয়া-ছিল তাহাদের দণ্ড দেন নাই।

কার্যতঃ বামু বাহাদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুতর কার্যই করেন নাই।

নেপালী সাধারণের অনুরোধে মহারাজাধিরাজ জঙ্গ বাহাদুরকে কাশ্মির এবং লামজাং প্রদেশদ্বয়ের মহারাজার পদ দান করিলেন। উহা পুরুষানুক্রমে ভোগ্য হইল। সমগ্র নেপাল সম্বন্ধেও তাঁহাকে আইন রদ বদলের শক্তি দেওয়া হইল। জঙ্গ বাহাদুর রোমক ডিক্টেটর (সর্বমন্ত্রকর্তা) দিগের আয়, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি মহারাজাধিরাজকে পদচ্যুত করার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইল!! চিরদিনের রাজভক্ত ক্ষত্রিয় নৈপালী ছাত্র পক্ষে এই ব্যবস্থাটা একেবারেই ঠিক হয় নাই। কে বলিবে কিগের জন্য জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা নেপালের মন্ত্রীত্ব লাভ করিতে পারিল না এবং ভারতের সমস্ত ভাগে বিভাজিত হইয়া জন্মভূমির বাহিরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল!

১৮৫৭ অব্দে ২৫শে মে বামু বাহাদুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পূর্বের সকল নেপালী প্রধান মন্ত্রীই অপবাতে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীও কেহ সহমৃত্যু হন নাই। জঙ্গ বাহাদুরের ব্যবস্থায় তখন সতীদাহ বে-আইনি হইয়া গিয়াছিল।

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট “ডিকট্টর” জঙ্গ বাহাদুরের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন না ; প্রধান মন্ত্রীর সহিতই করিতেন—এজন্য জঙ্গ বাহাদুর পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রীর পদই গ্রহণ করিলেন ।

এই সময়ে কালীপ্রসাদ নামক “গরজ” জাতীয়ে পূর্ণ রেজিমেন্টের এক জমাদার জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা চেষ্টা করে । প্যারেডে উহার নিজের রেজিমেন্টের লোকেই উহাকে কাটিয়া ফেলে ।

বিংশ অধ্যায় ।

জঙ্গ বাহাদুর (ভারতে মিউটিনি) ।

সিপাহী মিউটিনি সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুর ডাক্তার ওলড-কীলডকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—(১) নাগপুর এবং অযোধ্যা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই ; পঞ্জাব সিন্ধু দেশ এবং বর্ম্মা ইংরাজেরা গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধান নাই ; ঐ সকল প্রদেশের অধিকার করা দেশীয়দিগের চক্ষে অগ্রাঘ্য বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয় নাই ; অযোধ্যা নাগপুরের অধিকার করায় সকলেই সাধারণভাবে দোষ দিয়া থাকেন এবং ভারতে অবিখ্যাসের এবং অসন্তোষের উদয় হয় ; দেশীয়দিগের পদোন্নতির সুবিধা ঐ ছই সমৃদ্ধিশালী দেশীয় রাজ্য থাকায় কোথাও সন্দেহের তীব্র অসন্তোষ

জাগরিত হইতে পার নাই ; কোম্পানি বাহাদুর সিপাহী-দিগকে বেতন ও পেন্সন উত্তম দিতেন কিন্তু সুবেদারের উপরের পদে উঠা দেশীয়ের প্রক্ষে অসম্ভব ছিল সুতরাং সক্ষম দিগের অসন্তোষের কারণ ছিল ।

সিপাহী মিউটিনি আরম্ভ হইতেই জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে (মে ১৮৫৭) সমগ্র গুর্খা সৈন্য দল দিয়া সাহায্য করিতে চাহেন ।

ইংরাজ রেসিডেন্ট কর্ণেল রামজে জঙ্গ বাহাদুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে ঐ সম্বাদ পাঠাইয়া দেন । জঙ্গ বাহাদুর ৬ হাজার গুর্খা সৈন্ত লক্ষ্মৌয়ের দিকে প্রেরণ ব্যবস্থা করেন । লর্ড ক্যানিং বলিয়া পাঠাইলেন “গুর্খা সৈন্ত ভারতের সমতল ভাগে আসিয়াছে এই সম্বাদ প্রচার হইলে, উহার বিজ্রোহীদিগের সাহায্যে আসিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অশান্ত রাজারা সাহায্য পাইবে এবং বিজ্রোহে হস্ত যোগ দিবে । সুতরাং ঐ সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই ।” এই সম্বাদে ক্ষিপ্ত-কর্ষা জঙ্গ বাহাদুর ঠিক করিলেন যে লর্ড ক্যানিং বড়ই ভীক । অত ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্যে দেরী করা অসম্ভব । শীঘ্র মিউটিনিটাই দমন করিয়া ফেলিলে আর কাহার কি ভরসা থাকিতে পারে !

২৬শে জুন (১৮৫৭) গবর্ণর জেনারেল সাহেব নেপালের সাহায্য প্রার্থনা করিলে ছয় রেজিমেন্ট সৈন্য অবিলম্বে লক্ষ্মৌয়ের দিকে প্রেরিত হইল । জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃতই

ইংরাজদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সৈন্তদলের মধ্যে মিউটিনি করিয়া আক্ক্ষিসর হত্যা এবং মনিবের বিরুদ্ধাচরণ তাহার চক্ষে একান্তই ঘৃণাকর বিশ্বাসঘাতকতা। সিপাহীরা জঘী হইলে সমগ্র এসিয়ায় একটা কুপ্রথা পড়িয়া যাইবে এবং ক্ষাত্রধর্মের উচ্ছেদ হইবে—তিনি ইহাই স্পষ্ট দেখিতে গাইলেন।

নেপালী সৈন্ত লক্ষ্মীয়ে প্রেরিত না হইয়া জোনপুর ও আজিমগড়ের রক্ষায় ব্যবহৃত হইল। আজিমগড়ের নিকট একদল বিদ্রোহীকে গুথারা একদিনে ৬০ মাইল দৌড় কুচ (মার্চ) করিয়া গিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা ১০ মিনিটের যুদ্ধেই পলায়নপর হয়।

লক্ষ্মী উদ্ধার করা কঠিন বোধ হইলে গবর্নর জেনারেল বাহাদুর আর একদল নেপালী সৈন্ত প্রার্থনা করিলেন। (১০।১২।১৮৫৭) তাহার একটা পুত্র সন্তান (পদম জঙ্গ) হওয়ার সম্বাদ আসিল। শিশুর জননী স্মৃতিকা গৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। পুত্র মুখ দর্শন করিয়াই জঙ্গ বাহাদুর সসৈন্তে অষোধ্যার দিকে কুচ করিলেন, নয় হাজার গুথার সৈন্ত এবং ২৪টা তোপ উহার সঙ্গে চলিল। লোক লঙ্কর সহ মোট ১১ হাজার। ২২শে ডিসেম্বর নেপালী সৈন্ত গণ্ডক পার হইল। জেনারেল ম্যাকগ্রিগর মিলিটারি কমিশনর পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ সৈন্ত দলের সহিত থাকিলেন। অল্প গোরা সৈন্তও উহাদের সহিত বেতিয়ায় যোগ দিল।

জৌনপুরস্থিত নেপালী সৈন্ত যুবারকপুরে অগ্রসর হইয়া বিজ্রোহী রাজা ইরাদত ঋকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই ফাঁশি দেয়। আজিমগড়ের নেপালী সৈন্ত ১২শে অক্টোবর কুদিয়া নামক স্থলে তুমুল যুদ্ধে বিজ্রোহীদিগকে পরাজিত করে। তাহার পর জৌনপুর হইতে ৩৬ মাইল দূরে চান্দা নামক স্থলে ৩০শে অক্টোবর ১১০০ নেপালী সৈন্ত ৬ হাজার বিজ্রোহীকে পরাজয় করে, কিন্তু উহাদের সেনাপতি মদন মানসিং বাশনিয়াৎ হত হন। ২০০ গোরা সৈন্ত উহাদের সহিত এই সময়ে যোগ দেয়।

• এই সৈন্ত সোহানপুরে ৪ হাজার বিজ্রোহীকে পরাজয় করে এবং তোপ অধিকার করে। (২৬/১২/১৮৫৭)।

ঐ সময়ে নাজিম নাম গ্রহণ করিয়া একজন বিজ্রোহী চান্দায় ১৪ হাজার সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছিল। সারাওন নামক স্থানে ফজল আজিম নামক আর একজন বিজ্রোহী ৮ হাজার সৈন্ত জমা করে। ফজল আজিম (২৪শে জাম্মুয়ারি ১৮৫৮) এবং তাহার সহায়ক বেণী বাহাদুরসিং নসরতপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইহার পর সিংরামৌয়ের যুদ্ধে বিজ্রোহী বান্দা.হোসেনের ৮ হাজার সৈন্ত এবং হামিরপুরের যুদ্ধে ফজল আজিমের দল পরাজিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি গফুরবেগের এবং নাজিমের অধীন বিজ্রোহী দল সুলতানপুরের তুমুল সংগ্রামে পরাজিত হয়। লাক্কৌয়ের পথ এই যুদ্ধে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলে

সম্মিলিত গুর্খা ও ইংরাজ সৈন্য ৫ই মার্চ লঙ্কৌয়ের নিকট পৌঁছে। ৯ই মার্চ ব্রিটিশ সৈন্য বাদশাবাগ দখল করে।

ইতিমধ্যে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যে সৈন্যদল ছিল তাহারা গোরখপুর দখল করে। বিরোজপুর নামক স্থানে বাশকান্ডের ভিতর একটা ক্ষুদ্র মাটির কেল্লা ছিল। তথায় ৩২ জন মাত্র বিদ্রোহী সিপাহী একরূপ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে নেপালীদিগের ৫৩ জনকে হতাহত এবং সকলেরই মনে হইয়াছিল যে অন্ততঃ ৫০০ বিদ্রোহী তথায় ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি ফাইজাবাদের নিকট ২ হাজার বিদ্রোহী পরাজিত হয়। ১৫ দিন পরে কান্দু নদীর তীরে ৭ হাজার বিদ্রোহী বিতাড়িত হইল। ঐ সময়ে গোরখপুরে রক্ষিত ১২ শত নেপালী সৈন্য এবং ৩০০ ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারী ১২ হাজার বিদ্রোহীকে পরাজয় করে। বিদ্রোহীদের মধ্যে শিক্ষিত এবং উপযুক্ত নেতার একান্তই অভাব ছিল।

১০ই মার্চ জঙ্গ বাহাদুর লঙ্কৌয়ের নিকট পৌঁছিলে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্বেল ১২ তোপ ধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। তোপ ছুড়িয়া সম্বর্দ্ধনা করা যুদ্ধ কালে নিষিদ্ধ হইলেও একরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইল। যখন উভয় মিত্র দলের সেনাপতিবর্ষ ব্রিটিশ ছাউনিতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন ঐসময়ে সম্মান আসিল যে স্কটল্যান্ডীয় ২৩নং হাইল্যান্ডার দল এবং নেপালী হিমালয়ের হাইল্যান্ডার(গুর্খা) সৈন্য এক-

যোগে বেগমের কুঠী দখল করিয়াছে এই সম্বাদ আসে । জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে ৫ বৎসর পূর্বে এডিনবরাঘ ঐ ২৩ হাইল্যাণ্ডর দল হইতেই উইার জন্ত শরীররক্ষক সৈন্ত দেওয়া হইয়াছিল । ঐ যুদ্ধে ছয় শত বিদ্রোহী হত হয় ।

সাহগজের রাজা মানসিংহ ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন কিন্তু পূর্বে কোন কোন কার্যের জন্ত উপযুক্তভাবে পুন্নস্কৃত হন নাই এ বিশ্বাসে মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন । তিনি গোপনে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত দেখা করায় জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে বুঝাইয়া ইংরাজপক্ষেই নির্ভর করিতে রাজী করেন ।

১২ই মার্চ জঙ্গ বাহাদুরকে সার কলিব ক্যাম্বেল কয়েকটা মসজিদ দখল করিতে অনুরোধ করেন ওথায় বিদ্রোহীরা কয়েকটা তোপসহ দৃঢ় গড়বন্দী করিয়াছিল । বিদ্রোহীরা পরাজিত ও বিভাড়িত হইল কিন্তু ঐ দিন দুই শত গুর্খা সৈন্ত হত হয় । এই যুদ্ধের মধ্যে এক সময়ে জঙ্গ বাহাদুর নিজে গর্কগ্রন্থী হইয়া ছিলেন এবং গোরাদের অপেক্ষা অগ্রে লক্ষ্মী প্রবেশের যশ অর্জন জন্ত গুর্খাদিগকে উৎসাহিত করেন । ১৪ই মার্চ নেপালী সৈন্ত একটা শিখ রেজিমেন্টের সাহায্যে এবং কিছু গোরা সৈন্তের সহায়তায় ছত্রমন্ডিল, যতিমহল, তারা কুঠি, কৈসরবাগ এবং ইমামবাড়া দখল করে । শাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তার লুণ্ঠের হুড়া-

হুড়ি হয় । নিরাস্ত্রের প্রতি অমানুষিক উৎকট অত্যাচারে অনার্য যুদ্ধের ভীষণতা প্রকাশিত করে ।

১৫ই হইতে ১৮ই মার্চ যুদ্ধ চলিতে থাকে । ১৭ই তারিখের যুদ্ধে গুর্খাসৈন্য কুকুরি হস্তে ধাওয়া করিয়া একরূপ স্তব্ধকোণে উহার ব্যবহার করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল যে একজন ইংরেজীয়া আফিসর উহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে তোপ বন্দুকের জন্ত খরচ করা বুধা । গুর্খার নিকট কুকুরি চালাইতে শিখিলেই যুদ্ধের পূর্ব সরঞ্জাম খুব সম্ভায় হয় ! জেনারেল আউটরাম এবং জঙ্গ বাহাদুর দুই দিক হইতে এক সময়ে আক্রমণ করায় প্রিন্স ব্রিজিস্ কদর এবং তাঁহার মাতা তেজস্বিনী হজরত মহল—যাঁহার দৃঢ়তায় বিদ্রোহীরা বিশিষ্টরূপেই অল্পপ্রাণিত হইতে ছিল—মুসাবাগ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন । ২০শে মার্চ জঙ্গ বাহাদুর মিসেস জ্যাকসন এবং মিসেস অরকে লঙ্কোয়ের বাহিরে একটা গৃহের অন্ধকার ঘর হইতে উদ্ধার করিয়া পাল্‌কী করিয়া পাঠাইয়া দেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ২৩শে মার্চ লঙ্কো ত্যাগ করিয়া যান । প্রায় ১০০ দিন তিনি এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন রীতিমত যুদ্ধ চালানর ব্যবস্থা এবং নেতৃত্ব তাঁহাকে প্রত্যহ করিতে হইয়াছিল । জীবনের অল্প কোন সময়ে এত অধিক পরিশ্রম তাঁহাকে এত অধিক দিন একাদিক্রমে করিতে হয় নাই ।

১৮ই এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর লর্ড ক্যানিংএর সহিত দেখা করেন । ১৮১৫ অব্দে পাহাড়তলির যে জমি গুর্খা দিগকে ছাড়িতে হইয়াছিল ২০০ মাইল দীর্ঘ অযোধ্যার উত্তরের সেই জমি নেপালকে প্রত্যর্পিত হইবে লর্ড ক্যানিং এই বলিয়া জঙ্গ বাহাদুরকে একান্তই হুষ্ট করেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ইহার পর ৬ প্রয়াগ ও ৬ কান্ধী দর্শন করিয়া দেশে ফিরেন (৪৫১৮৫৭) এই সময়ে অযোধ্যার নবাব পুত্র নবাব রমজান আলি খাঁ মিরজা ব্রিজিস কদরের এক পত্র জঙ্গ বাহাদুর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । তাহাতে নিম্নলিখিত মর্মের কথা ছিল :—

(১) সকলেই জানেন যে আমার পূর্বপুরুষগণ ইংরাজ দিগকে ভারতে প্রবেশ করিতে সাহায্য করেন এবং বেনারস প্রদেশ উহাদিগকে দেন । সেজন্ত সে সময়ে উইারা প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন সূর্য্য এবং চন্দ্র থাকিবে উইারা মিত্রতা রক্ষা করিবেন ।

(২) সে কথা ভুলিয়া ঐ অকৃতজ্ঞ ফিরিঙ্গিরা বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্যে আমার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে ।

(৩) হিন্দু এবং মুসলমানের জাতি মারার জন্ত নূতন কার্ত্তুজ গো এবং শূকরের বসা মাখান হয় । ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান সিপাহী ঐ দুব্য চর্কির কার্ত্তুজ দাঁতে কাটে নাই বলিয়া উহাদের কতককে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয় ।

(৪) খাঁজি হিন্দু নেপালী ছত্রি কিরূপে আপনার স্বর্গ-নাশকদিগের পক্ষ লইতেছেন। আমাদের সহিত একত্র হউন। নেপাল রাজ্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইবে এবং হিন্দু মুসলমানের ধর্মরক্ষা হইবে। বিদেশী ফিরিকী বিতাড়িত হইবে।”

এই পত্রের উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর লিখিয়াছিলেন :—

(১) শত বৎসরের মধ্যে ইংরাজ হিন্দু মুসলমানের ধর্মনাশের কোন চেষ্টাই করেন নাই। আপনার কথা যদি ঠিক হইত—ধর্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ থাকিত—তাহা হইলে আপনার প্রস্তাব অবগণযোগ্য হইতেও পারিত।

(২) যাহারা স্ত্রীলোক ও বালকে হত্যা করিয়াছে তাহার কোন যোদ্ধারই বিশেষতঃ নেপালী ছত্রির—সহানুভূতি পাওয়ার একান্ত অযোগ্য।

(৩) আপনি শীঘ্র অযোধ্যার কমিশনরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করুন। যাহারা ইংরাজ স্ত্রীলোকাদি খুন করে নাই তাহাদের প্রাণদান ব্যবস্থা হইবে।”

তেমন প্রয়োজন না থাকায় এবং গ্রীষ্মের সময় নেপালীদিগের অযোধ্যা অঞ্চলের গরম হাওয়া অসহ্য হয় বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর এপ্রিল মাসের মধ্যেই নেপালী গৈত্রসহ নেপালে ফিরিয়া গেলেন।

১৮৫৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সম্বদ আদিল বে নেপাল অধিকারের স্বরূহি নামক স্থানে, তথাই জঙ্গল

প্রায় ২৩ হাজার বিজোহী আশ্রয় লইয়াছে। এই দলের মধ্যে নবাব ব্রিজিস কদর এবং তাঁহার মাতা ছিলেন। জঙ্গ বাহাদুর ইহাদের সম্মানের সহিত অস্ত্র এবং আশ্রয় দান করেন এবং হিন্দু আতিথ্যের বিপরীত কার্য (শত্রু হস্তে সমর্পণ) কিছুতেই করিবার না প্রতিজ্ঞা করেন। কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্তী জঙ্গ বাহাদুরের থাপাখালি প্রাসাদের কাছেই উহার বাসা পাইলেন এবং দরবার হইতে মাসো-হারাও বরাদ্দ হইল। বিজোহী নানা সাহেব বালারাও এবং আজিমউল্লা পশ্চিমের জঙ্গলই দেহভ্যাগ করিয়া-ছিল। বেরিলির খাঁ বাহাদুর এবং প্রায় ১১ হাজার সশস্ত্র বিজোহীদিগকে জঙ্গ বাহাদুর অস্ত্রভ্যাগ করাইলেন। উহাদের মধ্যে বাহারা জীলোক ও বালক হত্যা করিয়াছিল তাহাদিগকে মাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট বন্দীভাবে প্রেরণ করা হইল। অপরেরা অধিকাংশই নেপালের তরাই জমিতে চাকার জন্ত বসবাস করিল। কেহ কেহ বা নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। একস্থলে বিজোহীরা নেপালীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল করিয়া হঠাৎ গুলি চালানয় পাহানওয়ান গিংহের অধীনস্থ নেপালী সৈন্যদল উহাদের ও শত লোককে হতাহত করে। এই কার্য বিভ্রাটে জঙ্গ বাহাদুর স্তব্ধ এবং অসম্মত হইয়াছিলেন। শরণাগত বা অতিথি বা বিদেশ হইতে ভয়ঙ্কর হইয়া আগত সারাক্ষণ গোষ্ঠাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া সাহায্য করিতে হইত; তাহাদের সকল ভয়ের কারণ নিরা-

করণ করিয়া দিতে হয়—ইষ্টকারিতাসহ উহাদের উপর
গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিতে নাই। নেপালী ছত্রি বীর
হৃদয় জঙ্গ বাহাদুর ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া কর্ণেল
পালোয়ান সিংহের প্রথমটায় পদচ্যুতিরই হুকুম দিয়া-
ছিলেন।

নসিরাবাদ হইতে যে সকল বিদ্রোহী পলাইয়া
আসিয়াছিল তাহাদের সহিত ১৮ জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ
বন্দীভাবে আনীত হইলেন। জঙ্গ বাহাদুর উহাদের মুক্ত
করিয়া সমস্তে ব্রিটিশ অধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জঙ্গ বাহাদুরকে জি, সি, বি এবং জি, সি, এস, আই,
উপাধি দেওয়া হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

জঙ্গ বাহাদুরের ডায়ারি।

মিউটিনির পর হইতে ভারতে ও নেপালে শান্তি বির-
াজিত থাকে। জঙ্গ বাহাদুর রাজকার্যের সর্ববিধ উন্নতি
সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৬০ অব্দের বসন্তকালে জঙ্গ বাহাদুর তোপ বন্দুকের
কারখানা পরিদর্শন করিয়া নূতন ধরণের ভাগ বন্দুক প্রস্তুত
করার জন্ত প্রধান মিস্ত্রীকে পুরস্কার দিলেন। ভারতের
প্রাচীন রীতি অনুসারে নগদ টাকা বা জমি দিয়াই জঙ্গ
বাহাদুর যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিতেন। পাশ্চাত্য

রীতি অনুসারে শুক উপাধি দিয়া সারিয়া দিতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াই সারিয়া দেওয়ার অসঙ্গতি ভারত গবর্ণমেন্ট এত-কালে বুঝিয়া বার্ষিক একশত টাকা বৃত্তি ঐ উপাধির সহিত দিতে আরম্ভ করিয়া ভালই করিয়াছেন।

জঙ্গ বাহাদুর রাজিতে অনেক সময়ে ছদ্মবেশে কাঠ-মাসুর ভিতর ঘুরিয়া সকল বিষয়ের সম্বাদ লইতেন। এক রাত্রে শাস্ত্রিরক্ষক জেনারেল খড়্গা বাহাদুরের বাড়ীতে গোপনে অন্ধকারে গিয়া পাহারাওয়ালাদের ঘর হইতে এক খানি তরোয়ার উঠাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সচকিত পাহারার সিপাহী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে পরে যখন শাস্ত্রিরক্ষকের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে চিনিতে পারিয়া সসম্মুখে অভিবাদন করিলেন তখন সিপাহী একান্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জঙ্গ বাহাদুর তাহার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য প্রশংসা করিয়া তাহাকে জমাদার পদে উন্নীত করেন।

নেপালের কোন স্থল অস্বাধ্যকর। জঙ্গ বাহাদুর নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে অস্বাধ্যকরহানে কর্ণচারিরা ব্যারামে পড়িবার পূর্বেই তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বদলী করিয়া দিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেন্টের কর্ণচারিগণের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইলে উন্নতিই হইবে। বিশেষ চেষ্টা সুপারিশ ব্যতীত অস্বাধ্যকর স্থান হইতে বদলী ভারত গবর্ণমেন্টের অনেক বিজ্ঞানে হয় না বলিয়াই শুনা যায়।

১৮৯০ অব্দ হইতে জঙ্গ বাহাদুর দৈনন্দিন লিপি (ভান্ডারি) রাখিয়া ছিলেন। উহাতে কার্যের বিবরণ মাত্র আছে। নিজের মনের ভাব বা কোন কোন কার্য করিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। পরে প্রচারের জন্ত গুহাইয়া লিখিত ভান্ডারি ঝুঁহা নহে।

জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করিয়াছিলেন। নেপালের সাধারণ গাভী দুগ্ধ কম দেয়। ষাঁড়ও আনাইয়া ছিলেন। নেপালী ঘোড়ার উন্নতি জন্ত বোম্বাই হইতে আরবী ঘোড়াও আনান হয়।

রুশার যুদ্ধের ঠিক ৪ বৎসর পরে চারি দিন ধরিয়া সমগ্র নেপালী সৈন্তদের (১৬০০০) কাওয়াজ হয়। প্রকৃত যুদ্ধ যেভাবে হইয়াছিল এই অভিনয়েও ঠিক ঠিক সেইরূপ আক্রমণ ও রক্ষা চেষ্টা দুই দলে বিভক্ত নেপালী সৈন্তেরা দেখাইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর সাধারণ সৈন্ত এবং অফিসর সকলেরই একান্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি যেন প্রত্যেককেই চিনিতেন এইরূপ বোধ হইত।

চীন দেশ হইতে দুই জন বৈজ্ঞানিক নেপালের জীব-তত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজকে উহার দ্বারা হাতের দাঁতের পাটি উপহার দেন। খুব রঙ্গিন পুচ্ছযুক্ত কয়েকটি হিমালয় অঞ্চলের পক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের চিত্র এই সময়ে প্রস্তুত করান হইয়াছিল। একটা পাহাড়ী সর্পেরও চিত্র ইহার কিছু দি

হইতে নেপালে এক প্রকার কবিরাজী তৈলও প্রস্তুত হয় ।

সময়ে সময়ে বহু সংখ্যক তন্ত্র সঙ্ঘবীর গ্রন্থ রেসিডেন্সীতে আগত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা চাহিয়া লইয়া রাজলাইব্রেরীতে ফেরৎ না দিয়াই, নেপাল হইতে চলিয়া গিয়াছেন । উহাদের নকল রাখা হয় নাই । বহু চেষ্টায় জঙ্গ বাহাদুর উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । সকল দিকেই তাহার দৃষ্টি ছিল ।

পঞ্জাব ও বরোদা হইতে ছয় জন পালোয়ান আসিলে জঙ্গ বাহাদুর উহাদের কুস্তি দেখেন ওখা পালোয়ানেরাই জয়ী হয় । যাহারা হারিয়াছিল জঙ্গ বাহাদুর তাহাদেরও প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন ।

১৮৬১ অব্দের জানুয়ারিতে জঙ্গ বাহাদুর তরাই জঙ্গলে বহু সংখ্যক ব্যাঘ্র ও গণ্ডার শিকার এবং বন্যহস্তী ধৃত করেন । তাহার সহিত ৩০৭ টী নেপালী রাজহস্তী ছিল । একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ (৩০ হাত দৈর্ঘ্য) মারিয়া তাহার পেট চিরিয়া একটা ছোট্ট হরিণশিশু পাওয়া যায় । প্রতি বৎসরই তরাই জঙ্গলে শিকার হইত ।

লীলাধর নামক এক ব্যক্তি জঙ্গ বাহাদুরের পিতার নিকট কার্য্য করিত । সে ২৪ বৎসর পরে ২৩০০ টাকার একখানি খত দাখিল করে । আইনজেরা তমাদির উল্লেখ করিলে জঙ্গ বাহাদুর সুপার সহিত ঐ আপত্তির প্রত্যাখ্যান করেন । সম্ভবতঃ খতখানি জালি—নচেৎ এতদিন পরে

আসিল কেন ? এ আপত্তিও জঙ্গ বাহাদুর অগ্রাহ্য করিয়া শতকরা দশ টাকা স্বদ সহ উহার পরিশোধ করেন । এবং বলেন “যদিই আলি না হয় ! সে সময়ে যে পিতার প্রাকৃতিক একটু টানাটানি পড়িয়াছিল !”

জঙ্গ বাহাদুর ছদ্মবেশে সর্বদাই নানা স্থানে গিয়া সৈনিক, দর্জি দোকানদার, শিকারী, কসাই, কৃষক, মজুর, পল্লীগামের ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেরই সহিত দেশের অবস্থা এবং রাজকাৰ্য্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে অবাধে কথাবার্তা কহিতেন । সাধারণ ধর্মবুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি সকল মনুষ্যেরই আছে । রাজকাৰ্য্য পরিচালনে সাধারণের হাত নাই । অথচ তাহাদেরই আশা ও অভিলষণগুলি মহানুভূতির সহিত জানিয়া সেই অভাব ও অভিযোগের নিরাকরণ রাজকাৰ্য্য পরিচালনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ! জঙ্গ বাহাদুর দেখাইয়া গিয়াছেন যে রাজশক্তি যদি একজন মনুষ্য মহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকে তাহাতেই সাধারণ প্রজার সর্বাপেক্ষা সুবিধা ।

নেপালের পোষ্ট অফিসের কার্য্য বড়ই কঠিন । দেশের রাস্তা নাই । দেশকে স্বাধীন রাখার জন্ত উহাকে দুর্গম রাখাই উচিত, সকল নেপালীরই এই দৃঢ় বিশ্বাস । জঙ্গ বাহাদুর সমগ্র নেপালের ডাক বিলির বন্দোবস্ত একপ অবস্থায় যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন । স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়া ছিলেন ।

স্থানে স্থানে রাস্তা এবং সেতু প্রস্তুতও করাইয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগেরও অযত্ন হয় নাই।

প্রতিবৎসর জুলাইমাসে শ্রদ্ধা নি বা সকল সেরেস্তার পরিদর্শন ও বার্ষিক কার্যাবিবরণী প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে জঙ্গবাহাদুর অপরিমিত পরিশ্রম করিতেন।

তিনি তিব্বতের দিকের সকল গিরিবন্ধের জরিপ করাইয়া একখানি বৃহৎ নক্সা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ একজন উচ্চ নেপালী রাজকর্মচারীকে অহস্তে মারপীঠ করায় জঙ্গবাহাদুর রাজধানীতে গিয়া অল্পসম্বন্ধে কর্মচারীর কোন দোষই ছিলনা জানিতে পারেন। মহারাজাধিরাজের উপর তাঁহার দৃঢ়তা, ধীর ও গম্ভীর ভাবের জ্ঞান অনেকটা ব্যক্তিগত শক্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং তদ্বারা মহারাজাধিরাজের যৌবন কালের অদম্য ক্রোধ এবং নির্ভীকতা অনেকটাই কমিয়া গিয়াছিল। তিনি পূর্ণ সম্মানের সহিত যাহা বলিতেন মহারাজাধিরাজ তাহা মানিয়া লইতেন।

একদিন কোন গ্রামের ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে বাইতে বাইতে জঙ্গ বাহাদুর একটা জ্বীলোকের জন্মনধনি শুনিয়া অল্পসম্বন্ধে জানিতে পারেন যে তাহার স্বামী তাহাকে সামান্য ক্রটির জন্ত যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছে। লোকটাকে ডাকাইয়া জঙ্গ বাহাদুর তাহার দুই মাসের জন্ত কয়েদের হুকুম দিলেন। তাহার সর্ব বিষয়েই পূর্ণ

অধিকার ছিল। তখন স্ত্রীলোকটা জঙ্গ বাহাদুরের পদ-
তলে পতিতা হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। জঙ্গ
বাহাদুর লোকটাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তাহার পতি-
ত্ৰতা পত্নীর খাতিরেই যে গে ঐ যাত্রা রক্ষা পাইল তাহা
সে কখন ভুলিবে না। গ্রামের মণ্ডলকে বলিয়া দিলেন
যে অকারণে কেহ পত্নীকে প্রহার করিলে তাহার নিকট
গম্বাদ পাঠাইতে হইবে।

কুচবিহার হইতে অনেকগুলি লোক নেপালে
আসিয়া বাস করিতেছিল তাহারা পরিশ্রমী ও নিরীহ
চাষী। কিন্তু নেপালীরা উহাদের ঘৃণা করিত এবং
জল আচরণীয় জ্ঞান করিত না। উহাদের জাচার
ব্যবহার ও চালচলন সম্বন্ধে অমূল্যজ্ঞান করিয়া জঙ্গ
বাহাদুর উহাদের উচ্চবর্ণের অনুকরণে শুচি হইয়া থাকা
জানিলেন তখন উহাদের মূখ্য ব্যক্তাদিগের হস্ত হইতে
জল লইয়া প্রকাশ্য দরবারে স্নান মণ্ডলীর অনুমোদন-
সহ পান করেন। সর্দারেরাও সকলেই তাহা করিলেন।
উহারা জল আচরণীয় এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া
গেল। দেশীয় হিন্দুরাজ্যে কতবার কত স্থলে এইরূপ
সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার হইয়া গিয়াছে।

তরাইঘের উর্বরা ভূমির আবাদ বৃদ্ধি জঙ্গ নতন
আবাদি জমির সাত বৎসর কোন রাজকর লাগিবে না
এইরূপ প্রব্যবস্থা করা হয়। তিনজন জেলার হাকিম ঘুষ
লগ্নেন সম্বাদ পাইয়া রীতিমত অমূল্যজ্ঞান ও বিচার করা

জঙ্গবাহাদুরের ডায়ারি ।

১৫৭

হয়। দেব প্রমাণিত হইলে উহাদের “সমস্ত সম্পত্তির
বাজেয়াপ্ত দণ্ড” দেওয়া হইয়াছিল।

জঙ্গ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎজঙ্গের কঠিন গ্রহণী
পীড়া হইয়াছিল। রোগমুক্তি হইলে মন্দিরে এবং দরিদ্র-
দিগকে অর্থ দান করা হয়। ঐ উপলক্ষ্যে যে সকল
নেপালী বৃদ্ধা ও দরিদ্রা জীলোক ঐ সময়ে কাশীবাস
করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু
অর্থ দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। নেপালী ছত্রিতে হিন্দুভাব
পূর্ণগাত্রায় বর্তমান। ভদ্র কাশীবাসী দরিদ্রা বিধবারা
যে প্রকৃষ্ট দানের পাত্র ব্রিটিশ ভারতের কোন বাঙ্গা মহা-
রাজা তাহা আজও বিশেষভাবে স্মরণ করেন !

১৮৭০ অব্দের মে মাসে চীনগম্ভাট টংচের পত্র লইয়া
চীনাধীন দূত আসিলে তাঁহার মহাসমারোহের সহিত
অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাঁহাকে অনেক বুদ্ধমন্দির দেখান
হয়। ঐ বৎসরেই জঙ্গ বাহাদুরের এক কন্যা যুব-
রাজের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন।

পরবৎসর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল পদম্ জঙ্গ
গোরক্ষপুরের এক ক্ষত্রিয় জমিদারের কন্যার পাণিগ্রহণ
করেন। প্রতিবৎসরই জঙ্গ বাহাদুর গোকর্ষ এবং নারগাজ্জনে
বিছুকাল করিয়া থাকিতেন।

১৮৭১ অব্দের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুর হরিহর
ছত্রের মেলায় আসিয়াছিলেন। তথায় লর্ড মেয়ো তাঁহার

বিশেষ সম্মান করেন। জঙ্গ বাহাদুর প্রায় দুই লক্ষ টাকার স্বব হস্তী ও জব্যজাত খরিদ করিয়া ব্যাপারী-দিগকে উৎসাহ দেন।

ঐ বৎসর হরিহর ছাত্রের মেলায় অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে তিনি অবিলম্বে মোতিহারীতে চলিয়া যান কিন্তু পথে তাঁহার রোগ হয়। ওলাউঠা বলিয়াই সন্দেহ হয় ; কিন্তু শেষটা উহা রক্ত আমাশায়ে পরিণত হয়। নেপালী কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। প্রথমে যে ডাক্তারী চিকিৎসা হয় তাহাতে উপকার হয় নাই। রোগ সাংঘাতিক বলিয়াই অনেকের মনে হইয়াছিল। সুস্থ হইয়া নেপালে ফিরিয়া জঙ্গ বাহাদুর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি জন্ত যত্ন করেন। তত্বপ-লক্ষ্যে অনেক উদ্ভিদ কাবুল সিঞ্চিম ও কাম্বৌর হইতে আনাইয়া নাগার্জুনে লাগাইয়া ছিলেন।

১৯শে এপ্রিল ১৮৭২ জঙ্গ বাহাদুর চীনা সর্দারদের নিকট হইতে “খোয়াং পিং পিম্মা কো-কো-বং ওয়াং সিয়ায়াং” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ—“যোদ্ধা-নারক, সর্বকাৰ্য্যে দক্ষতাপূর্ণ, সাহসী প্রজার শক্তিমান রাজা”। দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সমক্ষে এই পদবী এবং চীনা পোষাক প্রদত্ত হয়। জঙ্গ বাহাদুর এই সম্মানে বিশেষ তুষ্ট হইয়া ছিলেন। তাঁহার স্বদেশী মাত্রেই “সাহসী প্রজা” বলিয়া স্বীকৃতি ইহাতে ছিল। কয়েক দিন পরেই বাঘমতী এবং মানোয়া নদীর সঙ্গমস্থলে পুণ্যক্ষেত্রে তিনি আশ্রণ-

দ্বিগুণে এক সহস্র খেজুরান করেন । স্বর্ণরথ এবং স্বর্ণহস্তী (মোট ওজন ৫০০ তোলা) দান করাও হইয়াছিল ।

নামোদার বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা জঙ্গবাহাদুরের নিকট কয়েক খানি ভাষ্যশাসন দেখাইয়া বলেন যে নেপালের প্রাচীন বৌদ্ধ রাজারা মন্দিরের জন্য যে নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন তাহা গোষ্ঠী অধিকার কালে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং মন্দিরের নশা শোচনীয় । জঙ্গ বাহাদুর ঐ নিষ্কর ভূমির প্রত্যর্পণ করায় নেপালের বৌদ্ধ প্রজারা বিশেষ তুষ্ট হইয়াছিলেন । জঙ্গবাহাদুরের মনে হিন্দু-মূলভ স্বধর্মভক্তি এবং পরধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা এবং সকলেরই সম্বন্ধেই স্নায়পরতা রক্ষার অভিলাষ ছিল ।

১৮৭৪ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর জঙ্গ বাহাদুর কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ৮০ জন নেপালী কর্মচারীর সহিত যাত্রা করেন । ১০ই এবং ১১ই অক্টোবর তাঁহার বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎকার হয় । নেপালের সীমা লইয়া কয়েক স্থলে বহু বৎসর ধরিয়া একটু মতের অমিল ছিল । সে সমস্তই এই সাক্ষাৎকারে ঠিক হইয়া গেল ।

নেপালে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গ বাহাদুর দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার ইচ্ছা করেন । কুমার বীরেন্দ্র বিক্রম সাহন্য জন জেনারেল, ছয় জন কর্ণেল, ১২০ জন সৈন্ত, ৭৫ জন চাকর, ২ জন সর্দার এবং ২ জন কবিরাজ সঙ্গে ছিলেন । ইংলান্ড ১১ই জাহুয়ারী ১৮৭৪, বেনারসে পৌঁছিলেন ।

তথায় খদ্যবগড়ের রাজা এবং নেপালের বৃদ্ধা মহারানী লক্ষ্মীদেবী ও তাঁহার পুত্রধর উহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩ই জানুয়ারী এলাহাবাদে পৌঁছিয়া স্নান করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সার জন ট্র্যাচি (উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট) সাহেবকে পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দেন যে স্নানের ঘাটে তিনি কোন অসুখারী নেপালী সৈন্ত লইয়া যাইতে পাইবেন না। এই উত্তরে জঙ্গ বাহাদুর ক্ষুব্ধ হইয়া স্নান করার ইচ্ছাই ত্যাগ করেন। এবং বলেন যে ব্রিটিশ ভারতের রক্ষা জন্ত যে নেপালী সৈন্ত নিজেদের রক্তপাত করিয়াছে “তাঁহাদের খন্ড যাইতে নিষেধ” তথায় তিনিও যাইতে পারেন না এবং তাঁহার সঙ্গীও কেহ যাইবেন না।

এই গোলযোগের সম্বাদ কলিকাতায় প্রারম্ভে পৌঁছিলে বড়লাট সাহেব অবিলম্বে স্নানের ঘাটে নেপালী সৈন্ত দিগকে সশস্ত্র যাওয়ার অধিকার দিয়া পাঠাইলেন। জঙ্গ বাহাদুর জানাইলেন ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তথায় স্নান করিবেন।

এলাহাবাদ হইতে জঙ্গ বাহাদুর জব্বলপুরে এবং তথা হইতে নাসিকে গমন করেন। ২১শে জানুয়ারী বোম্বাই পৌঁছিলে তথায় সার দিনকর রাও এবং একজন প্রসিদ্ধ শিকারী রूसীয় গ্রাও ডিউক তাঁহার সহিত দেখা করেন। পাঁচ দিন বোম্বাইয়ে থাকিয়া জঙ্গবাহাদুর ৩০ লক্ষ

টাকার মুক্তা ও হীরকাদি রত্ন ক্রয় করিয়াছিলেন । এক দিন মহানন্দ্রী স্ট্রীটে তাঁহার ঘোড়া হঠাৎ ভড়কাইয়া পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলে জঙ্গ বাহাদুর বৃকে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন । ডাক্তারে একমাস চিকিৎসা এবং বিশ্রাম করার প্রয়োজন দেখাইয়া বিলাত বাত্মা তখন স্থগিত করিলে, মহারাণীরা নেপাল হইতে বোম্বাইয়ে আসিয়া পর বৎসর পর্য্যন্তই উহা স্থগিত রাখার মত করাইলেন ।

১লা মার্চ জঙ্গ বাহাদুর বোম্বাই হইতে ফিরিলেন । ৭ই মার্চ প্রমাণে ত্রিবেণী স্নান করিয়া বেনারসে গেলে তথায় মহারাজা বিজয় নগরম্, মহারাজা ইন্দোর এবং মহারাজা বেনারস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । ২০শে এপ্রিল জঙ্গ বাহাদুর কাঠগাত্তে পৌছেন ।

১৮৭৫ অক্টোবর ২৩শে জাহাঙ্গীরী প্রিন্স লফ ওয়েল্‌স (পরে গপ্তম এডওয়ার্ড) ফিরাপিস জাহাজ হইতে কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে অবতরণ করেন । জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর জঙ্গ তথায় তথায় উপস্থিত ছিলেন । পরদিন নেপালী দূতগণ যুবরাজকে নেপালের জঙ্গলে শিকার করিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন । ঐ নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হয় ।

১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ যুবরাজ নেপালের জঙ্গলে শিকার করেন জঙ্গ বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল । যুবরাজের সহিত লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড, সার্জন জেনারেল কেরার প্রিন্স উইলিয়ম (ব্যাটেন

বার্গ) গ্রাফিক প্রভৃতি সচিত্র ইংরাজী কাগজের কটো-
গ্রাফার প্রভৃতি ছিলেন! জঙ্গ বাহাদুর তাঁহার পত্নীর
সহিত যুবরাজের দেখা করাইয়া দিলে যুবরাজ বলেন যে
তাঁহার মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া
মহারানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইতে আদেশ দিয়া-
ছিলেন যে তাঁহার সর্পাধেকা শক্তিমান ও প্রকৃত বন্ধুর
এবং তাঁহার পরিবার বর্গের কুশল জ্ঞাত তিনি সর্বদা ইতর
স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যুবরাজ শিকারে বিশেষ আনন্দ উপভোগ এবং নেপালী-
দিগকে শিষ্টাচারে যুক্ত করিয়া ত্রিচীন্দ্র রাজ্যে ফিরিবার সময়
তাঁহার সেক্রেটারীর দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরকে বলেন যে
নেপালী সৈন্য ও শিকারীদিগকে তিনি কিছু বক্শিস্
দিতে চাহেন। জঙ্গ বাহাদুর বলেন যে তাহাদের দেশের
মহামন্ত্র অতিথির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পাইয়া সৰ্ব্বলৈই
খুশি হইয়াছে। বক্শিসের কর্ম কেহই করে নাই।
তন্মূলে তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে তাঁহার শরীর রক্ষা জ্ঞাত
নিযুক্ত ইংরাজ সৈন্যদিগকে তিনি কিছু “উপহার” দিতে
চাহিলে তাহা শিষ্টাচারের সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইয়া-
ছিল। এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না।

পশ্চিম নেপালের জঙ্গল হইতে ফিরিবার সময় জঙ্গ
বাহাদুর একটা ক্ষুদ্র বিব্রোহের সম্বাদ পাইলেন। একজন
গুর্খা সন্ন্যাসী প্রচার করিয়া ছিল যে মনস্বামনা দেবী
তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন যে জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা

করিয়া নেপালে স্বর্ণযুগ আনয়ন করার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে এবং সে লক্ষ্মণের অবতার । মূৰ্ব ১৫০০ লোক তাঁহার পক্ষে জড় হইলে জঙ্গ বাহাদুর “দেবীদত্ত” নামক রেজিমেন্টে ভণ্ড সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । উহার। সামান্য যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ সন্ন্যাসীকে ও ১২ জন প্রধান বিদ্রোহাকে ধৃত করিয়া বাঁশের খাঁচায় পুরিয়া পাঠাইয়া দিলে অপর ছয়জন বিদ্রোহীনাযককে বধ দণ্ড দেওয়া হয় এবং ভণ্ড সন্ন্যাসীকে মনস্কাগনা দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই (তাঁহার পবিত্র নাম অপকার্যে) জন্তু ব্যবহার করার জন্তু) ফাঁসি দেওয়া হইল ।

১৪ই মে, ১৮৭৬ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র নরজঙ্গ অতি-রিক্ত অহিফেন খাইয়া মারা যান । অক্টোবর মাসে সংবাদ আসিল যে তিব্বতীদের। সীমানার নিকট অপরিমিত শস্য সংগ্রহ করিতেছে । নেপাল গবর্ণমেন্ট সন্দেহ করিলেন বুঝি কোনরূপ যুদ্ধাভি ঘটবে । অহুসঙ্কানে জানা গেল যে দুৰ্ভিক্ষের ভয়েই শস্য সংগ্রহ হইতেছে ।

যুগ্মরাজের সহিত শিকারের সময়ে ডাক্তার ফেরার জঙ্গ বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্বংপিণ্ডে চৰ্কি জমিতেছে এবং তাঁহার মৃত্যু যে কোন সময়ে হঠাৎ ঘটিতে পারে । তিনি এজন্তু কাঠমাণ্ডুতে ফিরিয়া আসিয়াই জন্মি জন্ম টাকা কড়ি পুত্রদগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া-ছিলেন ।

২৭শে নভেম্বর জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জেনারেল বাবর

জঙ্গল রোগে বাঘমতী তীরে দেহত্যাগ করেন। ছই পুত্রের শোকে জঙ্গ বাহাদুর কাতর হইয়াছিলেন। বাবর জঙ্গের একটা নৈসর্গিক শিষ্টভাব এবং সামরিক প্রতিভা ছিল এবং সে জঙ্গ জঙ্গ বাহাদুরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্র ছিলেন।

মনের চাঞ্চল্য হইলেই জঙ্গ বাহাদুর শিকারে বাহির হইতেন। এবারেও তাহাই করিলেন। (৬'১২:১৮৭৬) তাঁহার স্বাস্থ্যের জ্ঞাত চিস্তিতা মহারাণীরাও এবারে সঙ্গ লইলেন। জঙ্গ প্রসাদ নামক তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী হস্তীটী মরিয়া গিয়াছে শুধুদ পাইয়া ২৩২:১৮৭৭ জঙ্গ বাহাদুর বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী গোবিন্দ ছাদশীর দিন তাঁহার অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অমর জঙ্গ নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “একে ?” মহারাণী এক্রপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসায় জঙ্গ বাহাদুর বলিলেন তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিলেন যে নাড়ী ছাড়িতেছে। মহারাজা জঙ্গ বাহাদুরকে পাক্ষী করিয়া বাঘমতী তীরে লইয়া যাওয়া হইল। পথে সন্দহ হইল যে হয়ত পাক্ষীতেই দেহত্যাগ করিবেন। তখন তাঁহার স্বজাতীয় রাইফল রেজিমেণ্টের নৈকগণ নিম্নজাতীয় বাহকদিগের সঙ্গ হইতে পাক্ষী গ্রহণ করিল। বাঘমতী তীরে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ সময়টা মুখের উপর অপূর্ণ শান্তির ছায়া

আসিয়াছিল এবং আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া অস্পষ্টভাবে ঠোট নাড়িয়া নাম জপ করিতে করিতে রাত্রি দুই প্রহরের অব্যবহিত পূর্বে জঙ্গবাহাদুর দেহত্যাগ করেন ।

পাঁচজন মহারানীই সহমরণে যাইতে চাহেন কিন্তু প্রধানা মহারানী দুইজনকে তাঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-দেয় জন্ত জীবন রাখিতে অস্বীকার করিলেন । জঙ্গ বাহাদুর সহমরণ পছন্দ করিতেন না; এই কথা বলিয়া তাঁহার জ্ঞাতা ও পুত্রগণ অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সে কথা তিন রাণী অগ্রাহ্য করিলেন । প্রধানা মহারানী হিরণ্যগর্ভ কুমারী জঙ্গ বাহাদুরের সহিত এক চিতায় এবং অপর দুই মহারানী দুই পাখের দুই চিতায় আরোহন করিলেন । প্রধানা মহারানী উপস্থিত নেপালী সর্দার এবং প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন যে মহারাজার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নেপালের সর্ববিধ কল্যাণ । অপর হস্তে শাস্তি থাকিতেছে না দেখিয়াই তিনি উচ্চপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । সর্বপ্রকার বাহিরের বিপদ হইতে রক্ষা এবং সর্বপ্রকার আভ্যন্তরিক অত্যাচারের নিবারণ তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । যদি তিনি বাক্যে, ব্যবহারে, চিন্তায় কখন কোন অজ্ঞায় করিয়া থাকেন, কোন ক্ষতি কাহারও তাঁহার দ্বারা হইয়া থাকে সেদুঃখ তাঁহার প্রাণ-পেক্ষা প্রিয় নেপালীগণ যেন তাঁহাকে মাফনা করিয়া তাঁহার অক্ষয় শাস্তির জন্ত একবাক্যে প্রার্থনা করেন !

বড় মহারাণীর আদেশে চিত্তাচ অগ্নি সংযোগ করা হইল । নেপালের হিন্দু রাজ্যটির শান্তি উন্নতি এবং স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে জঙ্গ বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে । হাইদর আলি এবং বাজিরাও এবং রণজিৎ সিংহের জায়গি তিনি সঙ্গম পুরুষ ছিলেন । নেপালের ইতিহাসে নেপাল-শূর্য্য মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণ সাহ এবং ইংরাজ যুদ্ধের ক্ষতি নিবারণক মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ ভীমসেন খাপার পরই তাঁহার নাম করিতে হয় । তাঁহার ডায়ারি হইতে তাঁহাকে এবং নেপালকে সম্প্রতি ভাবে জানিতে পারা যায় বলিয়াই তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে অনেক সম্বাদ বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনাসংস্রষ্ট না হইলেও দেওয়া হইয়াছে । যদি মহারাজাধিরাজ পৃথ্বিনারায়ণের মন্ত্রী ভীমসেনের ডায়ারি থাকিত তাহা হইলে নেপালী ছত্রির এই বিবরণ উপভাসের জায়গি চিত্তরঞ্জক হইত সন্দেহ নাই ।

জঙ্গ বাহাদুরের যৌবনকালের অসমসাহস এবং সামর্থ্যের তুলনা খুব কমই পাওয়া যায় । কেহ কেহ তাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর “রক্তম” বলিয়াছেন । কোন সময়ে বুবারাজ তাঁহাকে অশ্ব সহিত পুল হইতে ৮০ ফিট নিম্নে নদীগর্ভে ঝম্প দিয়া পড়িতে আদেশ করিয়া বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে কার্য্য করিয়া যদি পৃথিবীতে কেহ ঔণ লইয়া বাহির হইতে পারে ত তিনি জঙ্গ বাহাদুর ; অতএব ঐ তামাসা দেখান হউক জঙ্গ বাহাদুর ঐ নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন । যখন অশ্বটী

পতিত হইতেছে সেই সময় মধ্যে তিনি উষ্ণর পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হন ; এবং যে মুহূর্তে অশ্ব নদীতলে পড়ে সেই মুহূর্তে ঐ জলে পায়ের ধাক্কা দিয়া উল্লম্ফন করেন । তাহাতে পতনের আঘাত কম লাগে । তাহার পর বর্ষাঘ নদীর স্রোতে এক ক্রোশ ভাসাইয়া লইয়া যায় । এই পরীক্ষার পর অপর একটা শুষ্ক কূপে পড়িবার আদেশ হইয়াছিল । সে বারে পরদিন পড়িব বলিয়া জঙ্গ বাহাদুর কয়েক বস্তা তুলি কূপমধ্যে রাখিকালে ফেলাইয়াছিলেন এবং সেবারেও অক্ষতশরীরে রক্ষা পান ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

• রণদীপ সিংহ ও বীর সামসের সিংহ ।

নেপালের একাদশ প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ জঙ্গ বাহাদুরের ভ্রাতা । উইঁার সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধীর সামসের তখন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন । অল্প দিন মধ্যেই মহারাজাধিরাজ স্বরেন্দ্র বিক্রম সাহের মৃত্যু হইলে (তাঁহার পোত্র) পৃথ্বীবীর বিক্রম সাহ নেপালের সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন ।

জঙ্গ বাহাদুর ব্যবস্থা করিয়া যান যে তাঁহার ভ্রাতারা পর পর মন্ত্রীপদ পাইবেন । সেই অন্য রণদীপ সিংহের প্রধান মন্ত্রীর সর্বকর্তৃত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিধা কোন দিক হইতেই ঘটে নাই । মহারাজা রণদীপের পর

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেনারেল ধীর সামসেরের মন্ত্রী হইবার কথা। কিন্তু ধীর সামসেরের মৃত্যু রণদীপ সিংহের জীবদ্দশাতেই (১৮৮৪) ঘটিল। তখন জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণ স্থির করিলেন তাঁহাদের পালা আসিবে। ধীর সামসেরের পুত্রেরা ভাবিলেন তবে ত আমাদের শাখার পালাটা এফবারও আসিবে না! জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণের এবং ধীর সামসেরের পুত্রগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীপদের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূত্রপাত হইল। ধীর সামসেরের পুত্র বীর সামসের কলিকাতায় ডবটন কলেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি নেপালে ফিরিয়া আসিয়া কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হইলেন। রণদীপ সিংহের মৃত্যুর পর মন্ত্রীপদের আখ্যা অধিকারী জঙ্গ বাহাদুর সিংহের পুত্র দিগকেই সৈন্তদল সহায়তা করিতে পারে এবং তখন তাহাদিগের সহিত বিবাদে জয় পরাজয় অনিশ্চিত ইহা বুঝিতে পারিয়া চক্রান্তকারীরা অবিলম্বেই কার্য্যারম্ভ ব্যবস্থা করিল। রণদীপ সিংহ একান্ত ধর্ম্মভীরু এবং পূজাপাঠনিরত সুনিরীহ লোক ছিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্যের দ্বারা নেপালী সৈন্তকে মুগ্ধ রাখেন, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরাও তখন নিশ্চিত নাই। সুতরাং চক্রান্তকারী দিগের পক্ষে কাল বিলম্ব না করাই শ্রেয়ঃ বোধ হইল।

রণদীপ সিংহ রাজাধিরাজকে বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সেজন্য রাজবাটিতেই অনেকটা সময় থাকিতেন। তিনি রাজবাটিতে পূজায় নিরত থাকাকালে তাহার আত্মশ্র

রণদীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ । ১৬৯

বীর সমসের ঐশ্বর্য চক্রান্তকারীদের হস্তে নিহত হইলেন (২২।১১।১৮৮৫) । বিদ্রোহীদের অবিলম্বেই অত্যধিক আক্রমণে জঙ্গ বাহাদুরের ছোট পুত্র জগৎ জঙ্গকে এবং তাহার পৌত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গকে হত্যা করে । জেনারেল পদ্ম জঙ্গ প্রতীতি জঙ্গ বাহাদুরের অন্ত্যন্ত পুত্রগণ এবং রণদীপের পুত্র খোজ নরসিংহ এবং তাঁহাদের দলস্থ অনেকে ইংরাজ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করেন ।

বীর সমসের সিংহকে জঙ্গ বাহাদুর বড়ই ভাল বাসিতেন এবং একটী সৈন্য দলের কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন । তাহার উপর সৈনিক এবং আফিসরদিগের পদচ্যুতির অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল ! তাহার দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের হত্যা বড়ই স্থগিত কার্য্য হইয়াছিল ।

রণদীপ সিংহের হত্যা হইবামাত্র ইংরাজী শিক্ষিত বীর সমসের মহারাজাধিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন যে দুৰা-কাজ্জিক বশতঃ রণদীপ জঙ্গই মন্ত্রীকে হত্যা করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র রণদীপ জঙ্গের সহিত ঐ হত্যার কোন সংশ্লিষ্টতা নাই ।

মহারাজাধিরাজকেও হত্যা করিয়া জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রগণ একেবারে অধিরাজ্যই অধিকার করিতে চাহে এই মিথ্যারটনা করিয়া ভীত রাজাধিরাজকে সঙ্গে লইয়া বীর সমসের সিংহ নিজের অধীনস্থ সৈন্যদলের ছাউনিতে গেলেন । মহারাজাধিরাজকে উহার সঙ্গে আসিতে দেখিয়া

সৈন্ত দলেরও বিশ্বাস হইল যে বীর সমসেরের উক্তিই প্রকৃত । তখন রাজডাক্ত নেপালীছাত্র সৈন্ত জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগের উপর একান্তই কোপান্বিত হইয়া উঠিল । এই সুযোগে বীর সমসের নিজেকে মহারাজাধিরাজ কর্তৃক নিযুক্ত প্রধাম মন্ত্রী বলিয়া প্রচার করিলেন । এবং জঙ্গ বাহাদুরের প্রাসাদ (খাপা খালি) এবং অন্তান্ত স্থানে তাঁহার পুত্রদিগকে এবং তাহাদের অহুচরদিগকে হত্যা করিতে সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র জগৎ জঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র যুদ্ধ প্রতাপ জঙ্গ হত হইলেন । রণদীপ সিংহের একমাত্র পুত্র জেনারেল খোজ নরসিংহ তাঁহার পিতামহ জঙ্গ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন এবং তেরাই এলাকার কন্ডিশনার ছিলেন । তিনিও ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন ।

ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহার “নেপাল এবং ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকে রেসিডেন্ট বার্কলি সাহেবের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন । তিনি বলেন :—“বার্কলি সাহেব একটু কড়া হইয়া কার্য্য করিলে বিদ্রোহীরা ভয় পাইত এবং রেসিডেন্সি হইতে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা আবার একটা রাষ্ট্রবিপ্লব সংসাধিত করিতে পারিত এবং তাঁহা হইলেই ১৮৫৭-৫৮ অব্দে মিউটিনির বিপদকালে জঙ্গ বাহাদুর যে বহুত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার মর্যাদা রক্ষা হইত ; কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা রেসিডেন্সিতে

রূপশীপ সিংহ ও বীর সমসের সিংহ । ১৭১

আদর যত্ন পাইলেন না; নেপালের নূতন প্রধান মন্ত্রীর সহিত রেসিডেন্ট কাজ করিতে লাগিলেন; হত সর্বস্ব হইয়া অজ বাহাদুরের পুত্রেরা ব্রিটিশ অধিকারে পলায়ন করিয়া আসিলেন ।”

ডিগবি সাহেবের এই মত প্রকৃতপক্ষে সম্মিষ্ট নহে । এই উপলক্ষ্যে রেসিডেন্ট এবং ভারত গবর্ণমেন্ট যে প্রকৃতই নেপালের প্রতি বন্ধুর ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই । নেপালের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া উহার স্বাধীনতা হ্রাস করিয়া দিলে “ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতির প্রতি মৌখিক সম্মাননা দেখান হইত বটে, কিন্তু সমগ্র জাতিটার প্রতি অবমাননা করা হইত এবং স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রিয় অজ বাহাদুরের মৃত আত্মা তাঁহার পুত্রদিগের চক্ষুশায় ঘতটুকু না বিচলিত হইয়া থাকিবেন, নেপালের স্বাধীনতায় ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপে তদপেক্ষা “কোটিগুণ” বিচলিত হইতেন— ইহাতে সন্দেহ নাই । অজ বাহাদুর বাহিরের সাহায্য কখন লন নাই । বৈদেশিক সাহায্যে তাঁহার পুত্রদিগকে স্বাধীন ছদ্ম সমাজের অকথ্য এবং অনন্ত দুঃখ সহ, উচ্চপদ পাইতে দেখিলে কাহার না দুঃখ হইত । অজ বাহাদুরের বংশে মীরজাকরাদির মত ইতিহাসে কলঙ্কিত নাম না হওয়াই প্রায়ঃ । কলতঃ ঐরূপ অগ্নিকের ঐহিক প্রতিপত্তি এবং স্বদেশেরও চির অবনতি অজ বাহাদুরের বংশীয়দিগের শেষ পর্য্যন্ত ভাল লাগিত না । [উহাদের কেহ কেহ ঐ

চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভালই হইয়াছে একথাই বলেন ।] ফলতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নেপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করিয়া উচিত পথই ধরিয়াছিলেন এবং জঙ্গ বাহাদুরের প্রাণাশ্রয় প্রিয় তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন । জঙ্গ বাহাদুরের হতাবশিষ্ট পুত্রদিগের ভারতে বা ইংলণ্ডে আন্দোলনে বিচলিত হইলেন না ; এরূপ সুবিধা পাইয়াও নেপালের আত্মস্বত্বিক বিপ্লব হস্তক্ষেপ করিলেন না । প্রকৃত প্রস্তাবে নেপালী ছত্রি মাঝেই এজন্ত রেসিডেন্ট সাহেবের এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ এবং জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা যে বৈদেশিক সাহায্য লইয়া স্বদেশে বলপূর্ব্বক ঢুকিতে চাহিয়াছিল সেজন্য তাঁহাদের অধঃপতন সুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই একবাক্যে স্থির করিয়া রাখিয়াছে ।

“বীর সমসেরের সাধু গিহব্য হত্যা বড়ই দোষের— কিন্তু নেপালীছত্রি যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের বা প্রতিহিংসার জন্ত স্বাধীন নেপালের পবিত্রভূমিতে বৈদেশিক সৈন্তের প্রবেশ করাইবার কল্পনা করিতে পারিল তাহাদের নির্বাসন জীবগবানের কৃপায় ঘটিয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের হৃদয়ের ময়লা এরূপ স্পষ্টই প্রকাশ পাওয়ায় এই অস্তায় হত্যাকাণ্ড সংসৃষ্ট নেপালের পক্ষে পরম মঙ্গলকর ঘটনা ।” — তেজস্বী নেপালী ছত্রি অনেকই এই ভাবের কথাই আমাকে বলিয়াছেন । অনেককে বলিতে শুনা যায় যে জঙ্গ বাহাদুর এরূপ মন তাঁহার বংশে কাহারও হইতে

রূপদীপ সিংহ ও বীর সমন্বয়ের সিংহ । ১৭৩

পায়ে বুঝিলে তিনি স্বহস্তেই নির্মাণ হইতেন ! নিরাকর সাধারণ স্তম্ভ। বীরদিগের মন এমনই দেশভক্তি পরিবিক্ত ।

খোজ নরসিং কাঠমাণ্ডুতে যথেষ্ট ইংরাজ সৈন্ত স্থাপন কর এবং তৎসাহায্যে রাজমাতার রাজাধিরাজের প্রতি-নিধি স্বরূপে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য ইংরাজদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

সে যাহা হউক, জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া আপনাই একটা রাষ্ট্রবিপ্লব চেষ্টা করে; ঐ চেষ্টা নেপালী ছত্রির চক্ষে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের জ্ঞায় অকথ্য যুগার বিষয় নহে । তবে রাজাধিরাজের শেষ আজ্ঞার বিরোধী বলিয়া বীর সমন্বয়ের কৃত রাষ্ট্র বিপ্লবেরই জ্ঞায় ছয়—এই মাত্র ।

পাটনা (বাকিপুরে) অবস্থান কালে জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রেরা ৮ বলদেব পালিত মহাশয়ের পুত্র বাবু যদুনাথ পালিতের সহিত কথাবার্তা করিতে আরম্ভ করেন । ৮ বলদেব পালিত কমিশরিয়েটে কার্য্য করিতেন এবং সম্পত্তিশালী অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন । তিনি সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালার ভাষায় কাব্য লিখিয়াছিলেন । অনেক প্রাচীন সিপাহী ও সুবেদারের সহিত তাঁহার হৃদয়তা ছিল । শুদ্ধপলক্ষে তাঁহার পুত্রেরও ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত জানা স্তনা হইয়াছিল । বাবু যদুনাথ পালিত সবল শরীর এবং উদ্যমশীল যুবক ছিলেন এবং এক সময়ে হুগলী কলেজে বি, এ, ক্লাশে পড়িয়াছিলেন । কথিত আছে যে

বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি এই বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন। জন কতক নির্দাসিত নেপালীও যোগ দেয়।

একজন ইংরাজ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্রদিগকে পড়াই-
তেন। তাঁহার সাহায্যে কলিকাতা হইতে কতক বন্দুক
শিস্তল এবং টোটা সংগৃহীত হয়। হঠাৎ একদিন ঐ
দলের লোকেরা ২১০ জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে
গিয়া নেপালের সীমানায় মিলিত হয়। শুনা যায় যে বাবু
ষড়নাথ পালিত যোদ্ধা বশে ঐ দলের সহিত নেপালে
প্রবেশ করেন। নেপালী সাধারণে এবং সৈন্তেরা জঙ্গ
বাহাদুরের পুত্রদিগের প্রতি একান্তই বিরক্ত হইয়াছিল।
উহারা যে বৈদেশিক সৈন্ত সাহায্যে বল পূরক নেপালের
কর্তৃত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা বীর সমসেরের যন্ত্রে
কুত্ৰাপি অজ্ঞাত ছিল না। নেপাল আক্রমণকারী দল
কোন নেপালীরই অনুগত সাহায্য পাইল না এবং অকৃত
কার্য্য এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া ভারতে ফিরিল। নেপাল দর-
বারের অনুযোগে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র
দিগকে এবারে একরূপ নজরবন্দীই রাখেন এবং বাবু
ষড়নাথ পালিতকে বহুকাল "গা ঢকি" হইয়া থাকিতে হয়।

ষাটশ মন্ত্রী মহারাজা বীর সমসের ১২০১ অব্দে দেহ-
ত্যাগ করেন। তাঁহার মন্ত্রীত্বকালে কাঠমান্ডু নগরে জলের
কল এবং ড্রেন হয়। বীর লাইব্রেরী, বীর হাসপাতাল
প্রভৃতিও তাঁহার মন্ত্রীত্বকাল অরণীয় রাখিবে।



মহারাজা চন্দ্র সমসের জঙ্গ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

(দেব সমসের এবং চন্দ্র সমসের)

মহারাজা বীর সমসেরের পর মহারাজা দেব সমসের নেপালের (১৩শ) প্রধান মন্ত্রী হইলেন । কিন্তু দুই মাস মধ্যেই বড়বজ্রের ফলে পদচ্যুত হইয়া নেপাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । এই মন্ত্রী পরিবর্তনে কোনরূপ রক্তারক্তি হয় নাই । তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা চন্দ্র সমসের নেপালের (১৪শ) প্রধান মন্ত্রী । ইঁহার আমলে তিব্বত যুদ্ধে (১২০৪) ব্রিটিশ পৰ্বণবৈধ বিশেষভাবে নেপালের সাহায্য পাইয়া ছিলেন । ইনি কাঠমাণ্ডুতে বৈদ্যাতিক আলোক ব্যবস্থা করিয়াছেন । মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীবীর বিক্রমসাহের মৃত্যু হইলে (ডিসেম্বর ১২১১) তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র মহারাজাধিরাজ জিতুবন বিক্রম সাহ সিংহাসনারোহন করেন । মহারাজা চন্দ্র সমসের ইংলণ্ড দর্শন করিয়া ১০৮) আসিয়াছেন । তিনি বহুপত্নী গ্রহণ করেন নাই । তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা । ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহন সমসের জল রাণা বাহাদুর ১৮৮৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন । মহারাজা চন্দ্র সমসেরের আমলে নেপালের রাজ কার্যে অনেক বিষয়ে সুব্যবস্থা হইয়াছে । নেপালে সুগম পথ বা রেল প্রভৃতি হওয়া জাতীয় ইচ্ছার প্রতিকূল । নেপা-

লীরা নেপালকে দুর্গম রাখিতে চাহে। ইহার উৎপন্ন
শস্য বাহির হইয়া যাওয়া উহার। পছন্দ করেন না; কিন্তু
টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা কতকটা রাখায় রাজকার্যের সুবিধা
এবং সোকেস ও কিছু সুবিধা হইবে।

নেপাল আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুসম্মত
ভাবে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি করিতে থাকুক।
মন্ত্রী পরিবর্তনের রক্তারক্তি ব্যাপার ব্যতীতই বেন
হিমাচলাশ্রিত পুণ্যভূমি নেপাল সর্বাপেক্ষা সক্ষম মন্ত্রী
পাইতে থাকে।

চতুবিংশ অধ্যায়।

(সাধারণ কথা)

(১) কুলটার দণ্ড।—নেপালী ছত্রিদিগের মধ্যে কুলটা
দ্বীপ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। যে পুরুষ কোন ছত্রি
মহিলাকে বিপথ গামিনী করে তাহাকে ঐ দ্বীলোকের
স্বামী বা অভিভাবক কুকরি দ্বারা হত্যা করিতে
অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুরের সময়
হইতে আর বিনা বিচারে হত্যা হয় না। বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হইলে সাধারণের সমক্ষে ঐরূপে বধ করিতে দেওয়া
হয়। দোষী ব্যক্তিকে কয়েক গজ অগ্রে থাকিয়া পলা-
য়নের সুবিধা দিবার নিয়ম আছে কিন্তু কার্যতঃ কেহ

দৌড়িমা পলাইতে পারে না। কুকরিহস্ত অহুসরণকারী
স্বামী দুর্বল বা বয়োধিক হইলে ছুইধারে দণ্ডায়মান দ্রষ্ট-
বর্গের কেহ না কেহ পলায়নকারীর পায়ের সম্মুখে একটু
খা বড়াইয়া দিয়া তাহাকে ভূমিপাতিত করিয়া দেয়।

(২) দণ্ড :—পোহত্যা ও মনুকাহত্যা এবং পরদার-
বধদণ্ড দেওয়া হয়। জজ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া
আসিয়া হস্ত পদক্ষেপ প্রভৃতি দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন।
এখন জেলে কয়েদ জরিমানা, সম্পত্তি, বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি
দণ্ডেরই প্রয়োগ হয়। এই হিন্দু রাজ্যে ব্রাহ্মণ এবং
জীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। ১৯১৫ অব্দে
ইয়ুরোপের মহাব্যুত্থান কালে জার্মাণেরা বেলজীয় পাব্লিকে ও
ইংরাজ রাজাকে গুলিচর বলিয়া বধ করায় বিশেষ নিন্দনীয়
হইয়াছিল ; কিন্তু কোন ইয়ুরোপীয় দেশেই জীলোকের
ও পাব্লির মৃত্যু দণ্ড “নিষিদ্ধ” নহে। প্রকৃত আর্থ্যাধর্মীরা
জীলোক বধ করা ছুরে খাটুক উইদিগকে কোন প্রকার
দৈহিক দণ্ড দিতে অসমর্থ। নেপালে ব্রাহ্মণের এবং
জীলোকের জাতিচ্যুত হওয়া বা কয়েদ হওয়াই মৃত্যুদণ্ড
তুল্য—সর্বোচ্চ দণ্ড।

(৩) কয়েদী :—কয়েদীরা জেলে খাইতে শুইতে পার
এবং উহাদের জেলের পোষাক পরিতে হয়। উহাদের
সর্বত্র পূর্ত কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে “ওয়ার্ডার”
দিয়া কাজ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া আইসে। উহারা সম্ভ্রা
কালে আপনান্নাই জেল ফিরিয়া আইসে ; সঙ্গে সঙ্গে
কোন পাহারা থাকে না।

(৪) দাসত্ব প্রথা।—অবস্থাপন্ন নেপালীরা তেঁরই গোলাম ও বান্ধী থাকে। দাস দাসীর মূল্য ১০০০ হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত। দাসদাসীদের বিশেষ যত্ন করা হয়; উহারা সন্তুষ্টই থাকে। যদি কোন দাসীর সঙ্গে অনিবেদ্য সন্তান জন্মে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করে। দাসের ঔরসজাত সন্তানই দাসত্ব নয় পায়। স্বাধীনতার সন্তান এবং সেই সন্তানের মাতা অবশ্যই স্বাধীন—এই ভাবপ্রণোদিত নিয়ম।

(৫) জ্যোতিষী।—নেপালে জ্যোতিষীদিগের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য; প্রসিদ্ধ ভৃগুসংহিতা (লক্ষ লক্ষ লোকে মুজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ইহাতে বিবৃতি আছে এবং আজও জন্ম সময় বা মৃত্যু সময় হইতে ভৃগু সংহিতোক্ত ফল উদ্ধার করিয়া অনেকটাই দেখা যায়) নেপালেই পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষীদিগকে, জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ঔষধ সেবন করা হয়।

(৬) বৈদ্য।—সকল বড় ঘরেই এক একজন বৈদ্য নিযুক্ত থাকেন।

(৭) মৎস্যদিগকে আহাৰ্য্য দান।—খালে বিলে নদীতে মাছকে খাওয়ান পুণ্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ছোট ছোট ময়দার লেচির মধ্যে দেব দেবীর নাম লেখা টুকরা টুকরা কাগজ দিয়া জলে ফেলা হয়। ঐ গুলি গিলিলে মৎস্যগুলি আহাৰ্য্য প্রাপ্তি এবং উদ্ধার হইবে হইবে এই বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে থাকায় অনেকেই এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

(৮) ভাষা ।—নেপালী ছদ্মি যে পাহাড়ী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা সংস্কৃত মিশ্রিত এবং উহা অপভ্রংশে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত হয়। এই ভাষা বাক্যলীলার উহা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। নেপাল দরবার একটু উৎসাহ দিলেই স্কুলে কাছারিতে দেবনাগরী অক্ষরের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া যায় এবং সনাতনধর্মী সুশিক্ষিত হিন্দু রাজার কর্তব্য পূর্ণভাবে পালিত হয়। এতদ্বারা নেপালী ভাষা ভারতের সর্বপ্রধান ভাষা হিন্দীর ক্রমশঃ আরও নিকটবর্তী হইয়া নেপালী সাধারণের ভাষা হিন্দী সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার সহজগ্ৰাহ্য হইয়া পড়ে। এখন তদ্রলোক মাত্রকে পৃথকভাবে হিন্দী লিখিতে হয়।

(৯) পশুপতি ~~বা~~ ^{স্থান} ।—এই প্রধানতীর্থ কাঠমাণ্ডু হইতে তিন মাইল দূরে বাগমতীর পশ্চিমতীরে ত্রীতীপশুপতি নাথের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সুউচ্চ। উপরিভাগ স্বর্ণমণ্ডিত। নেপালে আড়াই হাজারের অধিক দেবমন্দির আছে। কিন্তু মুসলমান হস্তে কোনটাই ভগ্ন হয় নাই। অপর জাতীয়ও কেহ ঐ সকল মন্দির এ পর্যন্ত লুণ্ঠন করে নাই।

পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট অস্ত্রান্ত অনেক দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে গুহেশ্বরীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

বাগমতী নদী তীরে দুইখানি শিলা আছে। উহাতে মুমূর্ষুকে শায়িত করিলে তাহার বাগমতীর স্বপ্নে চৈকে। এই দুইখানি শিলা নেপালের রাণাধিরাজ এবং মন্মথীর বা ..

রাজ্য পরিবারের ভক্ত নির্দিষ্ট আছে। শিবরাত্রির দিন এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

(১০) বাঙ্গালী।—সরকারী ভোগ বন্ধুকের কারখানায় প্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কর্ণকার নামক একজন বাঙ্গালী কারিকর বহুকাল হইতে কাজ করিতেছেন। শিক্ষক এবং ডাক্তার এবং উচ্চ কেরানীর পদে কয়েকজন বাঙ্গালী নেপালে সম্মানের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

(১১) জ্ঞানিকা।—নেপালে কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া নারী পাহাড়ী এবং হিন্দী ব্যতীত সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। সাধারণতঃ বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া দেশময় মেয়েদের লেখাপড়া শিখানর ব্যবস্থা নাই। তবে গৃহকার্য্য ও সম্ভ্রান্ত পালনে উইরা বাটীর গৃহিণীর দ্বারাই সুশিক্ষিত হইয়া থাকেন। রামায়ণাদি কথা শ্রবণে আদেশের জীলোক-দিগের এবং সাধারণতঃ পুরুষদিগের যে অত্যাচ্ছ শিক্ষা হইত নেপালে এখনও তাহা অক্ষুন্ন এবং জীপুরুষ অনেকেই দৃঢ়চরিত্র, ক্লেমসহিষ্ণু এবং ত্যাগী।

(১২) উন্নতি।—শ্রীমতী হেমলতা দেবী “নেপালে বঙ্গনারী” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে নেপালের বিভিন্ন বর্ণের এবং মহারাজাদির অনেক সম্বাদ দিয়াছেন। কিন্তু তিনি রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বালিকাবিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ এবং ঘোড়ার গাড়ির অভাব দেখিয়া নেপালকে বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত ভাবিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন :—(ক) “ভারতের সনাতন অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যদি কাহার দেখিবার সাধ থাকে ত নেপাল রাজ্যে গমন করিতে হয়।”

(খ) “হুই বৎসর স্বাধীন নেপালে বাস করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে হইল এ যে আমার স্বাধীন রাজ্যের স্বপ্ন ! স্বাধীনতায় এ জাতি কি লাভ করিয়াছে ।”

এখনকার বাল্যলীল ইংরাজী-সংস্কৃত গ্রী-শিক্ষা বা পুরুষ শিক্ষার মনের বিরূপ বিকৃত অবস্থা হয় তাহা উপরি উক্ত কথা শুনিতেই সুপরিষ্কৃত ! “বালিকা বিদ্যালয়” একদিকে এবং “স্বাধীনতা” অপরদিকে উজ্জ্বল করিয়া স্বাধীনতাকেই লম্বু বলিয়া ঘোষ হইয়া যায় !!

কোন সাধু মহাত্মাকে কোন ইংরাজী শিক্ষিত বাবু জিজ্ঞাসী করিয়াছিলেন “মহাশয় ! ধর্মকর্ম করিয়া কি হয় ?” উত্তর পাইয়াছিলেন ধর্মকর্ম করিলে ধর্মরক্ষা হয় । তাহাতেই মনের একটু শান্তি ও সুখ ; আর চাই কি ?” স্বাধীনতা সম্বন্ধেও সেই কথা—“স্বাধীনতাই”—“বদেশীয়ের স্বাধীনতার,” সেই “স্বাধীনতাই” লাভ । ভক্ত মনের একটু শান্তি ও সুখ ; আর চাই কি ?—ইহাই প্রকৃত কথা । তাহা যদি না হইবে তবে “স্বারত্বশাসন” জন্ম সকলে এত আবেদন নিবেদন করিতেছি কেন ? ইংরাজস্রাজ তাহা একটু একটু করিয়া দিতেছেন এবং আরও অনেক পরিমাণে দিবেন বলিতেছেন বলিয়া সকলে এত কৃতজ্ঞ কেন ? “সর্বত্র আত্মবশং সুখং” ।

(১৪) প্রজার স্বথ দুঃখ ।—গ্রামের কাজ গ্রামিক মণ্ড-
লেরাই করেন । আহাৰ্য্যে ভেজাল খুবই কম । মোটা
অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই । আসবাবের জন্ত ব্যাকুলতা নাই ।
অর্থোপার্জন জন্ত উন্নতভাবে ছুটাছুটি করিয়া বুখা আয়ুক্ষয়
নাই । * দুই তিন পুরুষ পূৰ্বে বাঙ্গালীর বেক্ষপ অনেকটা
শান্তি ও আনন্দ ছিল নেপালে সাধারণ প্রজার আদর্শ
তাহা আছে ।

(১৪) অমূল্যম অসবর্ণ বিবাহ ।—নেপালে এখনও
প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে অমূল্যম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের পুরুষের
নিম্নবর্ণের কন্যাগ্রহণে) বিবাহ প্রচলিত আছে । এতদ্বারা
উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জন্মিয়া ক্রমশঃ দেশে অনেকটা আকার-
নাম্য ঘটিয়া আসিতেছে । এই স্বাধীন হিন্দু রাজ্যে বাহার

* কোন কোন সুতীক্ষ্ম ইংরাজ লেখক আমাদের
অনেক ইংরাজী শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা জল্পাষ্ট বুঝিয়া
সাম্বিকভাবে বলিয়াছেন :—(১) That feverish state
of existence which in enlightened Europe we
call progress ! সেই অষ্ট প্রহর অরভোগের অবস্থা বাহা
আমরা সুসভ্য ইউরোপে “উন্নতি” নাম দিয়া থাকি ! (২),
The race for physical comfort—শারীরিক স্বথ-
সাধক জীব্যাদির জন্য ঘোড়দৌড়ের মত ছুটাছুটি (৩)
There is a civilisation independent of furnitu-
re—আসবাব ছাড়াও এক প্রকার সভ্যতা আছে ।—[সে
সভ্যতা আচারে, ব্যবহারে, ভদ্রতায় ।]

যে বর্ণের ইচ্ছা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার বখেটাই বাধা আছে বলিয়া ইহা এখনও চলিতে পারিতেছে ।

(১৫) জঙ্গ বাহাদুরের বংশপরিচয়।—নেপালস্থ মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীনারায়ণের প্রধান সেনাপতি রামকৃষ্ণ রাণা গেহলোট বংশীয় ছিলেন । তিনি প্রভুর কৃপায় যে ধন অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার সমস্তই লোক-হিতার্থে অর্জন করিয়া ছিলেন, তাহা লোকহিতার্থে গুণেশ্বরী হইতে পশুপতিনাথ পর্যন্ত একটা রাস্তা প্রস্তুত ব্যয় করেন । ঐ রাস্তা আজও বর্তমান আছে । ইহার একমাত্র পুত্র রণজিতকুমার রাণা সোমেশ্বর ও লাম্জাং প্রদেশ নেপাল অধিকার ভুক্ত করেন এবং কুমায়ূনের রাজ্য সংসার চাঁদ বখন পঞ্জাব দেশের রণজিত সিংহের অন্ন সাহায্য পাইয়া ঐ রাজ্য পুনরুদ্ধার চেষ্টা করেন সেই যুদ্ধে রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন ।

রণজিত কুমারের তিন পুত্র । বাল নরসিংহ, বলরাম এবং রেবত । বালনরসিংহই মহারাজাধিরাজ রণবাহাদুরের হত্যাকারী সেনা সিংহকে নিহত করেন । তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে বাঘমতী নদীতে স্নানকরিতেন এবং দুই ঘণ্টা শীতের সময়েও দুইঘণ্টা বৃক পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন । উহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে বখ্ত বীরের জন্ম হয় । দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে জঙ্গবাহাদুর, (মন) বন বাহাদুর স্বজিননরসিংহ, কৃষ্ণ বাহাদুর, রাণা দীপসিংহ, জগত রামসেন এই সাত পুত্র এবং লক্ষ্মীশ্বরী এবং রণোদীপেশ্বরী

দুই কস্তার জন্ম হয়। জঙ্গবাহাদুরের মাতা মন্ত্রী ভীমসেন
খাপার ভ্রাতা নেন সিংহের কন্যা।

(১৬) নেপালের স্থাপত্য শিল্প।—নেপালে বৌদ্ধ মন্দির,
বুদ্ধমূর্তি, হিন্দু দেবালয় নানা স্থানে আছে। প্রস্তরের
উপর এবং কাঠের উপর কারুকার্য সুন্দর হয়। “পিক্চারেস্ক
নেপাল” এবং “নেপালে বঙ্গনারী” পুস্তকে অনেক ছবি
আছে।

পাটন, ভাটগাঁও, পাল্পা এবং কাঠমাণ্ডুতে অনেক
সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দৃষ্ট হয়।

(১৮) কুকুরী।—নেপালী কুকুরী বা ভুজালির কাঠ-
নির্মিত হাতলটি খুব ছোট। গুঁথার ক্ষুদ্র কিন্তু শবল হস্তে
ঐ অঙ্গটি অসাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। কুকুরীর পৃষ্ঠদেশ
পুরু, ডগা হুচীর ছায় সুন্দর, ধার সুরের ছায় তীক্ষ্ণ। কুকু-
রীর উপর দিকটা বক্র এবং নিচের দিকটাও অপরভাবে
বক্র; কাটারির ছায় দুই দিক একভাবে বক্র নহে। একপ
উৎকৃষ্ট ইম্পাতে ঐ ক্ষুদ্র কিন্তু ভারী অস্ত্র ধানি প্রস্তুত হয়
যে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে ২৫৬০ বৎসরেও মরিচা
ধরে না। নেপালীরা উহা সর্বদাই সঙ্গে রাখে এবং সকল
কাজেই লাগায়।

নেপালী যোদ্ধা অনেক সময়ে ক্ষিপ্তভাবে শুড়ি মারিয়া
শত্রু পক্ষীয় অস্বারোহী দলের আক্রমণের সময়েই ঘোড়ার
পেটের নিচে গিয়া কুকুরীর দ্বারা ঘোড়ার পেট চিরিয়া
মুহুর্ত মধ্যে শত্রুর পা কাটিয়া দিয়াছে। দাঁতে কুকুরী

সাধারণ কথা ।

১৮৫

ধরিয়া অঙ্ককারে বৃকে হাট্টা গিয়া ঋষাঘোষা ইউরোপীয়
সময়ে (১২১৫—১২১৬) জর্জন ট্রেঞ্চ পৌছিয়া মারকাট
করিয়াছে। শুধু কুকরী হক্কে নেপালী শিকারী অবলীলাক্রমে
ব্যাঘ্র শিকার করে। ব্যাঘ্র সম্পদিয়া উপরে পড়ার পূর্বে
মুহূর্ত্তে সে উহার গলায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া সরিয়া
পড়িতে পারে ।



সমাপ্ত ।

